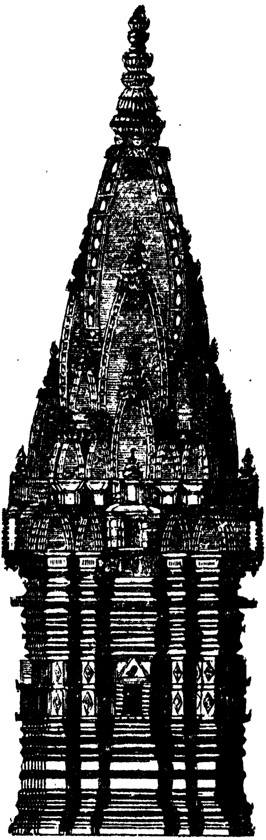
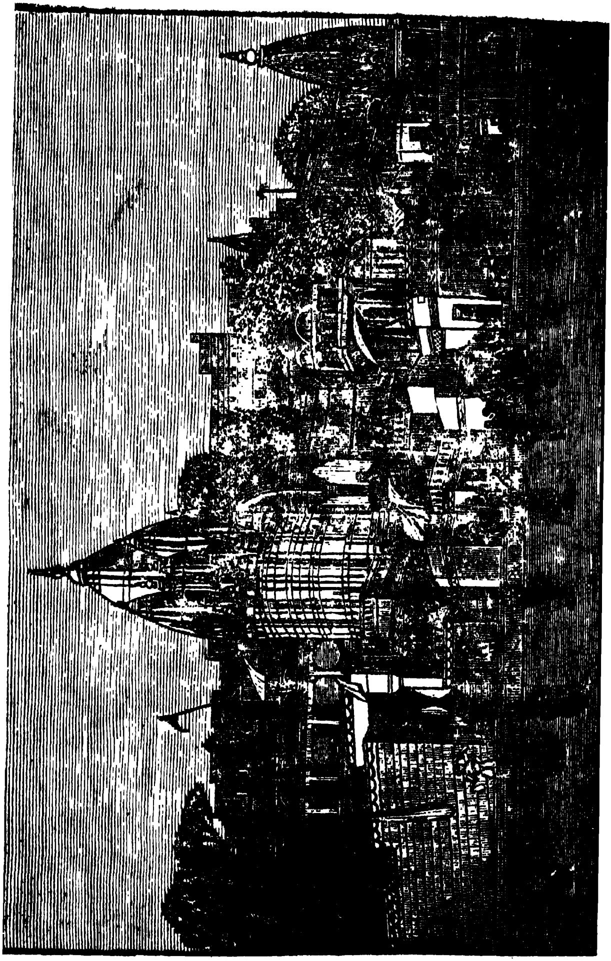


বিশ্বেশ্বরের বর্তমান মন্দির।



কাশী-পরিক্রমা

ভূ-কৈলাসের

রাজা ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত

নানা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী

ও

গ্রন্থকারের জীবনীসহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত

১৩৭-১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে

প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩১৩, আশ্বিন

কলিকাতা

৮ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

এ, এন্, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী

সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে অনুরক্ত

স্বদেশীয় সাহিত্যের পরম-ভক্ত

লালগোলানিবাসী

রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুরের

করকমলে

তাঁহার আনুকূল্যে প্রকাশিত মোক্ষধাম বারাণসীর

এই প্রাচীন চিত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সম্পাদক।

মুখবন্ধ

কাশীপরিক্রমা বাঙ্গালীর গৌরবের ও আদরের সামগ্রী। ইহাতে কাব্যসৌন্দর্য্য, রচনাপারিপাট্য অথবা ভাষার তেমন ওজস্বিতা নাই বটে; বলিতে কি, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকেই গ্রন্থরচয়িতাকে শ্রেষ্ঠকবি বা শ্রেষ্ঠলেখকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন কি না সন্দেহ! কিন্তু তথাপি এই গ্রন্থে এমন জিনিষ আছে, যাহা প্রাচীন বাঙ্গালায় নিতান্ত বিরল! প্রাচীন বাঙ্গালা বলি কেন? বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য-সমুদ্রে এরূপ সরল চিত্র কয়খানি আছে? "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, এই গ্রন্থের গুরুত্ব অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন;—

"রাজা বাহাদুরের লিপি-কৌশল—তাঁহার সত্যপ্রিয়তা। তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্ত্তিটী আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, কালে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে; তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মখণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউন সাঙের কুশীনগর এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্রখানি একস্থানে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে।

"কবি গঙ্গার অর্দ্ধগোলাকৃতি তীরের উপর বক্রভাবে স্থিত কাশীকে মহাদেবের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে অসিঘাট, পরেশনাথের ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট, আরদপাড়ের ঘাট প্রভৃতি ৫৩টী ঘাটের এক ক্ষিপ্র বর্ণনা দিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদের আয়তন, গঠনপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদপূর্ণ জনশ্রুতির উল্লেখ আছে।

"পোস্তাগুলির পরে "ঘাটিয়া" ব্রাহ্মণদিগের কথা: স্নানান্তে লোকসমূহের কপালে তিলক কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয়গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্দ্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্নানকারী ইহাদের "যজমান" হইয়া বসেন। তৎপর অট্টালিকাগুলির বর্ণনা; দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী, কিন্তু—"কদাচিত ছয়তলা সাততলা সাজে।" শ্রীমাধব রায়ের ধরারা কাশীর সর্ব্বোচ্চ মন্দির-চূড়া, ইহা ১১০ হস্ত উচ্চ; ৯০ হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,—এই ধরারা দুঃখী ও নিরাশাগ্রস্তের শেষ উপায় ছিল, তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িয়া মরিত। রাজা বাহাদুরের কাশীবাস কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার উপর হইতে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত সেই ধরারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়িযুগ্ম সেই স্থানে যাপন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িয়া মরে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বদা মরা যায় না;—"অন্য একজন সেই ধরারাতে চড়ি। দৈবক্রমে তথা হইতে তরুপরে পড়ি॥ তরু ডালসহ পুনঃ হৈয়া ভূমিষ্ঠ। অনায়াসে নিজগৃহে হইল প্রবিষ্ট॥" এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য্য করেন, পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরু গৃহস্থগণ তাহা সম্পন্ন করিতেন—"মহাজনটোলী মধ্যে রাস্তাতে সর্ব্বথা। দিনকর হিমকর করহীন যথা॥ একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে। দীপদান করে সভে নিজ খিড়কীতে॥"

"কবি অসংশ্লিষ্ট অথচ সর্ব্বত্র উৎসুকনেত্র পথিকের ন্যায় সরলভাবে ভালমন্দ কথার উল্লেখ করিয়া যাওয়াতে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হাস্যরসোজ্জ্বল হইয়াছে—"লামাসন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপট॥ সদাগরী মহাজনী ব্যবসা সবার। এক এক জনার বাড়ী পর্ব্বত আকার।" ভণ্ড পাণ্ডাদের—"কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী॥" এবং উৎকৃষ্ট দধিদুগ্ধ পুষ্ট—"শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি যেন রাজরাজেশ্বর॥" তৎপরে নানা জাতির বর্ণনা আছে, ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদপাঠ, লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদপ্রমোদ—এ সব তুলিতে অঙ্কিত চিত্রের মত, এবং আখ্যায়িকার সর্ব্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। কাশীর কুচাগলিতে সেই সময়ে সর্ব্বদা হত্যাকাণ্ড হইত—"এইমত প্রতিমাসে

প্রায় হয় দ্বন্দ্ব। ক্ষণমাত্র গড়াগড়ি যায় কত স্কন্ধ॥" শিল্পকারগণ কি কি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটী পূর্ণতালিকা আছে—জোলাগণ কিংখাপ, একপাটা, জামদানী, শাড়ী, শামলা, গুদড়, তাসের উপর ধনুকপাটা ও জরীমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও "দ্বিশত পর্য্যন্ত থান মূল্যের নির্ণয়।" কিন্তু "সাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে। শুদ্ধ সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে॥" নদীয়ার কারিকরগণ অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ পাষাণ দ্বারা প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমন্দির গুলির বর্ণনা,—এ বর্ণনা উজ্জ্বল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নাট্যশালার ন্যায় বিচিত্র শোভা-উদ্‌ঘাটক, তখন অহল্যাবাইয়ের মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; পাষাণের খোদগারি ফুল, ফল, লতা ও দক্ষিণ দেশস্থ মর্ম্মরের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়া উপ-সংহারে—"কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিনলক্ষ ব্যয়ে যেই না হৈল কাতর॥" ইহার পরে বিশ্বমহাদেব মহারাষ্ট্রার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের বিস্তৃত উল্লেখ। বর্ণনা এরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর—পাঠক যেন পথে দেখিতে দেখিতে যাইবেন। কাশীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা আছে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মব্রতাদি অনুষ্ঠান ও গঙ্গাস্নানাদির পরে রূপ-বর্ণনা—"গণ্ডারের চুড়ি কারু কনক রচিত। ঘোরঘনমাঝে যেন তড়িত জড়িত॥ কি উপমা দিব যেই পীঠে দোলে বেণী। অখণ্ড কদলী দলে বিহরে নাগিনী॥" তাহাদের নোলকে—"বড় দুই মুক্তা মাঝে চুনি শোভা করে। যেমত দাড়িম্ববীজ শুকচঞ্চু ধরে॥" কিন্তু এই বিষয় কবিকে হঠাৎ প্রলুব্ধ করিতে পারে। কবির অলক্ষ্যে উপমার উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িয়াছিল, "কারু উরঃদেশে মুক্তামালার দোলনী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥" কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন,—"এ সব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত অন্যভাব মনেতে নহিবে॥" ইহার পরে কাশীবাসী নানাজাতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মোৎসব, বারমাসের নানারূপ ব্যাপারাদি বর্ণিত আছে।"

বাস্তবিক উক্ত বর্ণনাপাঠ করিয়াই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং "কাশী-পরিক্রমা" প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিতে পারি। দীনেশ বাবু যে আদর্শ পুথি অবলম্বন করিয়া উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন,

সেই পুথিখানি তিনি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে প্রদান করিয়াছেন, উক্ত পুথিখানি আদর্শ করিয়া ও অপর একখানি পুথির সাহায্যে "কাশী-পরিক্রমা" সম্পাদিত হইল। আদর্শ পুথিখানির লিপিকাল ১৭৩১ শক (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ)। গ্রন্থসমাপ্তির ১২।১৩ বৎসর পরে কবি প্রেমানন্দ দাস স্বহস্তে পুথি নকল করেন, এজন্য এই গ্রন্থখানির সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নহে। কাশী-পরিক্রমার গ্রন্থকার অপেক্ষা লেখক প্রেমানন্দ দাস একজন শ্রেষ্ঠ কবি, গ্রন্থের উপসংহারে যে একটী "গৌরীপদ" লিখিত আছে, তাহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এই সুকবির রচিত অপর কোন পদ বা গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই।

গ্রন্থের পরিচয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কবি জয়নারায়ণের বৃহৎ কাশীখণ্ডের শেষ অংশ মাত্র। যে কাশীখণ্ড স্কন্দপুরাণের একাংশ বলিয়া প্রচলিত আছে, যাহার ছন্দোনৈপুণ্য, শব্দমাধুর্য্য ও কাব্যসৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে মহিমা গান করিয়া থাকেন; সেই মূল কাশীখণ্ড একশত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ; রাজা জয়নারায়ণ উক্ত একশত অধ্যায় অবিকল অনুবাদ করাইয়াছেন। আলোচ্য "কাশী-পরিক্রমা" ঐ একশত অধ্যায়ের অন্তর্গত নহে, মূলের একশত অধ্যায় অনূদিত হইবার পর,—তাঁহার অবস্থানকালে তিনি বারাণসীর অবস্থা যাহা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন, তৎকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যেরূপে কাশীযাত্রা সম্পন্ন হইত, কাশীর প্রতিপল্লীতে যে যে দেবদেবী বিদ্যমান ছিলেন, যে যে দ্রষ্টব্য স্থান ছিল, সাধারণের

ব্যবহার্য্য ও বাণিজ্যোপযোগী যে যে জিনিষ পাওয়া যাইত, প্রতিদিন পুণ্যধাম বারাণসীতে যে যে উৎসব হইত, সেই সমুদয় নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা তিনি নিতান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার কাশীবাস সার্থক হইয়াছিল; তিনি কাশীখণ্ডের উপসংহারে কয়েক অধ্যায়ে এই কাশীপরিক্রমা লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গভাষায় যে অপূর্ব্ব সামগ্রী উপহার দিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে—"গ্রন্থরচনা"-প্রসঙ্গ পাঠ করিলে, বোধ হয় পাঠকের মনে ভিন্ন ভাব উদয় হইতে পারে। গ্রন্থরচনায় রাজাবাহাদুরের কৃতিত্বের পরিচয় কোথায়? কাশীপরিক্রমায় লিখিত হইয়াছে,—১৭১৪ শকে (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) পৌষমাসে শূদ্রমণিবংশীয় নৃসিংহ দেব রায় কবি জয়নারায়ণের নিকট আগমন করেন; তিনিই কাশীখণ্ডের অনুবাদে প্রধান উদ্যোগী। ঐ শকে ফাল্গুন মাসে নৃসিংহ দেবরায়ের সহচর জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন, রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ শ্লোক ভাঙ্গিয়া মুখে মুখে ব্যাখ্যা করিতেন, মুখোপাধ্যায় তাহারই পাতড়া করিতেন। নৃসিংহদেব রায় আবার তাহা সংশোধন করিয়া লিখিয়া লইতেন। ৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ হইবার পর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাশীপ্রাপ্তি হয়; তৎপরে ১৪১৫ শকের ভাদ্রমাসে মুখোপাধ্যায় স্বদেশযাত্রা করেন। বৎসরকাল অনুবাদ কার্য্য স্থগিত ছিল, তৎপরে নৃসিংহদেব রায় বাঙ্গালীটোলায় গিয়া বাসা করিলে, বলরাম বাচস্পতি নামক একজন পণ্ডিত তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হন; তিনি ৭৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন; তৎপরে মূল গ্রন্থের অবশিষ্ট ২৫ অধ্যায় বক্রেশ্বর পঞ্চানন অনুবাদ করেন। "পঞ্চক্রোশী-

যাত্রা” ও “নগরভ্রমণ” অংশও তাঁহার রচনা। ইহার পর বৎসরাবধি গ্রন্থরচনাকার্য্য স্থগিত ছিল। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও তৎপুত্র উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার এই দুই পণ্ডিত গ্রন্থসমাপ্তির জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন; তাঁহারা কাশীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া এবং ছয় মাস কাল বহুপ্রাচীন গ্রন্থপাঠ করিয়া সংস্কৃত শ্লোকে “কাশীযাত্রাপদ্ধতি” লিপিবদ্ধ করেন, ইহাতে ঋতু, মাস, তিথি, বার ও বর্ষযাত্রা যথাশাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত তাহারই বঙ্গানুবাদ করেন; এইরূপে মূল ও পদ্ধতি বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে অনূদিত হইলেও নৃসিংহদেব রায় উক্ত সমগ্র গ্রন্থ নানা ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে আমাদের “কাশীপরিক্রমা”র প্রধান বর্ণনীয় ও আলোচ্য “নগর-বর্ণন” অংশ রাজা জয়নারায়ণ নিজে রচনা করেন।

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে, এই অনুবাদ-কার্য্য নানা লোকদ্বারা সম্পন্ন হইলেও যাহার জন্য আমরা আজ এত গৌরব প্রকাশ করিতেছি, “কাশীপরিক্রমা”র অপরার্দ্ধ অর্থাৎ নগর-বর্ণনাংশ রাজকবির স্বরচনাই বটে, তবে এই গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধের জন্য আমরা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়েরও নাম উল্লেখ করিতে পারি।

আর একটী কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাবিদ্ প্রিন্সেপ (J. Prinsep), সেরিং (Rev. Sherring) এবং “পর্ব্ব ও যাত্রাবিধি”-প্রণেতা জগচ্চন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেকেই গুজরাতী পণ্ডিত গৌরজীকেই কাশীর লুপ্ত দেবদেবী ও তীর্থ উদ্ধারকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌরজী ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে তীর্থোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁহার পুত্র উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কারদ্বারা যে সেই মহাকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, “কাশীযাত্রাপদ্ধতি” গ্রন্থ যাঁহারা

পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রন্থকারের পরিচয়।

১। রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল।

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশ করিবার জন্য একখানি বৃহৎ তাম্রফলক প্রস্তুত হয়। সেই ফলকে ইংরাজী ও পারসীভাষায় জয়নারায়ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী খোদিত আছে, নিম্নে তাহারই অনুবাদ প্রকাশিত হইল ;—

'যেখানে এখন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দণ্ডায়মান, পূর্ব্বে সেই স্থানকে গোবিন্দপুর বলিত। সেখানে হিন্দুর বসতি ছিল। সেই গ্রামে কন্দর্প ঘোষাল নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কন্দর্পের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র। ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখে (১৭৫১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্রের নাম জয়নারায়ণ। কিছুদিন পরে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গনির্ম্মাণের সময় অন্যান্য সকলের ন্যায় কন্দর্পও বাধ্য হইয়া গোবিন্দপুরের বাস পরিত্যাগ করেন। গোবিন্দপুর ছাড়িয়া কন্দর্প প্রথমতঃ কিছুদিন গড়ে-বেহালায় * বাস করেন। তাহার পরে তিনিই খিদিরপুরে চিরবাস স্থাপন করেন। ১১৬১ সালে কন্দর্প ঘোষাল খিদিরপুরে বাসভবন নির্ম্মাণ করান।

* করুণানিধান-বিলাসের "গড়ে বেহালা খিদিরপুরে পরে নিরন্তর" ইত্যাদি হইতে আমরা "গড়ে বেহালা" নাম পাইয়াছি।

জয়নারায়ণ ঘোষাল পোনের বৎসর বয়সে বাঙ্গালা সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন এবং বাঙ্গালা, ফারসী, দেবনাগরী ও ইংরাজিতে লিখিতে শিখেন। ১১৭২ সালে জয়নারায়ণ বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব মবারক উদ্দৌলার অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১১৭৫ সালে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং কিছুদিন পরে তদানীন্তন কলিকাতার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জন সেক্‌শ্‌পীয়ারের সহিত পরিচিত হন। তিনি জয়নারায়ণের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিজকার্য্যের সহকারিরূপে গ্রহণ করেন। তাহার পর যখন সেক্‌শ্‌পীয়ার যশোহরের রাজস্ব-সংক্রান্ত গোলোযোগ মিটাইতে প্রেরিত হন, তখনও তিনি জয়নারায়ণকে সহকারিরূপে লইয়া গিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদ, পাটনা, ঢাকা ও বর্দ্ধমানে যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা (Provincial Council) স্থাপিত হয়, তখন মিঃ সেক্‌শ্‌পীয়ার ঢাকার সভার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। তখনও জয়নারায়ণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ১১৮৬ সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে সকল কার্য্যে বিধিমত সাহায্য করিতেন। জয়নারায়ণের কার্য্যে গবর্মেণ্ট অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনিও ঢাকার অধিবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদিগের উন্নতিজনক নিয়মাদি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ১১৮৬ সালের শ্রাবণ মাসে তিনি পীড়িত হইয়া বাড়ীতে আসেন। ইংরাজেরা ইঁহার কার্য্যে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তদানীন্তন দিল্লীর বাদ্‌শা মহম্মদ জহান্দার শার নিকট হইতে ইঁহাকে এক সনন্দ আনাইয়া দেন। ইহাতে দিল্লীর বাদশা ইঁহাকে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি এবং তিনহাজারী মনসবদার

পদে নিযুক্ত করেন। শাজাদা মীর্জ্জা জওয়ানবখ্‌ত ঐ সনন্দ সহি মোহর করিয়া দেন। উহার তারিখ ১১৯৮ হিজিরী ২৯শে রবিয়লআউল, জলুস ২৫ এবং বাঙ্গালা ১১৮৮ সাল। বন-বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের সহিত জমীদারী বন্দোবস্তের সময়ও ইনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ১১৯৩ সালে ২৪ পরগণার কালেক্টর মিঃ ক্যামাক যখন সমস্ত জেলা জরীপ করাইয়া রাজস্বের আয় বৃদ্ধি করেন, তখনও মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কালেক্টর সাহেবের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে মিঃ ক্যামাক বিশেষ সন্তুষ্ট হন। ১২০৩ সালে মিঃ টমাস প্যাট্‌ল্‌ যখন মুরশিদাবাদের তদানীন্তন নবাব বাবরজঙ্গ বাহাদুরের সহিত বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখনও মহারাজ বাহাদুর মধ্যস্থ হইয়া সুশৃঙ্খলে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহারাজ বাহাদুর কোম্পানীর পক্ষে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত কোনরূপ বেতন বা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। গবর্মেন্টের নিকট প্রতিপত্তি ও স্বদেশীয়ের উপকারার্থ তিনি ইচ্ছা করিয়া বিনা স্বার্থে ঐ সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে তিনি নিজে যথেষ্ট ধনার্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই আয় হইতে তিনি খিদিরপুরে ও অন্যান্য স্থানে অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। ব্যবসাবাণিজ্য ও জমীদারীর আয়ে তিনি সুখে স্বাধীন ভাবে থাকিতেন। তাঁহার আয় যথেষ্ট ছিল। তাহা হইতে তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। নানাস্থানে নানা দেবতা ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তি-আদি দান করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে গরীব-প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার

বিবরণ দেওয়া গেল। ১১৮৮ সালে কালীঘাটের কালীদেবীর চারিখানি হাত রৌপ্যে গড়াইয়া দেন। খিদিরপুরের নিকট নিম্ন-ভূমি ভরাট করিয়া তথায় এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এই স্থানই সাধারণতঃ ভূকৈলাস নামে খ্যাত। উক্ত প্রাসাদের নানা স্থানে কমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও রাজেশ্বর নামে তিন শিবলিঙ্গ, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ কার্ত্তিক, সূর্য্য, রামসীতা, হনূমান, যোগভৈরব ও ধাতুনির্ম্মিত পতিতপাবনী নামে সিংহবাহিনী দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; এতদ্ভিন্ন ঐ প্রাসাদের মধ্যে 'শিবগঙ্গা' নামে এক বৃহৎ পুষ্করিণীও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১২০০ সালে মহারাজ জয়নারায়ণ কাশীতে "করুণানিধান" নামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। কাশীতে সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ অভাব দেখিয়া মহারাজ এক চুনার-পাথর দিয়া চারিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১২২৪ সালে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ীতে সকল শ্রেণীর বালকদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসী, ও ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে খৃষ্টান এবং দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং ছাত্রসংখ্যা দুই শত হয়। এই দুই শত ছাত্রের ও শিক্ষকগণের থাকিবার, আহারাদির ও বেতনের জন্য তিনি চিরদিনের জন্য কিছু মাসিক বৃত্তিও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাকুণ্ডের নিকট তিনি এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ধাতুময় গুরুপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই বাটীর সংলগ্ন গুরুকুণ্ড নামক পুষ্করিণীও তাঁহারই কীর্ত্তি। কাশীবাস কালে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির রচনায় তিনি যে ভাবে কাল কাটাইতেন, তদুল্লেখ বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন নহে। ১ম শঙ্করীসঙ্গীত (সংস্কৃত শ্লোকে একাম্রকানন-

বিহারিণী ভগবতীর লীলা-বর্ণনা), ২য় ব্রাহ্মণার্চ্চনচন্দ্রিকা (বেদ-পুরাণ-তন্ত্রশাস্ত্রাদি হইতে ব্রাহ্মণ-অর্চ্চনার বিধিব্যবস্থা), ৩য় জয়-নারায়ণ-কল্পদ্রুম (সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণলীলা), ৪র্থ কাশীখণ্ড অনুবাদ (বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে ও বৃন্দাবনী ভাষায় স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ), ৫ম করুণানিধানবিলাস (বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা)। জয়নারায়ণ কাশীতে বহুকাল বাসের পর, মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে কাশীবাসী সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে এক এক পত্র লিখিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করেন। কাশীর মণিকর্ণিকাতীর্থে ১২২৮ সালের ২৫ কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন দ্বিপ্রহরে ৬৯ বৎসর বয়সে উপস্থিত বন্ধুবর্গের মধ্যে থাকিয়া মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল এক-মাত্র পুত্র রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন। তখন তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রও জন্মিয়াছিল। ইঁহাদিগের ভরণপোষণ ও সুখস্বচ্ছন্দে কালক্ষেপের জন্য মহারাজ যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও সকল ব্যক্তিরই মরণ আছে, তথাপি যাঁহারা দয়ালু, পরদুঃখকাতর, তাঁহাদের বিয়োগে তদীয় বন্ধুবান্ধবগণ এবং অন্যান্য যে সকল গরীব দুঃখী লোক তাঁহাদের নিকট নিয়ত উপকার পায় তাহারা নিতান্ত কাতর হইয়া থাকে। যত দিন তাঁহার কীর্ত্তিমালা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে লোকে নিঃসহায়কে সাহায্য দান করিবে, ততদিন তাঁহার স্মৃতি জাগরিত থাকিবে এবং সেই জন্যই এই বিবরণ উৎ-কীর্ণ হইল।"*

* রাজা জয়নারায়ণ ও তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে যাঁহারা আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৭ম ভাগ ১-২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মুখবন্ধ

২। রাজা নৃসিংহদেব রায়।

কাশীখণ্ডের অনুবাদে প্রধান উদ্যোগী ও প্রধান লেখক নৃসিংহদেব রায় একজন সামান্য লোক ছিলেন না। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাটুলীর সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-রাজবংশে মহামতি নৃসিংহদেব রায়ের জন্ম। তিনি মহারাজ বল্লালসেনের সমসাময়িক খ্যাতনামা দেবাদিত্য দত্তের ২১শ পুরুষ অধস্তন। তাঁহার অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের পিতা উদয় দত্ত অক্‌বর বাদশাহের নিকট "সভাপতি রায়" উপাধি লাভ করেন। সভাপতি রায়ের প্রপৌত্র রামেশ্বর রায়-মহাশয় সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট জায়গীর ও ১০ই সফর ১০৯০ হিজরীতে (১৬৭৩ খৃঃ) পুরুষানুক্রমিক "রাজা মহাশয়" উপাধি সহ এক সনন্দ লাভ করেন। পাটুলীগ্রাম নদীগর্ভস্থ হইবার উপক্রম হইলে রাজা রামেশ্বর তাঁহার বাঁশবেড়িয়াস্থ পূর্ব্বতন জমিদারী-কাছারী সুদৃঢ় গড়বেষ্টিত করিয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ বাঁশবেড়িয়ার "রায় মহাশয়" উপাধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত। রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়ের পুত্র রাজা রঘুদেব দেবরায় নৈশযুদ্ধে মরাঠাদিগকে পরাস্ত করিয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট "শূদ্রমণি" উপাধি লাভ করেন।* তাই কাশী-পরিক্রমায় নৃসিংহদেব রায় "শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলীনিবাসী" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজা রঘুদেবের পুত্র গোবিন্দদেব রায় মহাশয় এ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ

* আবার অনেকের মতে, রঘুদেবের পিতামহ ও সভাপতি রায়ের পুত্র জয়ানন্দ রায় মজুমদার বাঙ্গালা আক্রমণকালে মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করায় "শূদ্রমণি" উপাধি লাভ করেন।

বিঘা জমি দান করেন, তাই তাঁহার নাম পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গোবিন্দদেবের পুত্র নৃসিংহ দেব রায়।

রাজা গোবিন্দদেবের মৃত্যুর তিন মাস পরে ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) পৌষমাসে নৃসিংহদেব ভূমিষ্ঠ হন। আলীবর্দ্দী তখন বাঙ্গালার নবাব। গোবিন্দদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বর্দ্ধমানরাজের পেস্কার মাণিকচন্দ্র আলীবর্দ্দীকে সংবাদ দেন যে, বাঁশবেড়িয়ার রাজা গোবিন্দ নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া নবাব গোবিন্দদেবের সমস্ত সম্পত্তি বর্দ্ধমানরাজকে অর্পণ করেন; সুতরাং নৃসিংহদেব যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি পরহস্তগত। উক্ত সম্পত্তি ব্যতীত হল্‌দা পরগণা কিস্‌মতের মালগুজারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সামিল ছিল, তিনিও সুবিধা পাইয়া (ঐ সময়ে ১১৪৮ সন, বৈশাখ) উক্ত কিস্‌মত আপন পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া লইলেন। একথা নৃসিংহদেবের স্বহস্তলিখিত পত্রে প্রকাশ।

নৃসিংহদেব বয়োপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ঐ বিপুল সম্পত্তি উদ্ধারের সুবিধা করিতে পারিলেন না। তখন বাঙ্গালায় এক প্রকার অরাজক। বলিতে কি তাঁহার অভ্যুদয়কালে ষোল বর্ষের মধ্যে সাতজন নবাব মুর্শিদাবাদে নবাবীর অভিনয় করিলেন। সুতরাং কে বালকের কথায় কর্ণপাত করে? যাহা হউক, ওয়ারেন হেষ্টিংসের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ভারতে ইংরাজ আধিপত্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল। নৃসিংহদেব হেষ্টিংসের শরণ লইলেন। তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে যে সকল মহাল বর্দ্ধমানের রাজ্য হইতে চবিবশ পরগণার সামিল হইয়াছিল, কেবল মাত্র সেই ৯টি পরগণা ১১৮৬ সালে (১৭৭৯ খৃঃ অঃ) অধিকার

পাইলেন এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড় লাট তাঁহার এক সনন্দও দিয়াছিলেন।

নৃসিংহদেব তাঁহার পৈতৃক বিপুল জমিদারীর সামান্য অংশ মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে সমুদয় সম্পত্তি পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস্ তাঁহাকে বিলাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগের নিকট আবেদন করিতে অনুমতি করেন। কিন্তু তাহাতেও বিপুল ব্যয় হইবে বুঝিয়া টাকা সংগ্রহ ও ব্যয়সঙ্কোচের অভিপ্রায়ে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে ৺কাশীধামে গমন করেন। এখানে রাজা জয়নারায়ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পরবর্ষে উভয়ের উৎসাহে কাশীখণ্ডের অনুবাদ-কার্য্য আরম্ভ হইল। যেরূপে এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নৃসিংহদেব ৭ বর্ষ কাল কাশীধামে ছিলেন;—এই সময় মধ্যে কাশীখণ্ড সম্পূর্ণ এবং ভগবানের নামমাহাত্ম্যপুণ্যে তিনি ৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

এই কাশীবাসকালে নানা সাধুসঙ্গ তাঁহার হৃদয়ও অনেকটা উচ্চভাব ধারণ করিয়াছিল। বিলাতে আপীল করিতে যথেষ্ট অপব্যয় হইবে ভাবিয়া আর সেদিকে মনোযোগ করিলেন না; পারত্রিক মঙ্গল-বিধানের জন্য অর্থের সদ্ব্যয় করিতে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার ব্যয়ে ১৭১০ শকে স্বয়ম্ভবার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি উত্তরপশ্চিম হইতে বাঁশবেড়িয়া-বাটীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী আনাইয়া ষট্‌চক্রভেদ-প্রণালীতে হংসেশ্বরীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য

সমাধা হয় নাই, তাঁহার প্রিয় পত্নী সুবিখ্যাতা রাণী শঙ্করী ১৭০৬ শকে ঐ অপূর্ব্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পতির কামনা পূর্ণ করেন। ১৭২৪ শকে (১৮০২ খৃঃ অঃ) রাজা নৃসিংহদেব পরলোক গমন করেন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার রচিত দেবদেবীবিষয়ক বহু গীত প্রচলিত আছে। তিনি বাঙ্গালা কবিতায় উড্ডীশ-তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য।

আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান কাশীধামে এখন যে অসংখ্য দেবদেবী মূর্ত্তি ও তীর্থস্থান দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই নিতান্ত আধুনিক সময়ের কীর্ত্তি বা আধুনিক কল্পনা নহে; যদিও পুনঃ পুনঃ বিধর্ম্মীর আক্রমণে কাশীর দেবমন্দিরসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, যদিও সেই সমুদয়ের নিদর্শন কাশীতে নিতান্ত বিরল, তথাপি প্রাচীন হিন্দুরাজগণের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর সান্নিধ্য হইতে কাশীধাম কখনই বঞ্চিত হন নাই; সহস্র সহস্র প্রাচীন দেবমন্দির কাশীধাম হইতে বিলুপ্ত হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম স্ব স্ব দেবমূর্ত্তি রক্ষা করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই; যদিও মণিমাণিক্যখচিত বহুতর মূল্যবান্ দেবমূর্ত্তি লুণ্ঠনপ্রিয় বিধর্ম্মীর করকবলিত হইয়াছিল, তথাপি সহস্র সহস্র পাষাণময় প্রাচীন দেবমূর্ত্তিসমূহ কাশীধামে বিরাজমান থাকিয়া ধর্ম্মভীরু হিন্দুর হৃদয়ে ভক্তি ও শান্তি প্রদান করিতেছেন; ঐ সকল দেবমূর্ত্তির প্রাচীনতা-নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে মূল কাশীখণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া "কাশী-পরিক্রমার" পাদটীকা পূরণ করিয়াছি।

কাশীখণ্ডই কাশীস্থ সমুদয় তীর্থ ও মাহাত্ম্য-বর্ণনার সর্ব্ব-প্রধান প্রাচীন গ্রন্থ। তাই এই কাশীখণ্ড সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। উইলসন্‌প্রমুখ পাশ্চাত্য ও অক্ষয়কুমার-প্রমুখ এ দেশীয় কোন কোন পুরাবিদের বিশ্বাস, যে কাশীখণ্ড নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ অর্থাৎ মুসলমান অভ্যুদয়ের অনেক পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর গ্রন্থ। কিন্তু তাঁহাদিগের এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে কাশীখণ্ডের একখানি ৯৩০ শকের হস্তলিপি রক্ষিত আছে। পূজ্যপাদ মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর হস্তলিখিত স্কন্দ-পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই দুই প্রমাণে "কাশীখণ্ড"কে নিতান্ত অপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া কখনই মনে করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, বৌদ্ধপ্রভাবের পর কাশীধামে ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটিলে এবং এখানে নানা তীর্থ ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই সমুদায়ের প্রাচীনতা খ্যাপন করিবার জন্য পৌরাণিকের হস্তে কাশীখণ্ড সঙ্কলিত হইয়াছে, এরূপ স্থলেও আমরা কাশীখণ্ডকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

কবি জয়নারায়ণ কাশীধামের বর্ণনায় তৎকালপ্রচলিত যে সকল শিল্প, বাণিজ্য ও কলাদির উল্লেখ করিয়াছেন, ইদানীন্তনকালে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং তাহা দেশীয় সাধা-রণকে বুঝান, সহজ কথা নহে। বলিতে কি এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এরূপ গ্রন্থসম্পাদনকালে যেরূপ ভূয়োদর্শন ও সময়সাপেক্ষ, দুঃখের বিষয় সে সুবিধা-লাভে বঞ্চিত হইয়াছি।

গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে যেরূপ মালমসলা আবশ্যক, তাহার যে অনেক অভাব ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি কখন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সময় ও সুযোগ মত ইহার অভাব দূর করিতে ও অঙ্গসৌষ্ঠববর্দ্ধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

অবশেষে আনন্দের সহিত ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, সাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী লালগোলার প্রসিদ্ধ রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে এই "কাশী-পরিক্রমা" প্রকাশিত হইল, তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ রাজা বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

ভাদ্র পূর্ণিমা
সন ১৩১১

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

সূচীপত্র

কাশী-পরিক্রমা

পঞ্চক্রোশী যাত্রা

[১]

অবধান করি সভে শুন[1] সভাজন।
কাশীকথা ছাড়িবারে নাহি চাহে মন ॥ ১
বর্ত্তমান কালে যাহা[2] হেরিল নয়ন।
বিশেষিয়া কিছু তাহা করি নিবেদন ॥ ২

(১) মূল পুথিতে সর্ব্বত্রই 'সুন' এইরূপ দন্ত্য সকারযুক্ত পাঠ আছে, ইহাই প্রাচীন বাঙ্গালার প্রকৃত পাঠ। প্রাচীন বাঙ্গালা 'প্রাকৃত' বলিয়া অভিহিত। মূল প্রাকৃত-ভাষায় "শ্রুহুজিলূধুবাং ণোহন্ত্যে হ্রস্বঃ" (বররুচির প্রাকৃতপ্র০৮।৫৬) এই সূত্রানুসারে সংস্কৃত 'শ্রু' ধাতুর অন্ত্যে 'ণ' হইয়া 'সুণই' পদ সিদ্ধ হয়। "রশষাণাং সঃ" (চণ্ডপ্রাকৃত ৩।১৮) এই সূত্রানুসারে প্রাকৃত ভাষায় শ ও ষ স্থানে 'স' হয়। উক্ত উভয় সূত্রানুসারে সংস্কৃত 'শৃণু,' প্রাকৃতে 'সুণু' এবং প্রাচীন বাঙ্গালায় 'সুন' হইয়া যায়। (চণ্ড ২।২৬) আলোচ্য পুথির সর্ব্বত্র 'সুন' 'সুনিল' এইরূপ প্রকৃত পাঠই আছে। খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ ও পদগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পুথির সর্ব্বত্রই "শ" ও "ষ" স্থানে "স" ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠের সুবিধার জন্য এখনকার প্রচলিত রীতি গ্রহণ করিলাম।

(২) মূল পুথিতে সর্ব্বত্রই 'জাহা' পাঠ আছে, তাহাই প্রাচীন বাঙ্গালা-সঙ্গত। 'যস্ত জঃ' (চণ্ডপ্রা০৩।১৫) এই সূত্রানুসারে প্রাকৃত ভাষায় 'য' স্থানে 'জ' হয়। এই

কাশী পঞ্চক্রোশী যাত্রা ভ্রমণ নগর।
শঙ্কুধারা[৩] যাত্রা আদি তিলভাণ্ডেশ্বর ॥ ৩
কাশীখণ্ডে না লিখিলা ব্যাস মুনিবর।
এ সকল বার্ত্তা লাগি চিন্তিত অন্তর ॥ ৪
পরে অন্য পুরাণে[৪] শ্রীব্যাস তপোধাম[৫]।
লিখিল এ সর্ব্বকথা অতি অনুপাম ॥ ৫
পরম পাবনী বাণী যাহা শুনিলাম।
মন আকিঞ্চনে এ পুস্তকে লিখিলাম ॥ ৬

মণ্ডপ-চরিত

সদয়া হইয়া দীন প্রতি ভগবতী।
জিজ্ঞাসিলা করি নুতি* পশুপতি প্রতি ॥ ৭

নিয়মানুসারেই আলোচ্য পুথির সর্ব্বত্রই 'জেই' 'জে' 'জবে' 'জাইল' ইত্যাদি রূপ শব্দ ও পদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুবিধার জন্য প্রচলিত রীতি অনুসৃত হইল।

(৩) স্কন্দ ও বায়ুপুরাণীয় কাশীমাহাত্ম্যে 'শঙ্খোদ্ধার'তীর্থ নামেই বর্ণিত হইয়াছে। এখনকার চলিত নাম "শঙ্কুধারা"।

(৪) কবি কোন্ কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "যাত্রাবিধি" লিখিয়াছেন, তাহা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। তবে স্কন্দ ও বায়ুপুরাণীয় কাশীমাহাত্ম্যে এবং ত্রিস্থলীসেতু-গ্রন্থ অবলম্বনে যে রাজা বাহাদুর যাত্রাপদ্ধতি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(৫) "তপোধন"—পাঠান্তর।

* নুতি—নমস্কার, প্রণাম।

হে প্রভো বিষয়াসক্ত কলিকালে মতি।
স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট গরিষ্ঠপাপে * রতি † ॥ ৮
শাস্ত্রে পরাঙ্মুখ পুণ্যের লেশ না রহিবে।
কাশীবাসে পরদ্রোহ সতত করিবে ॥ ৯
এ সকল লোকের কি উপায় হইবে।
করুণা করিয়া প্রভু বিশেষি কহিবে ॥ ১০
দেবদেব কহিলেন শুনহ ভবানি।
যে প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসিলা সাধু করি মানি ॥ ১১
এই কথা জিজ্ঞাসিলা জৈগীষব্য মুনি।
সে বার্ত্তা তোমারে কহি অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১২
পূর্ব্বে এক শিষ্য সঙ্গে করিয়া আনিলা।
জৈগীষব্য মুনি মম নিকটে আইলা ॥ ১৩
বহু স্তুতি নুতি করি কহিতে লাগিলা।
এই শিষ্য মম অতি অবাধ্য হইলা ॥ ১৪
কৃতাকৃত নাহি মানে কাশীবাস করি।
পাপকর্ম্মরত পরদ্রোহী পরদারী ॥ ১৫
গণিকাসদনবাসী পরধনহারী।
পিতৃমাতৃবিপ্রমিত্রদ্রোহী দুরাচারী ॥ ১৬
বহু শিক্ষা অনেক তাড়ন করিলাম।
তথাচ ইহারে পাপমূর্ত্তি দেখিলাম ॥ ১৭

* গরিষ্ঠপাপ—মহাপাপ।

† রতি—আসক্তি, অনুরাগ।

আপন আশ্রম হইতে দূরে ত্যজিলাম।
তব ইচ্ছা যথা তথা যাহ কহিলাম ॥ ১৮
অতএব কাশী ত্যজি বিন্ধ্যাচল গিয়া।
তিন বর্ষ তপ করে তৃণাদি ভক্ষিয়া ॥ ১৯
তীর্থরাজে * পঞ্চ বর্ষ তপস্যা করিয়া।
গোদাবরীতীরে[৬] করি ভীমরথী[৭] ক্রিয়া ॥ ২০

* ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে 'তীর্থরাজ' অর্থে 'কাশী' লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কাশীখণ্ডে (২২।৫৯) প্রয়াগ "তীর্থরাজ" বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও তীর্থরাজ শব্দে প্রয়াগ বুঝাইতেছে।

(৬) গোদাবরী—সহ্যাদ্রিসমুদ্ভবা প্রসিদ্ধা নদী। দাক্ষিণাত্যে ইহা গঙ্গাসদৃশ পুণ্যতোয়া বলিয়া খ্যাত। পুরাণে ইহা "গৌতমী" নামেও বর্ণিত হইয়াছে। এই গৌতমী-তীরে বহু তীর্থ আছে, তন্মধ্যে পাতগয়া, ভীমেশ্বর, কোটিলিঙ্গ, কোটিফলী, ভদ্রাচল ও দক্ষারাম এই কয়টী তীর্থই প্রধান। এই কয়টী তীর্থই মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত গৌতমীমাহাত্ম্যে গৌতমী, সপ্তগোদাবরীসঙ্গম, কোটিফলী ও ভদ্রাচলের মহিমা এবং স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডে দক্ষারাম (বর্ত্তমান নাম দ্রাক্ষারাম)-মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে।

(৭) ভীমরথী—দাক্ষিণাত্যে ভীমা নামে পরিচিত। বোম্বাই-প্রদেশে সহ্যাদ্রি হইতে সমুদ্ভূত।

"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা।
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ॥" (বিষ্ণুপু• ২।৩।১১)

ভীমাতীরেও বহুসংখ্যক তীর্থ বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণীয় ভীমামাহাত্ম্যে ভীমরথী ও ঐ সকল তীর্থ-মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কোনখানে দেহশুদ্ধি কদাচ নহিল।
তদন্তে শ্রীশৈলগিরি[৮] গমন করিল ॥ ২১
পাপহেতু ষড়ানন দর্শন নহিল।
কাশীকৃত পাপনাশে তপস্যা চরিল ॥ ২২
এইরূপে বহুকাল অবসান যবে।
অগস্ত্য মুনির তথা আগমন তবে ॥ ২৩
কাশীর বিরহে মুনি বিহ্বলাত্মভাবে।
হা কাশী হা কাশী সদা কহে উচ্চরবে ॥ ২৪
কার্ত্তিক নিকটে মুনি প্রণাম করিল।
মুনি হেরি ষড়ানন সম্প্রীত হইল ॥ ২৫
আগচ্ছ আগচ্ছ * কহি আলিঙ্গন দিল।
মুনিবরে পাদ্য অর্ঘ্যে অর্চ্চনা করিল ॥ ২৬
কার্ত্তিক কহেন ওহে শুন মুনিবর।
কাশীর বিরহে তুমি হৈয়াছ কাতর ॥ ২৭

(৮) মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কার্ণুল জেলাস্থ একটী প্রধান শৈব-তীর্থ। এখানকার মল্লিকার্জ্জুন-শিবলিঙ্গদর্শনে অশেষ পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। শিব-উপপুরাণের উত্তরখণ্ডে ও স্কন্দপুরাণীয় মল্লিকার্জ্জুনমাহাত্ম্যে ইঁহার মহিমা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এই তীর্থের সবিস্তার পরিচয় নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য, Asiatic Researches, Vol. V. p. 303f; Madras Journal of Literature and Science, Vol. XXIII, pt, II ও Sewel's Antiquarian Remains in the Madras Presidency, Vol. I. p. 90.

* আগচ্ছ আগচ্ছ (সংস্কৃত)—এস, এস।

মম স্পর্শ দর্শনে শোচনা* ত্যাগ কর।
তব কার্য্য কি করিব কহ ইতঃপর ॥ ২৮
কথোপকথন শেষ হইল যখন।
অগস্ত্য কহেন শুন পার্ব্বতীনন্দন ॥ ২৯
কাশীতে প্রমাদে পাপ করে যেই জন।
কিরূপে নিষ্কৃতি† তার কহ বিবরণ ॥ ৩০
কার্ত্তিক কহেন শুন ঘটোদ্ভব মুনি।
এই প্রায়শ্চিত্ত শিবমুখে নাহি শুনি ॥ ৩১
কাশীবাসে যেই পাপ করিল অজ্ঞানী।
প্রায়শ্চিত্ত তাহার জানেন শূলপাণি ॥ ৩২
জৈগীষব্য কহেন প্রভুর সন্নিধানে।
বারম্বার কাশীনাম শুনিয়া শ্রবণে ॥ ৩৩
এ পাপীর কিছু শান্তি হৈল পাপগণে।
ষড়ানন অগস্ত্যের পাইয়া দর্শনে ॥ ৩৪
এই বিবরণ শুনি ভয়াত্মা হইয়া।
পুনর্ব্বার দুরাচার নিকটে আসিয়া ॥ ৩৫
পাপশান্তি হেতু বহু প্রার্থনা করিয়া।
কাকুতি মিনতি করে চরণে ধরিয়া ॥ ৩৬
অতএব নিবেদন এই পাপী তর।
কৃপা করি পাপশান্তি কর ইতঃপর ॥ ৩৭

* শোচনা অর্থাৎ অনুশোচনা—শোক, অনুতাপ।
† নিষ্কৃতি—মুক্তি।

দেবদেব কহেন শুন হে মুনিবর।
তুমি মম পূর্ণভক্ত শ্রুতিস্মৃতিধর ॥ ৩৮
পুরাণজ্ঞ কাশীতত্ত্ববেদী শুদ্ধমতি।
তোমারে কহিব কাশীমাহাত্ম্য সম্প্রতি ॥ ৩৯
কাশীকৃত পাপিগণে নাহি আর গতি।
প্রায়শ্চিত্ত যাহা তাহা গোপনীয় অতি ॥ ৪০
জ্ঞানাগ্নি-ব্যতীত পাপ-ধ্বংস অপ্রমাণ।
বিষয়-আসক্ত-চিত্তে দুর্লভ সে জ্ঞান ॥ ৪১
সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ কাশিকা একস্থান।
কাশীবাসী ত্যজিবেক মান অভিমান ॥ ৪২
ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাশী।
পঞ্চক্রোশীক্ষেত্র পাপনাশি পুণ্যরাশি ॥ ৪৩
কাশীস্থ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি বাসী।
প্রায়শ্চিত্তহীনের যাতনা দিবানিশি ॥ ৪৪
আপাতাল মম লিঙ্গ ব্রহ্মরূপময়।
শিবলোক পরে দশ অঙ্গুলি নির্ণয় ॥ ৪৫
ক্ষেত্রকৃত পাপে যদি প্রায়শ্চিত্ত নয়।
তথাচ ইহার প্রদক্ষিণে পাপক্ষয় ॥ ৪৬
অতএব পঞ্চক্রোশী করে একবার।
কাশীকৃত পাপ তার অবশ্য নিস্তার ॥ ৪৭
দশজন্মার্জ্জিত পাপ দ্বিবারে সংহারে।
শতজন্ম-পাপে মুক্ত হইবে ত্রিবারে ॥ ৪৮

যাবৎ জীবন কাশীবাস যেই করে।
নিরালস্য প্রতিবর্ষ প্রদক্ষিণাচারে ॥ ৪৯
সেই কাশীবাসী জীবন্মুক্ত হয় নরে।
এই স্থানে ইতিহাস শুন ইতঃপরে ॥ ৫০
কুষ্মাণ্ড মুনির পুত্র মণ্ডপাখ্য[১] ছিল।
সঙ্গদোষে ক্ষেত্রে বহু পাপ আচরিল ॥ ৫১
পিতা মাতা ভ্রাতা বহু বারণ করিল।
তথাপি বিষয়াসক্ত মানস হইল ॥ ৫২
পরদার পরদ্রোহ পরদ্রব্যরত।
পারক পরাপবাদে বেদাচারহত ॥ ৫৩
যেমত বয়েস-রঙ্গ কুসঙ্গ তেমত।
সুপ্রসঙ্গ-সৎসঙ্গ-বিমুখ সতত ॥ ৫৪
পরে দুইজন মিত্র সঙ্গে যুক্তি করি।
রাজগৃহে প্রবেশিয়া স্বর্ণ করি চুরি ॥ ৫৫
বিভাগ না দিয়া মিত্রগণে ধন হরি।
বিহরে বেশ্যার ঘরে দিবা বিভাবরী ॥ ৫৬
অনঙ্গ-তরঙ্গ-রঙ্গে তৃষিত হইল।
পালঙ্ক অধোতে সঙ্গোপনে পাত্র ছিল ॥ ৫৭
তাহা পান করিয়া বেশ্যারে জিজ্ঞাসিল।
তাম্রপাত্রস্থিত আমি কি পান করিল ॥ ৫৮

(১) 'মাণ্ডবাখ্য'—পাঠান্তর।

বেশ্যা কহে মাধ্বী* আছে তোমার কারণ।
পান করি রতিশ্রান্তি কর নিবারণ ॥ ৫৯
ইহা পানে হবে সদা জাগ্রত মদন।
রতি-রঙ্গ সঙ্গে হবে যামিনী যাপন ॥ ৬০
ইহা শুনি মুনিপুত্র আশ্চর্য্য মানিল।
আপনারে নিন্দা করি কহিতে লাগিল ॥ ৬১
বেশ্যাসহ মদ্যপান মম ভাগ্যে ছিল।
এই চিন্তা করি নিশি প্রভাত হইল ॥ ৬২
প্রাতে দুই মিত্র তার আসি উপস্থিত।
গতরাত্রিকার্য্য বেশ্যা করিল বিদিত ॥ ৬৩
মণ্ডপকে[১০] কহে দুঁহে নিন্দা কহি হিত।
বেশ্যাসঙ্গে সুরাপান দ্বিজে পুনর্বীত † ॥ ৬৪
সে যে হউক আমা দুঁহে বহুধন দেহ।
অস্পষ্ট রাখিয়া যেন না জানিবে কেহ ॥ ৬৫
ইহা শুনি ব্রাহ্মণ প্রবেশে পুনঃ গৃহ।
গণিকারে কহে প্রাণ আমার রাখহ ॥ ৬৬
যেই ধন তব স্থানে আমি স্থাপিলাম।
তার তিন ভাগ দিয়া রাখ নিজ নাম ॥ ৬৭

* মাধ্বী—মাধ্বীক, মউয়া ফুলের মদ।

(১০) 'মাণ্ডব্যকে'—পাঠান্তর।

† পুনর্বীত—পুনরুপবীত, পুনরায় উপনয়নসংস্কার।

মম জাতি কুল দিয়া পূর মনস্কাম।
তোমার সেবক আমি হব অষ্টযাম * ॥ ৬৮
বেশ্যা কহে কামশাস্ত্রে তুমি মূর্খতম।
মম লীলা জ্ঞাত নহ ওরে দ্বিজাধম ॥ ৬৯
লক্ষ স্বর্ণসম হয় এক চুম্ব মম।
কিছু ধন দিয়া তোর এত পরাক্রম ॥ ৭০
ওরে দ্বিজ ত্যাগ কর আমার সদন।
যাবৎ না আগত আমার দাসীগণ ॥ ৭১
তাহারা আইলে তোরে করিবে তাড়ন।
অতএব কহি আমি বিহিত বচন ॥ ৭২
ইহা শুনি দ্বিজ বেশ্যাভবন ত্যজিল।
ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে মগ্ন হইয়া চলিল ॥ ৭৩
নিজ নিকেতনে যবে প্রবেশ করিল।
সেই দুই সঙ্গী তার কহিতে লাগিল ॥ ৭৪
রাজগৃহ হইতে যাহা মণ্ডপ আনিলা।
তার ভাগ দেহ যদি মঙ্গল চাহিলা ॥ ৭৫
এই বাণী অনুচিত কুষ্মাণ্ড শুনিলা।
ভীত হইয়া দুঁহা প্রতি জিজ্ঞাসা করিলা ॥ ৭৬
কোথা হইতে আইলা তোমরা দুইজন।
কি মতে ইহার সহ হইল মিলন ॥ ৭৭

* অষ্টযাম—অষ্ট প্রহর।

দুই জন আসিয়াছ যাহার কারণ।
কোথা বা রাখিল লৈয়া এই সেই ধন ॥ ৭৮
ইহা শুনি কহে দুঁহে শুন মহামতি।
তন্ত্রবাহ স্বর্ণকার দুঁহাকার জাতি ॥ ৭৯
তব পুত্র সহযোগে দৈবে প্রীত অতি।
রাজগৃহে চুরি করি তিনের সংহতি ॥ ৮০
তাহার বিভাগ নাহি দিয়া দুরাচার।
গণিকারে ধন দিয়া করিল বিহার ॥ ৮১
অতএব রাজস্থানে কহিয়া তোমার।
সুতকে শূলাগ্রে দিব করিনু বিচার ॥ ৮২
তুমি যদি আমারদিগের দেহ ধন।
আপনে আপন পুত্র করহ রক্ষণ ॥ ৮৩
পুত্র লৈয়া চল কহে কুষ্মাণ্ড তখন।
রাজধর্ম্ম-দণ্ড করি পাপ-বিমোচন ॥ ৮৪
দুইজনে কহিল শুনহ মুনিবর।
রাজদ্বারে প্রয়োজন নাহি ইতঃপর ॥ ৮৫
আমা সভা স্থানে পুত্র সমর্পণ কর।
উচিত বিচার মোরা করিব ইহার ॥ ৮৬
এই মিত্রদ্রোহী শঠ অতি দুরাচার।
ইহার সহিত নাহি সম্বন্ধ তোমার ॥ ৮৭
তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শিষ্ট লজ্জিত অপার।
হেন পুত্র ত্যাগ কর করিয়া বিচার ॥ ৮৮

কুষ্মাণ্ড কহেন ওহে শুন দুইজন।
আমার এ পুত্রসহ নাহি প্রয়োজন ॥ ৮৯
যথা ইচ্ছা তথা লৈয়া করহ গমন।
এ পাপিষ্ঠ মুখ আর না করি দর্শন ॥ ৯০
মুনি পুত্রপ্রতি পুনঃ কহিতে লাগিলা।
অরে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সকল নাশিলা ॥ ৯১
কুলাঙ্গার হইয়া মম কুলে কালি দিলা।
ইতঃপর তব ভাগ্যে বিধি কি লিখিলা ॥ ৯২
যথা ইচ্ছা তথা তুমি করহ গমন।
যাবৎ প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে নহিবে ভাজন* ॥ ৯৩
আমি পিতা তুমি পুত্র সম্বন্ধ বারণ।
ইহা কহি দোহারে করিল সমর্পণ ॥ ৯৪
দেবদেব কহেন কুষ্মাণ্ড মুনিবর।
পুত্রস্নেহ ত্যাগ করি নহিল কাতর ॥ ৯৫
কাশীবাসে পাপাচারে যেবা রত রয়।
পিতা পুত্র ভ্রাতা নারী সেই ত্যাজ্য হয় ॥ ৯৬
তদন্তর মণ্ডপে লইয়া দুইজন।
আসিয়া নিকটে বহু করিল তাড়ন ॥ ৯৭
মৃতবৎ মূর্চ্ছাগত হইল যখন।
পরিত্যাগ করি দুঁহে করিলা গমন ॥ ৯৮

* ভাজন—উপযুক্ত পাত্র।

দ্বিজপুত্র মৃতপ্রায় হইয়া রহিল।
নিশাভাগে বার্ত্তা কোন জন না জানিল ॥ ৯৯
অরুণকিরণ যবে উদয় হইল।
মূর্চ্ছামুক্ত দ্বিজপুত্র উঠিয়া বসিল ॥ ১০০
এইকালে লোক কাশীবাসী কতগুলি।
পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণে যায় কুতূহলি ॥ ১০১
মণ্ডপ জিজ্ঞাসে সভে কোথা যাও মেলি।
সভে কহে পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণে চলি ॥ ১০২
মণ্ডপ সভার সঙ্গে গমন করিল।
কর্দ্দমেশে[১১] যাত্রিগণ সেদিন রহিল ॥ ১০৩
তথাতে মণ্ডপ মণ্ড পান করি ছিল।
গানবাদ্যনৃত্যগীতে যামিনী যাপিল ॥ ১০৪
তাহা হেরি সর্ব্বলোক প্রশংসে বিস্তর।
এই দ্বিজ মণ্ডপ কুষ্মাণ্ড-পুত্রবর ॥ ১০৫

(১১) কর্দ্দমেশ—ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট মধ্যমেশ্বরমন্দির। এই মধ্যমেশের বায়ুকোণে ৩ ক্রোশ দূরে কর্দ্দমগ্রাম, এই গ্রামের পার্শ্বে কর্দ্দমেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার মন্দির অবস্থিত। কাশীমাহাত্ম্য-মতে, এখানে কুণ্ডে স্নান ও লিঙ্গের পূজা করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড-মতে, কনোজাধিপতি জয়চন্দ্র দিগ্‌বিজয় উপলক্ষে আসিয়া এই কর্দ্দম গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি কর্দ্দমেশের পূজাব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহু শাসন-ভূমি এবং কর্দ্দমেশের অবস্থানের জন্য কুণ্ডপার্শ্বে এক সুবৃহৎ প্রস্তরময় দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। (ভ০ব্রহ্মখ০৫০।৪৭-৪৮) এখন সেই মন্দিরের অধিকাংশ ধূলিসাৎ হইয়াছে। কর্দ্দমগ্রামের বর্ত্তমান চলিত নাম কঁধোয়া।

সদাশিবভক্ত দৃঢ় শিবব্রতধর।
সাধু সাধু চেষ্টাশূন্য থাকে নিরন্তর ॥ ১০৬
অপূর্ব্ব শরীর তাহে বিভূতিভূষণ।
সতের সংহতি সদা করিছে গমন ॥ ১০৭
দেবেশ কহেন অহে শুন তপোধন।
পাপাত্মা যদ্যপি হয় ভাবে সাধুগণ ॥ ১০৮
সাধুবাদ করিলে পাতক হয় ক্ষয়।
সৎপথে যে জন গামী তাহার নিশ্চয় ॥ ১০৯
ভোজনাচ্ছাদন অনায়াসে লভ্য হয়।
সভে তুষ্টি দেহপুষ্টি তাহার অব্যয় ॥ ১১০
পরদিন যাত্রিগণ ভীমচণ্ডী[১২] যথা।
পূজা করি ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শুনে তথা ॥ ১১১
দ্বিজ তার মধ্যে শুনে শিববিষ্ণুকথা।
পূর্ব্ববৎ সে যামিনী যাপিল সর্ব্বথা ॥ ১১২
তৃতীয় দিবসে পথে নৃত্যগীত করি।
মহাদেব বাসুদেব নাম কণ্ঠে ধরি ॥ ১১৩

(১২) ভীমচণ্ডী—বিশ্বেশ্বর-মন্দির হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে ভীমচণ্ড গ্রাম, এখানে ঘোররূপা ভীমচণ্ডী দেবী বিরাজ করিতেছেন। (ভ০ব্রহ্মখ০৫৩।১৭) দেবী-মন্দিরের নিকট বিমলকুণ্ড আছে। কাশীমাহাত্ম্য মধ্যে এই সরোবরের উল্লেখ না থাকিলেও ইহা নিতান্ত আধুনিক নহে। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বেও যে এই কুণ্ডটী ছিল, তাহা এখানকার শিলালিপি হইতে জানা যায়।

আত্মপাপ স্মরণ করিয়া চিন্তা চরি।
কখন রোদন করে কভু হাস্যকারী ॥ ১১৪
কভু কাশী কাশী শিব শঙ্কর কেশব।
ত্রাহি ত্রাহি মাং * আমি পতিত মানব ॥ ১১৫
দ্বিজ হৈয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি অনুভব।
স্বর্ণস্তেয়ী † বেশ্যারত গৃহীত-আসব ‡ ॥ ১১৬
এই সব দ্বিজপুত্র অনেক চিন্তিয়া।
স্নান আচরিল বরণার[১৩] তটে গিয়া ॥ ১১৭
রামেশ্বর[১৪] রামসীতা লক্ষ্মণ পূজিয়া।
অনশনে নৃত্যগীতে যামিনী যাপিয়া ॥ ১১৮

* অর্থাৎ আমায় পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর।

† স্বর্ণস্তেয়ী—যে সোণা চুরি করে।

‡ গৃহীত-আসব—যে মদ্যগ্রহণ করিয়াছে, মদ্যপানকারী।

(১৩) বরণা—কাশীখণ্ড-মতে, এই নদীই কাশীপুরীর উত্তর সীমায় ও অসি দক্ষিণ সীমায় প্রবাহিত বলিয়া কাশীপুরীর অপর নাম বারাণসী। ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষেত্রবিঘ্নকারী দুর্বৃত্তগণের অনায়াসে মুক্তি ও প্রবেশ-নিবারণার্থ এই নদীদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন। (কাশীখণ্ড ৩০অঃ) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোদ্ধৃত কাশীমাহাত্ম্যমতে, বিশ্বেশ্বরের ৩ যোজন পশ্চিমে পুষ্পপুর নামক গ্রাম হইতে বরণা এবং ভীমচণ্ডীর নিকট বিমলকুণ্ড হইতে অসি বাহির হইয়াছেন।

দুর্গা দেবীর সহচরী বিজয়া বরণারূপে এবং জয়া অসিরূপে প্রবাহিত হইতেছেন। (ভ০ব্রহ্মখ০৫৩অ) বরণার উভয়তীরে এখন বেশী লোকের বাস নাই বটে, কিন্তু এখানে নানাস্থানে বহু ইষ্টকস্তূপ থাকায় এক সময়ে এই অঞ্চল যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা অনুমিত হয়।

(১৪) রামঘাটে রামেশ্বর অবস্থিত। এখানে চৈত্রমাসে রামনবমীতে মহা-

প্রভাত সময় যাত্রিগণ সহ যজি * ।
ক্ষীরহ্রদে স্নান করি বৃষধ্বজে পূজি ॥ ১১৯
পূর্ব্বমত সে রজনী নৃত্যগীতে মজি ।
হরিহর মাধব যাদব নাম ভজি ॥ ১২০
বরণাসঙ্গমে[১৫] প্রাতে স্নান আচরিল ।
গঙ্গাতীরে স্থিত সর্ব্বদেবতা পূজিল ॥ ১২১
বিশ্বেশ্বর[১৬] দরশন অর্চ্চন করিল ।

মেলা হইয়া থাকে। রামেশ্বরমন্দিরে রামেশ্বর লিঙ্গ, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতামূর্ত্তি ব্যতীত আরও নানা কিম্ভাকার রামানুচর ও দেবদেবী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

* যজি—যজন করিয়া, পূজা করিয়া।

(১৫) বরণাসঙ্গম—কাশীর পূর্ব্বপ্রান্তে আদিকেশব-মন্দিরের নিকট যেখানে বরণা আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে, সেই তীর্থের নাম বরণাসঙ্গম। কাশীমাহাত্ম্যের মতে এখানে স্নান করিলে চতুর্ব্বর্গফল লাভ হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এখানে বামনোৎসব উপলক্ষে মহামেলা হয়।

(১৬) বিশ্বেশ্বর—যিনি পুণ্যসলিলা উত্তরবাহিনী জাহ্নবীকূলসমাশ্রিত মণি-কর্ণিকাঘাটের অদূরবর্ত্তী দিব্য স্বর্ণচূড় মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত, যিনি উক্ত পঞ্চক্রোশী-বারাণসীবাসী মুমূর্ষু প্রাণিবর্গের অন্তিম সময়ে তদীয় দক্ষকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদানানন্তর তাহাদিগকে একমাত্র পরমেশ্বরে লীন করিয়া স্বীয় লয়কারী নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তিনিই এই মুক্তিক্ষেত্রের অধীশ্বর বিশ্বেশ্বর। স্বর্ণকলস ও স্বর্ণচূড়াবলম্বিত সুন্দর মন্দির মধ্যে এখন যে প্রস্তরময় বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, উহাঁকে অনেকে সাবেক বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন, সাড়ে বারশত বর্ষ পূর্ব্বে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং বারাণসীতে আসিয়া শত হস্ত উচ্চ তাম্রময় বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। এখন সে লিঙ্গ নাই। এই কারণে তাঁহারা অনুমান করেন যে, যখন শাহাবুদ্দীন্ ঘোরী বারাণসী লুণ্ঠন করিতে আইসে, তখন সেই পবিত্র

তদন্তে মণ্ডপ মুক্তিমণ্ডপে[১৭] বসিল ॥ ১২২

তাম্রলিঙ্গ ম্লেচ্ছের হাতে বিচূর্ণিত বা বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে। পরে হিন্দুরাজগণ বর্ত্তমান লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের অনতি দূরে যে অরঙ্গজিবের মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে সেইখানেই বিশ্বেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির ছিল। হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব তাহা নষ্ট করিয়া তথায় মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সেই মন্দিরই সামান্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা মস্‌জিদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। মস্‌জিদের পশ্চিমে এখনও প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মস্‌জিদের নিম্নতলে বৌদ্ধ ও জৈনগঠনের গৃহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হিন্দুগণ প্রবল হইয়া বৌদ্ধ বা জৈনকীর্ত্তি বিলোপকরণার্থ প্রাচীন বিহার ও চৈত্যের উপরেই দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান অরঙ্গজিব-মস্‌জিদের অনতিদূরে যে "আদি বিশ্বেশ্বরের" মন্দির রহিয়াছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানেই বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উহার পার্শ্বে মস্‌জিদ হওয়ায় লিঙ্গ স্থানান্তরিত হয়। আবার আদি বিশ্বেশ্বরের পার্শ্বেও এক অসম্পূর্ণ মন্দির আছে, উহা দেখিলে তাঁহারই এক অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কাহারও মতে ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সময়ে নির্ম্মিত।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির সমচতুরস্র প্রাঙ্গণের উপর অবস্থিত। উহা চূড়া সমেত ৩৪ হাত উচ্চ। এই মন্দির কোন্ মহাত্মা নির্ম্মাণ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। মহারাজ রণজিৎসিংহ মন্দিরের খিলান, চূড়া ও সমুদায় কলস তামার উপর সোণা দিয়া মুড়িয়া দেন। সূর্য্যালোকে দূর হইতে দর্শন করিলে ইহার অপূর্ব্ব শোভায় নয়ন ঝলসিয়া যায়। স্বর্ণোজ্জ্বল-চূড়ার উপর ত্রিশূল ও তাহার পার্শ্বে পতাকা উড়িতেছে। মন্দিরের খিলানের নীচে ৯টী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টাটী নেপালরাজ-প্রদত্ত। মন্দিরের উত্তরে বিশ্বেশ্বরের সভাগৃহ, তথায় অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বিরাজিত। শিবরাত্রির দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের সম্বন্ধে অপর বিবরণ জ্ঞানবাপীপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

(১৭) নির্ব্বাণমণ্ডপ বা মুক্তিমণ্ডপ—বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ একটী

সদস্যগণেরে বহু করিয়া প্রণাম।
কহিতে লাগিলা কথা অতি অনুপাম ॥ ১২৩
বহু মহাপাপকারী আমি অবিরাম।
কি মতে নিষ্কৃতি হবে কহ পরিণাম ॥ ১২৪
আবাল-যৌবনাবধি হইয়া কাশীবাসী।
পরদার পরদ্রোহে সদা অভিলাষী ॥ ১২৫
পরন্তু যথেচ্ছামতে যাত্রা পঞ্চক্রোশী।
করিয়াছি আমার[১৮] কি হবে কহ ঋষি ॥ ১২৬
সদস্যগণেরা সবে কহিতে লাগিলা।
বিভূতি রুদ্রাক্ষ তুমি ধারণ করিলা ॥ ১২৭
পঞ্চক্রোশাত্মক লিঙ্গ সৎসঙ্গে ভ্রমিলা।
তুমি শিব বিষ্ণুভক্ত নিষ্পাপ হইলা ॥ ১২৮

বৃহৎ মণ্ডপগৃহ। কাশীযাত্রী এখানে আসিয়াই প্রথমে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। এক সময়ে এই মুক্তিমণ্ডপেই দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি শত শত সাধু পুরুষের অধিষ্ঠান হইত, এখানে বসিয়াই সাধুগণ হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর ও নিগূঢ় প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিতেন। কাশীখণ্ডে মহেশ্বর বলিয়াছেন,—মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসনামক আমার প্রাসাদের দক্ষিণেই যে মণ্ডপে আমি নিয়ত অবস্থান করি, উহাই আমার সভামণ্ডপ। কেহ এখানে স্থিরচিত্তে নিমেষার্দ্ধকালও অবস্থিতি করিলে তাহার শত বর্ষব্যাপি যোগাভ্যাসের ফল লাভ হয়। আমার এই মণ্ডপই জগতে নির্ব্বাণ-মণ্ডপ নামে বিখ্যাত। এখানে যে একটী মাত্রও ঋক্ পাঠ করে, সে সমস্ত বেদপাঠের ফল প্রাপ্ত হয়। এখানে বসিয়া ষড়ক্ষরমন্ত্র জপ করিলে কোটি রুদ্রজপের ফল পাওয়া যায়। (কাশীখণ্ড ৭৯।৫৪-৫৮)

(১৮) 'আত্মার'—পাঠান্তর।

মণ্ডপ কহেন পিতা ত্যজিলা আমারে।
তাঁহার নিকটে আমি যাব কি প্রকারে॥ ১২৯
যদ্যপি নিষ্পাপ আমি সভার বিচারে।
কি কহি প্রতীত আমি করিব পিতারে॥ ১৩০
সদস্য কহেন যাহ নিজ নিকেতন।
আহ্বান করিয়া আন পিতাকে আপন॥ ১৩১
আমা সভাকার বাণী গৌরব যখন।
অবশ্য হইবে তব পিতৃ-আগমন॥ ১৩২
ইহা শুনি দ্বিজ গৃহদ্বারে উত্তরিলা।
শিব শিব শব্দ করি নিঃশব্দে রহিলা॥ ১৩৩
কুষ্মাণ্ড কহেন কোন অতিথি আইলা।
প্রিয়ে! দেখ দেখ শিবনাম কে লইলা॥ ১৩৪
পতি অনুমতিক্রমে দ্বারে গিয়া সতী।
কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া সন্ততি॥ ১৩৫
অরে দুষ্ট দুরাত্মা পাপিষ্ঠ ভ্রষ্টমতি।
প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া আইলা গৃহপ্রতি॥ ১৩৬
মণ্ডপ কহেন মাতঃ পিতাকে আহ্বান।
করিলা সদস্যগণ করিয়া সম্মান॥ ১৩৭
মম প্রায়শ্চিত্তবার্ত্তা পিতা বিদ্যমান।
হইল নহিল সভে করিবেন গান॥ ১৩৮
মণ্ডপের মাতা শুনি কুষ্মাণ্ডকে কহে।
তব পুত্র প্রায়শ্চিত্ত-কৃতাগত গৃহে॥ ১৩৯

শিবনাম স্মরিয়া বাহির দ্বারে রহে।
অভ্যাগত অতিথি সন্ন্যাসী কেহ নহে ॥ ১৪০
শুনিয়া কুষ্মাণ্ড কৃতপ্রায়শ্চিত্ত সুত।
সহসা পুরের দ্বারে আগমন স্তুত ॥ ১৪১
রূপ হেরি কহে কোন্ প্রায়শ্চিত্তযুত।
লঘু ধর্ম্মে প্রায়শ্চিত্তে নহে দেহ পূত ॥ ১৪২
মণ্ডপ কহেন আমি বহুপাপনিধি।
তবাহ্বান করিলা সদস্যগণ আদি ॥ ১৪৩
নিজ রুচিক্রমে তুমি তথা যাহ যদি।
সভে কহিবেন যে হইল শুদ্ধবিধি ॥ ১৪৪
ইহা শুনি পত্নীসহ কুষ্মাণ্ড চলিলা।
সদস্যগণের আগে প্রণাম করিলা ॥ ১৪৫
বিনয়পূর্ব্বক দ্বিজ কহিতে লাগিলা।
কোন্ প্রায়শ্চিত্তে পুত্র বিশুদ্ধি পাইলা ॥ ১৪৬
সদস্যগণেরা কহিলেন শুন ঋষি।
পঞ্চক্রোশী জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গক্ষেত্র কাশী ॥ ১৪৭
তব পুত্র প্রদক্ষিণ করি পঞ্চক্রোশী।
করিল পাপের ধ্বংস হইল পুণ্যরাশি ॥ ১৪৮
কুষ্মাণ্ড কহেন আমি প্রতীত না মানি।
যদি বিষ্ণু সূর্য্য ঢুণ্টীরাজ দণ্ডপাণি ॥১৪৯
ভৈরব এ পঞ্চদেব কহিবেন বাণী।
তবে মম প্রতীতের নিশ্চয় বাখানি ॥১৫০

ইহা শুনি সভে ধ্যান স্তবন করিলা।
শাস্ত্ররক্ষাহেতু পঞ্চ প্রত্যক্ষ হইলা ॥১৫১
সভাজন সভে নিজ নয়নে দেখিলা।
প্রণাম বন্দনা স্তুতি বহু আচরিলা ॥১৫২
শ্রীবিষ্ণু কহেন পঞ্চক্রোশী জ্যোতির্লিঙ্গে।
প্রদক্ষিণ করিল নিতান্ত সাধুসঙ্গে ॥১৫৩
জগদ্গুরু মহাদেব স্মরণতরঙ্গে।
মহাপাপী এ মণ্ডপ বিশুদ্ধ ভ্রূভঙ্গে ॥১৫৪
ভানু উক্তি সাধুসঙ্গে ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণ।
কাশীকথা শ্রবণ করিল রাত্রিদিন ॥১৫৫
অতএব এ মণ্ডপ পাতকবিহীন।
পরম বিশুদ্ধ দেহ পুণ্যের প্রবীণ ॥১৫৬
ঢুণ্টীরাজ উক্তি শিব কাশীনাম যথা।
যে জপিল তার পাপ মহাবিঘ্ন কোথা ॥১৫৭
ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণ করে তাহার কি কথা ?
অতএব পাপধ্বংস মণ্ডপে সর্ব্বথা ॥১৫৮
দণ্ডপাণি কহিলেন যেই কাশীবাসে।
পাপ করে তার হয় যাতনা বিশেষে ॥১৫৯
পরন্তু সচ্চিদাকার লিঙ্গ পঞ্চক্রোশে।
প্রদক্ষিণ করি হৈল মণ্ডপ নির্দ্দোষে ॥১৬০
ভৈরবোক্তি পাপিগণে আমি করি দণ্ড।
কাশী প্রদক্ষিণ যবে করিল প্রচণ্ড ॥১৬১

মণ্ডপ নিতান্ত ছিল দুরন্ত পাষণ্ড।
ইহার পাতক সর্ব্ব হৈল খণ্ড খণ্ড ॥১৬২
পঞ্চদেব সভা মধ্যে এ কথা কহিলা।
প্রত্যক্ষ কুষ্মাণ্ড মুনি শ্রবণ করিলা ॥১৬৩
দেবগণ প্রদক্ষিণ করি প্রণমিলা।
গদগদ চিত্ত হৈয়া সুতে আলিঙ্গিলা ॥১৬৪
পুত্রের নিষ্পাপে হর্ষ হইয়া অন্তর।
পুত্র পত্নী সহ দ্বিজ গেল নিজ ঘর ॥১৬৫
যাগ যজ্ঞ দান ধর্ম্ম করি নিরন্তর।
পাইলেন মোক্ষপদ সহ পরিবার॥ ১৬৬
অহে জৈগীষব্য শুন আমার বচন।
কাশীপ্রদক্ষিণ-ফল নিতান্ত গোপন॥ ১৬৭
তব প্রীতে কহিলাম সর্ব্ব বিবরণ।
ইহা জানি সাধ নিজ শিষ্য প্রয়োজন॥ ১৬৮
শুনি জৈগীষব্য মুনি সন্তুষ্ট হইলা।
প্রণমিয়া সহ শিষ্য গমন করিলা॥ ১৬৯
পঞ্চদিনে পঞ্চক্রোশী করিয়া আইলা।
বিশ্বেশ্বর ভবানীর পূজন করিলা। ১৭০
নগেন্দ্রনন্দিনী প্রতি কহিলেন ভব।
কাশীকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব॥ ১৭১
তব প্রীতে কহিলাম কর অনুভব।
কাশীপাপে প্রায়শ্চিত্ত কাশীতে সুলভ ॥১৭২

এ কথা যে শুনে তার পাপ-বিমোচন।
পরম পবিত্র পুনঃ না হয় জনন॥১৭৩
বিশ্বেশ্বরপাদপদ্ম ভাবি অনুক্ষণ।
ছন্দোবন্দে ভণে দ্বিজ জয়নারায়ণ ॥১৭৪ ॥*

[২]

পঞ্চক্রোশী যাত্রাবিধি

গীত-ভাব

কহেন শিবানী,　প্রভু শূলপাণি,
　　মানব সকল।
যেই প্রদক্ষিণ,　করিবে প্রবীণ,
　　তার বাসস্থল ॥১
কিবা ভক্ষ্যাভক্ষ্য,　দেবতা প্রত্যক্ষ,
　　পূজা দান কিবা।
ক্ষেত্রযাত্রা তূর্ণ,　হইবে সম্পূর্ণ,
　　বিবরি কহিবা ॥২

* রাজা জয়নারায়ণের অনুদিত কাশীখণ্ডের হস্তলিপি অনুসারে এখানে ১০১ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত পশুপতি, শুন ভগবতি,
আশ্বিনাদি করি।
তিনমাস তথা, মাঘাদি সর্ব্বথা,
চারিমাস ধরি ॥৩
ঢুণ্ঢিরাজ[১৯] পূজি, হবিষ্যান্নভোজী,
হবে পূর্ব্বদিনে।
প্রভাত রজনী, উত্তরবাহিনী*
করে নর স্নানে ॥৪
পূজি বিশ্বেশ্বর,[২০] গিয়া তদন্তর,
নির্ব্বাণমণ্ডপে।
হর-পার্ব্বতীর পূজা করি ধীর,
করিবে সঙ্কল্পে ॥৫

(১৯) ঢুণ্ঢিরাজ—কাশীখণ্ডে স্বয়ং মহাদেব বলিতেছেন, 'ঢুণ্ঢি ধাতুর অর্থ অন্বেষণ, সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত, এই জন্য তোমার নাম ঢুণ্ঢি। হে ঢুণ্ঢিরাজ! তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কে কাশীতে প্রবেশ করিতে পারে? কাশীবাসী যে ব্যক্তি প্রথমে তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া পরে আমায় প্রণাম করে, তাহাকে আর এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।" (কাশীখ০ ৫৭।৩৩-৩৪)। কাশীখণ্ডে আরও লিখিত আছে যে, রাজা দিবোদাস কাশী অধিকার করিয়া বসিলে বারাণসী শিবেরও দুষ্প্রাপ্য ছিল, ঢুণ্ঢিরাজের প্রসাদেই তিনি নিজপুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন। (কাশী০৫৭।১২) এই কারণে কাশীযাত্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমেই ঢুণ্ঢি-গণেশের পূজা বিহিত আছে।

* উত্তরবাহিনী—গঙ্গা।

(২০) ১৬ নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

কায়-বাক্য-মনে, যেই পাপগণে
জ্ঞাতাজ্ঞাত থাকে।
তাহার বারণ, মুক্তির কারণ,
পঞ্চক্রোশাত্মকে ॥৬
জ্যোতীরূপ লিঙ্গ, সনাতন সঙ্গ,
ভবানী শঙ্কর।
ষট্‌পঞ্চাশত, বিনায়ক যত,[২১]
মীন কূর্ম্মবর ॥৭
শ্রীলক্ষ্মীমাধব, নৃসিংহকেশব,
দ্বাদশ আদিত্য।
কৃষ্ণরামত্রয়, বিষ্ণু-শিবময়,
বহুরূপ নিত্য ॥৮
গৌরী আদি করি, এই কাশীপুরী,
যত মূর্ত্তি আর।
দেবদেবী নাম, সর্ব্ব অনুপাম,
লইবে সভার ॥ ৯
বদ্ধ কৃতাঞ্জলি, হৈয়া কুতূহলি,
প্রার্থনা করিবে।
বিশ্বেশ্বর প্রীতে, সর্ব্বশান্তি হিতে,
প্রতিজ্ঞা চরিবে † ॥১০

(২১) ৪র্থ অধ্যায়ে বিনায়কসমূহের নাম দ্রষ্টব্য।
† চরিবে—আচরিবে, করিবে।

এই পুণ্য কাশী,[২২] যাত্রা পঞ্চক্রোশী,
করিব স্বকাজে।
পূজিয়া মাধব, আদিত্য, ভৈরব,[২৩]
পুনঃ ঢুণ্ডিরাজে ॥ ১১

(২২) ১৬ সংখ্যক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(২৩) ভৈরবনাথ বা কালভৈরব নামে খ্যাত। ইনিই পঞ্চক্রোশী বারাণসীর পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট্, বা কোতোয়াল।

বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে কপালমোচনতীর্থের সম্মুখে কাল-ভৈরবের মন্দির। মহেশ্বর ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য নিজ কোপ হইতে এক ভৈরব পুরুষ সৃষ্টি করেন, সেই পুরুষই কালভৈরব। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া কালভৈরবের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে মহাপাপ দূর হয়। কালভৈরবের পূজা করিয়া যে যাহা কামনা করে, তাহার সেই কামনাই সিদ্ধ হয়।

গরুড়পুরাণ-মতে,—কালভৈরবকে দর্শন করিলে সকল দুষ্কৃত দূর হয়। কাশীবাসীর বিশ্বাস, কালভৈরবই পঞ্চক্রোশী বারাণসীর শাসনকর্ত্তা বা কোতোয়াল; কিন্তু কাশীখণ্ডের উক্তি পৃথক্। (দণ্ডপাণিবৃত্তান্ত ২৪ সংখ্যক টিপ্পনী দেখ)

ইহাঁর ঘন নীল-মূর্ত্তি ও পশ্চাতে তাঁহার কুক্কুরমূর্ত্তি এখনও ভৈরবনাথের মন্দিরে দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের কাজ বড় মন্দ নহে। দ্বারদেশে দুইটী দ্বারপালেশ্বর-মূর্ত্তি ও প্রাচীরগাত্রে নানা দেবদেবীর চিত্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহটী অতি ক্ষুদ্র, তাহারই পার্শ্বে তাম্রনির্ম্মিত ছোট গর্ভগৃহ, ঐ খানেই চতুর্হস্ত ভৈরবনাথ আছেন, মূর্ত্তিটী পাথরের হইলেও মুখমণ্ডল রৌপ্যনির্ম্মিত। মন্দিরের চূড়াও তাম্রখচিত। পেশবা বাজীরাও এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। এই মন্দিরে মহাদেব ও সূর্য্যনারায়ণের মূর্ত্তিও আছে।

কালভৈরবের মন্দিরচত্বরের পশ্চিমপার্শ্বে শীতলার ক্ষুদ্র মন্দির, তাহার ভিতরে প্রাচীরগাত্রে সপ্ত-মাতৃকার মূর্ত্তি আছে।

আজ্ঞা দেহ সভে, পাপ শান্ত হবে,
প্রার্থনা কহিবে।
বিশ্বেশ্বরে তিন, করি প্রদক্ষিণ,
প্রণাম করিবে॥ ১২
মোদাখ্য সুমুখ, প্রমোদ দুর্ম্মুখ,
শ্রীগণনায়ক।
এই পঞ্চ পূজি, দণ্ডপাণি[২৪] ভজি,
সুমৌলিকারক।১৩

(২৪) দণ্ডপাণি-বিনায়ক—কালভৈরবের অনতিদূরে দণ্ডপাণির মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, "হরিকেশ নামে এক যক্ষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে শিবভক্তি উদ্দীপিত হয়। তিনি শয়নে সর্ব্বদাই মহাদেবের বিভূতি দর্শন করিতেন। বাল্যকালেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আসিয়া মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। বহুকাল পরে মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, এই বর দিলেন,—'হে যক্ষ! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তুমি এই ক্ষেত্রের দণ্ডধর হও। আজ হইতে তুমি এই কাশীস্থ দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক হইয়া অবস্থান কর। তুমি দণ্ডপাণি নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমার সম্ভ্রম ও উদ্ভ্রম নামে গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুগামী হইয়া চলিবে। কাশীবাসীর অন্তিম-কাল উপস্থিত হইলে, তুমি তাহাদের গলে সুনীল রেখা, হস্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গল-বর্ণ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকলা ও বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিবে। তুমিই কাশীবাসীর অন্নদাতা, প্রাণ-দাতা, জ্ঞানদাতা ও মোক্ষদাতা।' তদবধি দণ্ডপাণি মহাদেবের আদেশে সম্যক্‌রূপে বারাণসী শাসন করিতেছেন। কাশীতে দণ্ডপাণির পূজা না করিলে কাহারও সুখলাভ ঘটে না।" (কাশীখ° ৩২ অঃ)

দণ্ডপাণির প্রস্তরমূর্ত্তি প্রায় ৩ হাত উচ্চ। প্রতি রবি ও মঙ্গলবারে যাত্রিগণ দণ্ডপাণির পূজা করিয়া থাকেন।

মণিকর্ণি[২৫] গিয়া, স্নান আচরিয়া,
মণিকর্ণীশ্বীরে।

দণ্ডপাণি ও ভৈরবনাথের মাঝা মাঝি একটী প্রাচীন নবগ্রহমন্দির আছে।

(২৫) মণিকর্ণিকা—শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় লিখিত আছে, তদনন্তর বিষ্ণু সেই অত্যদ্ভুত ব্যাপার-সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া শিরঃকম্পন করায় তাঁহার কর্ণ হইতে মণিভূষণ প্রভুর অগ্রে পতিত হইল। যেখানে ঐ মণি পতিত হইল, সেই স্থানই মণিকর্ণিকা। (শিবপু০৪৯।১০—১৪)

কাশীখণ্ড-মতে, সংসারিজীবের চিন্তামণি সেই বিশ্বনাথ অন্তিমকালে সাধুদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই জন্য ইহার নাম "মণিকর্ণিকা"। অথবা এই স্থান মুক্তিলক্ষ্মীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং তাঁহার চরণকমলের কর্ণিকাস্বরূপ, এই জন্য মানবগণ ইহাকে "মণিকর্ণিকা বলিয়া থাকে।

(কাশীখ০৭।৭৯-৮০)

মহাদেব বলিয়াছেন, হে বিষ্ণো! তোমার এই মহাতপস্যা অবলোকন করিয়া আমি বিস্ময়ে মস্তক আন্দোলিত করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণি-সমূহে খচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা। তুমি চক্র দ্বারা খনন করিয়াছ বলিয়া, এই পবিত্র তীর্থ পূর্ব্ব হইতে চক্রপুষ্করিণী নামে বিখ্যাত। পরে আমার মণিকর্ণিকা পতিত হওয়ায়, ইহা মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত হইল।

(কাশীখ০২৬।৬২—৬৫)

কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—কপিল বা সাংখ্যযোগ অথবা বহুতর ব্রত দ্বারা যে গতি লাভ করা যায় না, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকা মানবগণকে অনায়াসে সেই গতি প্রদান করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারিগণও অন্তিমকালে মুক্তির জন্য এই মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রতিদিন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এই মণিকর্ণিকার বারি স্পর্শ করিতে আইসে। সৌরপুরাণ-মতে,

সিদ্ধ-বিনায়ক,[২৬] পূজিয়া প্রত্যেক,
বিঘ্ন নাশ করে ॥ ৪
পরন্তু মানব, শ্রীগঙ্গাকেশব,
শ্রীললিতা[২৭] দেবী।
জরাসন্ধেশ্বর, সোমনাথ[২৮] বর,
তথা যত্নে সেবি। ১৫

গঙ্গাসম তীর্থ নাই, বিশেষত বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের প্রিয় মণিকর্ণিকা তীর্থের তুল্য তীর্থ আর কোথাও নাই। (সৌরপু০ ৪।৮)

মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর মণিকর্ণীশ্বরমন্দির ও বিষ্ণুর "চরণপাদুকা"; প্রবাদ আছে,—এইখানে ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। একখানি বিস্তৃত মর্ম্মর প্রস্তরের উপর দুইখানি পদতলের ন্যায় চিহ্ন আছে, ঐ চিহ্ন প্রায় দেড় হাত হইবে। কার্ত্তিকমাসে নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ এই চরণপাদুকার পূজা করিতে আইসে।

(২৬) সিদ্ধবিনায়ক—মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর অনতিদূরে সিদ্ধ-বিনায়কের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরে সিদ্ধবিনায়কের মূর্ত্তি ব্যতীত সিদ্ধি ও বুদ্ধি দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের অনতিদূরে আমেঠিরাজপ্রতিষ্ঠিত একটা সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়।

(২৭) ললিতা দেবী—মীর ঘাটের উপর ললিতা দেবীর মন্দির। কাশীখণ্ড-মতে—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে স্ত্রী অথবা পুরুষ ইহাঁর পূজা করিলে বাঞ্ছিত পদ লাভ করে। (কাশীখ০ ৭০ অঃ)

(২৮) দাল্‌ভ্যেশ্বর ও সোমেশ্বর—মানমন্দির ঘাটের নিকট দাল্‌ভ্যেশ্বর ও সোমেশ্বর লিঙ্গের মন্দির আছে। সাধারণের বিশ্বাস, দাল্‌ভ্যেশ্বরের অনুগ্রহ হইলে জলদ-জাল বর্ষিত হয় এবং সোমনাথ বা সোমেশ্বরের অনুগ্রহে সকল রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। সোমেশ্বর-মন্দিরটী একটী হাসপাতাল বলিলেও চলে। নানাস্থান হইতে নানা রোগী আরোগ্যলাভাশায় আসিয়া থাকে।

স্কন্দ লম্ভোদেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর,
যত্নে পূজি নর।
আদি বরাহেশ, দশাশ্বমেধেশ,[২৯]
পূজি তদন্তর ॥ ১৬
যথা বন্দি দেবী, সর্ব্বেশ্বরে সেবি,
কেদার[৩০] পূজিয়া।

(২৯) দশাশ্বমেধেশ্বর—দশাশ্বমেধ ঘাটে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামক শিব-মন্দির আছে। কাশীখণ্ড-মতে,—উক্ত উভয় লিঙ্গই ব্রহ্মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রথম লিঙ্গটী কৃষ্ণপাষাণনির্ম্মিত, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪ হাত উচ্চ হইবে, সম্মুখে এক বৃহদাকার বৃষভমূর্ত্তি। কাশীমাহাত্ম্য-মতে, দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ-দর্শনেও মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠমাসের শুক্ল প্রতিপদে ও দশহরা তিথিতে এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

(৩০) কেদারেশ্বর—কাশীস্থ বাঙ্গালী-টোলায় প্রসিদ্ধ কেদারেশ্বর শিবের মন্দির। কাশীখণ্ডে আছে,—উজ্জয়িনীতে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ-তনয় ছিলেন। তিনি হিমালয়স্থ কেদারেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কাশীতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যতকাল বাঁচিব, প্রতি চৈত্র মাসে কেদারেশ্বর দর্শনে যাত্রা করিব। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ ৬১ বার কেদারেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। বহু কাল পরে তিনি পূর্ব্ববৎ কেদারেশ্বর দর্শনার্থ সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে অতিবৃদ্ধ দেখিয়া যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তথাপি বৃদ্ধের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি স্থির করিলেন, যদি পথি মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেও ভাল, তবু তিনি কেদারেশ্বরে গমন করিবেন। তাঁহার এই রূপ আচরণে কেদারনাথ সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং কহিলেন আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, "যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া

হনুমদীশ্বর, শ্রীসঙ্গমেশ্বর,[৩১]
লোলার্ক ভজিয়া ॥১৭
অর্কবিনায়ক, পূজিয়া প্রত্যেক,
শ্রীঅসিসঙ্গমে।
যাত্রী স্নান করি, দুর্গাকুণ্ড পরি,
তথা স্নান ক্রমে ॥১৮
দুর্গবিনায়ক, শ্রীদুর্গা প্রত্যেক,
বিধিতে পূজিবে।
মধু পায়সান্ন, লড্ডুক পক্কান্ন,
দ্বিজে ভোজ্য দিবে ॥১৯

হিমালয় হইতে আসিয়া এইখানে অবস্থান করুন। ভগবান্ ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার কণামাত্র ভক্তের জন্য হিমশৈলে রাখিয়া এই স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণ ভাবে হরপাপহ্রদে অবস্থান করিলেন। হিমালয়ে কেদারেশ্বর দর্শন করিলে যে ফল হয়, কাশীতে কেদারেশ্বরকে দেখিলে তাহার সাতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। হিমালয়ে যেমন গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ ও গঙ্গা আছেন, এই কাশীতেও সেইরূপ উক্ত তীর্থ সমুদায় এক ভাবে আছে। (কাশীখ০ ৭৭অঃ)

চারিদিকে চারিটী ছোট মন্দির, মধ্যস্থানে কেদারেশ্বরের বৃহৎ মন্দির, গঙ্গার ধারে অবস্থিত। মন্দিরে লাল ও সাদা বারেন্দা এবং অনেক দেবমূর্ত্তিও শোভা পাইতেছে। অনেক মূর্ত্তি এমন সুন্দর ভাবে গঠিত, দেখিলেই যেন জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি ব্যতীত এখানে অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ, ভৈরবনাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পূর্ব্বপ্রাচীর হইতে গঙ্গানীর অবধি পাষাণবাঁধান ঘাট।

(৩১) সঙ্গমেশ্বর—বরুণা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত শিবলিঙ্গভেদ, ইঁহার মন্দিরটী নিতান্ত আধুনিক নহে।

পুরাণশ্রবণ, রাত্রি-জাগরণ,
করিয়া রহিবে।
নিশি অবসানে, দুর্গাকুণ্ড-স্নানে,
প্রার্থনা করিবে ॥২০
কাশীনিবাসিনী, জগতজননী,
দুর্গে মহাদেবি।
ক্ষেত্রবিঘ্ন হর, মোরে দয়া কর,
পুনঃ পদ সেবি ॥২১
পরে আসি ক্রমে, শ্রীঅসিসঙ্গমে,
বিষ্বক্‌সেনেশে।
পূজি কৃতকৃত্য, শ্রীকর্দ্দমতীর্থ,
স্নান করি শেষে ॥২২
মুদ্গ যব তিলে, গোধূম তণ্ডুলে,
শ্রীকর্দ্দমেশ্বর।
পূজা করি সুখা, তথা কূপ দেখি,
কৃতকৃত্য নর ॥২৩
শ্রীসোমনাথাখ্য, তথা বিরূপাক্ষ,
নীলকণ্ঠ পূজি।
হোমকারী নিজ, পূজাকারী দ্বিজ,
তথা শ্রাদ্ধ যজি ॥২৪
প্রভাতে কর্দ্দম, তীর্থস্নানক্রম,
পূর্ব্বোক্ত প্রার্থিয়া।

নাগনাথে ভজি, চামুণ্ডাকে পূজি,
মোক্ষেশে পূজিয়া ॥২৫
শ্রীবরণেশ্বর, বীরভদ্র বর,
বিকটা দুর্গাখ্যা।
উন্মত্তভৈরব, নীলগণোদ্ভব,
কালকূট প্রত্যক্ষা ॥২৬
শ্রীবিমলা দুর্গা, মহাদেববর্গা,
শ্রীনন্দীকেশ্বর।
ভৃঙ্গরিট যথা, গণপ্রিয় তথা,
বিরূপাক্ষ বর ॥২৭
তথা দক্ষেশ্বর, শ্রীবিমলেশ্বর,
মোক্ষদ জ্ঞানদ।
শ্রীঅমৃতেশ্বর, গন্ধর্ব্বসাগর.
প্রতি পারপ্রদ ॥২৮
তথা স্নানক্রিয়া, ভীমচণ্ডী গিয়া,
অভিষেকি ক্ষীরে।
চণ্ডবিনায়ক, পূজিবে প্রত্যেক,
পঞ্চ উপচারে ॥২৯
রক্ষাখ্য-গন্ধর্ব্ব, শ্রীনরকার্ণব-
তারক পূজিয়া।
তথা পূর্ব্বকৃত, করি বিধি মত,
জাগরণক্রিয়া ॥৩০

প্রভাতে উঠিয়া, প্রার্থনা করিয়া,
গমন করিবে।
একপাদ গণ- পতির পূজন,
চালু তিলে দিবে ॥৩১
মহাভীম সেবি, ভৈরব ভৈরবী,
ভূতনাথ পূজি।
কালনাথ বর, শ্রীকপর্দ্দীশ্বর,
কামেশ্বর ভজি ॥৩২
পরে গণেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর,
শ্রদ্ধাতে পূজিবে।
চারুমুখ ভজি, গণনাথে পূজি,
গমন করিবে ॥৩৩
দেহলীনায়ক, তিলের মোদক,
লাজা চালুভাজা।
শক্তু ইক্ষুপর্ব্ব, যত্নে বিধিপূর্ব্ব,
করিবেক পূজা ॥৩৪
তৎপার্শ্বে প্রত্যেক, ষোল বিনায়ক
অর্চ্চনা করিয়া।
উদ্দণ্ড গণেশ, পরে উৎকলেশ,
করি পূজাক্রিয়া ॥৩৫
দেবী তপোভূমি, হেরি পরে গামী,
হৈয়া ইতঃপর।

বরণাতে স্নান, করিয়া তর্পণ,
গিয়া রামেশ্বর ॥৩৬
শ্বেত তিল দিয়া, পূজন করিয়া
সোমনাথ পূজি।
শ্রীভরতেশ্বর, শ্রীলক্ষ্মণেশ্বর
শত্রুঘ্নেশে ভজি ॥৩৭
দ্বারভূমাশ্বর, শ্রীনহুষেশ্বর
পূজি বিধিমত।
নিশি জাগরণ, প্রাতে করি স্নান
প্রার্থি পূর্ব্ববত ॥৩৮
বরণার পার, হৈয়া শুদ্ধাচার,
অসংখ্য লিঙ্গেরে।
যত্নে তাহে পূজি, পরে গিয়া ভজি,
দেব সঙ্ঘেশ্বরে[৩২] ॥৩৯

(৩২) সঙ্ঘেশ্বর—বৌদ্ধ জন সাধারণ "সঙ্ঘ" নামে পরিচিত। বৌদ্ধগণের উপাস্য দেবই সঙ্ঘেশ্বর অর্থাৎ বুদ্ধ। সঙ্ঘেশ্বর কাশীধাম ছাড়াইয়া বর্ত্তমান সারনাথ নামক স্থানের নিকট। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে, এই সঙ্ঘেশ্বর 'সারনাথ' নামেই বর্ণিত হইয়াছেন। সারনাথের যে অংশে সঙ্ঘেশ্বর, এই অঞ্চল দেখিলেই অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া মনে হইবে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এখানে আসিয়া বৌদ্ধকীর্ত্তি পরিদর্শন করেন, তৎকালে এ অঞ্চল ঋষিদিগের 'মৃগদাব' বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল, তৎকালেও এখানে 'সঙ্ঘারাম' ছিল। (Fo-kwo-i. 34) খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং এই প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া 'সঙ্ঘারাম' দর্শন করিয়াছিলেন। (Beal's Si-yu-ki, vol. II. p. 45) বৌদ্ধপ্রভাব বিলুপ্ত

কিঞ্চিদ্‌ধ্যান তথা, করিয়া সর্ব্বথা,
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিবে।
পরে পাশপাণি, ক্ষেত্র মধ্যে জ্ঞানী,
প্রবেশি পূজিবে। ৪০
পুনঃ রাজ্যে গিয়া, সশ্রদ্ধ হইয়া,
পূজে পৃথ্বীশ্বর।
ঈশ্বর কহেন, ভগবতি! শুন,
কহি তদন্তর ॥৪১
পৃথুরাজ ধীর, কাশীর বাহির,
অশ্বমেধকারী।
কাশী চতুর্দ্দিগে, স্বর্গভূমি[৩৩] ভাগে,
যোজন বিস্তারি ॥৪২

হইলে হিন্দুগণ সেই সুপ্রাচীন সজ্ঘারামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সজ্ঘারামে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সেই লিঙ্গ "সজ্ঘেশ্বর" নামে অভিহিত হন। কাশীমাহাত্ম্যে এই সজ্ঘেশ্বরের নাম থাকিলেও কাশীখণ্ডে উল্লেখ নাই। এখন সজ্ঘেশ্বর জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

(৩৩) স্বর্গভূমি—কাশীপুরী "বারাণসী" এবং বর্ত্তমান কাশীজেলার অধিকাংশ এক সময়ে "স্বর্গভূমি" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"কাশীক্ষেত্রাৎ চতুর্দিক্ষু পঞ্চযোজনমানতঃ।
স্বর্গভূমিশ্চ জ্ঞাতব্যা সাধারণময়ী দ্বিজাঃ॥
স্বর্গদেশবাসিনশ্চ প্রায়শাঃ কলিব্রাহ্মণাঃ।
বিদ্যাভ্যাসরতাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি বিশেষতঃ॥" ৫১।২-৩।

হে দ্বিজগণ! কাশীক্ষেত্রের চারিদিকে পঞ্চযোজন পর্য্যন্ত 'সাধারণী স্বর্গভূমি' এবং সেই স্বর্গতুল্য কাশীধামের অধিবাসী কলিব্রাহ্মণগণকে স্বর্গদেশবাসী বলিয়া জানিবে। তাঁহারা সকলে প্রায়ই বিদ্যাভ্যাসে নিরত থাকিবেন।

সে স্থানে যে মরে, সেই স্বর্গপুরে,
গমন আচরে।
মধ্যস্থানে কাশী, মোক্ষভূমিবাসী,
মোক্ষদা সভারে ॥৪৩
তদন্তর নর, যূপসরোবর,
বারিস্পর্শ করি।
মহাক্ষেত্রাধার, কপিলাধারার
দর্শন আচরি ॥৪৪
তথা স্নান করি, তর্পণ আচরি,
করি পিণ্ডদান।
বৃষধ্বজে পূজি, নিশা তথা ভজি,
প্রাতে করি স্নান ॥৪৫
পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া, প্রার্থনা করিয়া,
হ্রদ প্রদক্ষিণ।
শ্রীজ্বালা-নৃসিংহ, পূজি সাঙ্গোপাঙ্গ,
করিবে গমন ॥৪৬
বরণাতে মজি, সঙ্গমেশে পূজি,
শ্রীআদিকেশব।
খর্ব্ববিনায়ক, পূজিয়া প্রত্যেক,
ক্রোড়ে লৈয়া যব ॥৪৭
শ্রীবিষ্ণু স্মরিবে, বিকীর্ণ করিবে,
পূজি গ্রন্থাদেশে।

ত্রিলোচনেশ্বর, পূজিয়া ত্রিনর-
গামী হবে শেষে ॥৪৮
পঞ্চনদ পর, স্নান করি নর,
শ্রীবিন্দুমাধবে।
শ্রীগভস্তীশ্বরে, মঙ্গলা-গৌরীরে,
সবিশেষে সেবে ॥৪৯
বশিষ্ঠেশে পূজি, রামদেবে ভজি,
শ্রীপর্ব্বতেশ্বর।
মহেশ-পূজক, সিদ্ধ-বিনায়ক,
পূজিবেক নর ॥৫০
পরে চক্রতীর্থে, হৈয়া কৃতকৃত্যে,
সপ্ত আবরণে।
যত গণপতি, পূজি সর্ব্বপ্রতি,
তথা করি স্নানে ॥৫১
করি এই ক্রিয়া, বিশ্বেশ্বরে গিয়া,
অষ্টাঙ্গ প্রণামে।
পঞ্চ উপচারে, পূজা করি পরে,
স্তুতি নুতিক্রমে ॥৫২
মনঃশুদ্ধিরূপে, নির্ব্বাণ-মণ্ডপে,
বিষ্ণু দণ্ডপাণি।
ভৈরব-পূজন, আদিত্য অর্চ্চন,
করিবেক জ্ঞানী ॥৫৩

পঞ্চ বিনায়ক, পূজিয়া প্রত্যেক,
সর্ব্ব পূজ্য দেবে।
স্মরণ করিয়া, বিশ্বেশ্বরে গিয়া,
প্রার্থনা করিবে ॥৫৪

জয় বিশ্বেশ্বর, বিশ্বের অন্তর,
জয় জগদ্‌গুরু।
কাশীনাথ জয়, দীনে দয়াময়,
এক কল্পতরু ॥৫৫

তোমার প্রসাদে, আমি অপ্রমাদে,
ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণ।
বহুজন্মার্জ্জিত, বহু পাপ-কৃত,
হইল বিহীন ॥৫৬

এবে তব ভক্তি, করি পরে মুক্তি,
হৈয়া কাশীবাসী।
সৎসঙ্গ সৎকথা, শ্রবণে সর্ব্বথা,
যায় দিবা নিশি ॥৫৭

সর্ব্বসুখপ্রদ, প্রজ্ঞজ্ঞানপ্রদ,
তব প্রদক্ষিণে।
আমি প্রায়শ্চিত্ত, করিলাম সত্য,
এই নিবেদনে ॥৫৮

পুনর্ব্বার পাপে, মতি কোন রূপে,
নহিবে আমার।

থাকে ন্যূন যাহা, পূর্ণ হবে তাহা,
প্রসাদে তোমার ॥৫৯
প্রার্থনা করিয়া, দক্ষিণাদি দিয়া,
স্বগৃহে যাইবে।
ব্রাহ্মণভোজন, সকুটুম্বগণ,
ভোজন করিবে ॥৬০
প্রাতে পরদিনে, করি গঙ্গাস্নানে,
কৃতকৃত্য মনে।
এই পঞ্চক্রোশী, যাত্রা পুণ্যরাশি,
করিবে যতনে ॥৬১

---

[৩]

সদ্যোযাত্রাবিধি

সদ্যোযাত্রা করে, সে ভাজন নরে,
কিংবা এক নিশি।
থাকি রামেশ্বরে, পরে বিশ্বেশ্বরে,
পূজা করে আসি ॥১
ভীমচণ্ডী যথা, এক নিশা তথা,
বরণার তটে।

থাকি এক নিশি,　পরপ্রাতে আসি,
　　বিশ্বেশ নিকটে ॥২
কিংবা দুর্গাস্থানে,　থাকিবে বিধানে,
　　ভীমচণ্ডী পরে।
থাকি রামেশ্বরে,　তিন নিশি পরে,
　　প্রাতে বিশ্বেশ্বরে ॥৩
কিংবা কর্দ্দমেশে,　ভীমচণ্ডী শেষে,
　　রামেশ্বর পাশে।
শ্রীকাপিলতীর্থে,　থাকি কৃতকৃত্যে,
　　পঞ্চমে বিশ্বেশে ॥৪
রাজা বৃদ্ধ বালে,　স্বেচ্ছাগামী হৈলে,
　　নহে ক্রমভঙ্গ।
পঞ্চক্রোশীযাত্রা,　পূর্ণ করি মাত্রা,
　　পুণ্যের তরঙ্গ ॥৫
যেই ধর্ম্মপ্রীত,　সে মাস চিন্তিত,
　　কভু নাহি হয়।
সেই শুভ দিন,　সেই শুভক্ষণ,
　　যবে মনোদয় ॥৬
কাশীবাসী জন,　বিশ্বেশ পূজন,
　　গঙ্গাস্নায়ী নিত্য।
যাত্রা সম্বৎসরি,　পঞ্চক্রোশী করি,
　　কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ॥৭

পরে সেই জন, পরম নির্ব্বাণ,
সম্প্রাপ্ত হইবে।
নগেন্দ্রনন্দিনী, মম এই বাণী,
অন্যথা নহিবে ॥৮

[৪]

প্রদক্ষিণ-বিধান

কহেন ভবানী, প্রভু শূলপাণি,
ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণে।
নিয়ম কি হয়, কহ কৃপাময়,
ইচ্ছা মম মনে ॥১
কহেন মহেশ, শুন প্রিয়াশেষ,
পরস্বগ্রহণ।
প্রতিগ্রহ দ্রব্য, পর-অন্ন লভ্য,
অসৎ কথন ॥২
পরদার সহ, অভিভাষা স্নেহ,
অসৎ পাপিসঙ্গ।
গুরু বিষ্ণু মম, শাস্ত্রতীর্থক্রম,
নিন্দা তপোলিঙ্গ ॥৩

প্রদক্ষিণে জন, করিবে বর্জ্জন,
তৈলমাংসত্যাগী।
ভূমিতে শয়ন, নিত্য দুই স্নান,
শ্রাদ্ধে অনুরাগী ॥৪
নিত্য প্রদক্ষিণে, অনাথ ব্রাহ্মণে,
পঙ্গু অন্ধ দীনে।
অকিঞ্চন প্রতি, হৈয়া হৃষ্টমতি,
কিছু দিবে দানে ॥৫
গৃহী বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী সমস্ত,
ব্রহ্মচারী আদি।
বান্ধি পরতত্ত্ব, হৈয়া শুদ্ধসত্ত্ব,
করি যাত্রাবিধি ॥৬
কাশীরাজ্য মধ্য, যেই পাপ সত্ত্ব,
তার প্রায়শ্চিত্ত।
আমি শূলপাণি, নাহি দেখি শুনি,
কহিলাম সত্য ॥৭
অন্যক্ষেত্রকৃত, পাপ নানা মত,
পুণ্যক্ষেত্রে লয়।
পুণ্যক্ষেত্রকৃত, পাপ তাপ যত
গঙ্গাতীরে ক্ষয় ॥৮
গঙ্গাতীরে পাপ, যত মহাতাপ,
নাশে বারাণসী।

বারাণসী-পাপ, তাহা মহাতাপ,
অন্তর্গৃহে[৩৪] নাশী ॥৯
অন্তর্গৃহপাপ, সেই মহাতাপ,
বজ্রলেপ হয়।
বজ্রলেপমাত্রা, পঞ্চক্রোশীযাত্রা,
করি হয় ক্ষয় ॥১০
কাশী-প্রদক্ষিণে, পাপতাপগণে,
কে নষ্ট করিবে।
অতএব নর, করি যত্নতর,
এ যাত্রা চরিবে ॥১১
যেই কাশীবাসী, হয় পুণ্যদ্বেষী,
দৈবযোগে যদি।
কাশী আসি পুনঃ, করি প্রদক্ষিণ
সুখে শুদ্ধ বিধি ॥১২

(৩৪) "পূর্ব্বতো মণিকর্ণীশো ব্রহ্মেশো দক্ষিণে স্মৃতঃ।
পশ্চিমে চ তু গোকর্ণো ভারভূতস্তথোত্তরে ॥
ইদমন্তর্গৃহং প্রোক্তং বিশ্বেশরস্য দুর্লভং ॥"
(ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডোদ্ধৃত কাশীমাহাত্ম্য ৪৮।৮২)

পূর্ব্বে মণিকর্ণীশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণ এবং উত্তরে ভারভূতেশ্বর এই চতুঃসীমার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের দুর্লভ অন্তর্গৃহ।

[৫]

যাত্রায় পূজাক্রম

পার্ব্বতী কহেন, শুন পঞ্চানন,
যে ক্ষেত্র সন্ন্যাসী।
স্বনিয়মে রহে, কভু বাহে নহে,
সদা কাশীবাসী ॥১
শরীরধারণে, আছে পাপগণে,
তার গতি কবে।
তাহার নিয়ম, ভঙ্গ নহে ক্রম,
পাপনাশ হবে ॥২
দেবেশ কহেন, অপূর্ব্ব কথন,
জিজ্ঞাসিলা সতী।
সে সন্ন্যাসী নিত্য, তার প্রায়শ্চিত্ত,
কহিব সম্প্রতি ॥৩
পূর্ব্বে প্রদক্ষিণ, যথার্থ বিধান,
কহিয়াছি আমি।
পরে প্রদক্ষিণ ক্রম অবধান
করি শুন তুমি ॥৪
প্রাতঃস্নায়ী নর, পূজি বিশ্বেশ্বর,
বিশ্বার সহিত।

মোদাদি পঞ্চক, পূজিবে প্রত্যেক,
ঢুণ্ঢিরাজান্বিত ॥৫
দণ্ডপাণি পরে, পূজি ভৈরবেরে,
গঙ্গাতীরগত।
যত দেবদেবী, দুর্গা পরে সেবি,
যাত্রী পূর্ব্ববত ॥৬
বহিরাবরণ, তেজিয়া ভাজন
প্রদক্ষিণ প্রতি।
শ্রীঅসিবরণা, ক্রমে যাত্রী জনা
গামী শুদ্ধমতি ॥৭
ষড় আবরণে, গণপতি গণে,
পূজি দেবদেবী।
এক দুই তিন, নিশির যাপন,
যথাশ্রদ্ধা সেবি ॥৮
সিদ্ধহেতু জানি, নিত্য দণ্ডপাণি,
যতনে পূজিবে।
নিত্য নিত্য যথা, বাস করে তথা,
প্রার্থনা করিবে ॥৯
দণ্ডপাণি যত্র, ষজ্ঞপত্তিক্ষেত্রে,
সন্ন্যাসী বল্লভে।
পঞ্চক্রোশীক্রম, এই যাত্রা মম,
তৎপ্রসাদে হবে ॥১০

করি করপুটে, এই মন্ত্রপাঠে,
প্রার্থনা করিয়া।
ভ্রমিয়া নগর, পরে বিশ্বেশ্বর,
পূজিবে আসিয়া ॥১১
তথা পূর্ব্ববত, সুপ্রার্থনাকৃত,
ভবনে গমন।
তথা যথাপূর্ব্ব, উক্ত করি সর্ব্ব,
পাপবিমোচন ॥১২

[৬]

দণ্ডপাণির কথা

কহেন পার্ব্বতী, অহে প্রাণপতি,
নিত্য দণ্ডপাণি।
পূজন প্রার্থন, কহ কি কারণ,
বিশেষ না জানি ॥১
কহেন শঙ্কর, শুন ইতঃপর,
সেই দণ্ডপাণি।
প্রথমে সন্ন্যাসী, হইলেন আসি,
মম মুখে শুনি ॥২
কাশীতে বসতি, বাহে নহে গতি,
যে ক্ষেত্র সন্ন্যাসী।
তারো পাপ আছে, ইহা শুনি পাছে,
হৈয়া অতি ত্রাসী ॥৩

আমারে জিজ্ঞাসে, কি হইবে শেষে
কহ পঞ্চানন।
আমি কহিলাম, কর অনুপাম,
নগরভ্রমণ ॥৪
দণ্ডপাণি-বিধি, জানি তদবধি,
এ যাত্রা করিলা।
পরন্তু এ ক্ষেত্র, সন্ন্যাসী সর্ব্বত্র,
ইহা আরম্ভিলা ॥৫
এ কারণ জানি, পূজ্য দণ্ডপাণি,
অবশ্য হইলা।
নগরভ্রমণ, অপূর্ব্ব কথন,
তোমারে কহিলা ॥৬
কাশীপ্রদক্ষিণে, নগরভ্রমণে,
অশক্ত যে জনে।
পূর্ণ হবে তত, অষ্টোত্তর শত,
তব প্রদক্ষিণে ॥৭
বিশ্বেশ্বর-পদ, অতুল সম্পদ,
ভাবি অনুক্ষণ।
পরম আনন্দে, ভণে ছন্দোবন্দে,
জয়নারায়ণ ॥ ৮ ॥ *

* রাজা জয়নারায়ণ-রচিত মূল কাশীখণ্ডে এখানে ১০২ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

[৭]

সাময়িক যাত্রাবিধি

যোগীয়া রাগিণী—চৌতাল

পুনঃ পতি প্রতি সতী করিলেন নিবেদন।
কৃপানিধি কৃপা করি কহ যাত্রাবিবরণ ॥ ১
কাশীপুরে সপ্তপুরী স্থানে স্থানে ভাগকৃত।
তাহা কোথা ফল কিবা, সময় কি নিয়োজিত। ২
কৃপাময়ী-বাণী কৃপাময় শ্রবণ করিলা।
জগতের পরিত্রাণহেতু বাণী আরম্ভিলা ॥ ৩
শুন সতি শুদ্ধমতি অতি গোপনীয় কথা।
তোমার স্নেহের লাগি আমি কহিব সর্ব্বথা।
যাহার শ্রবণে নর নিষ্পাপ নিস্তাপ হবে।
এই সর্ব্বযাত্রা করি কালেতে কৈবল্য পাবে ॥ ৫
ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিকোটি সার্দ্ধ তীর্থ করে অবস্থিতি।
কাশীতে সে সব তীর্থ করে প্রত্যক্ষে বসতি ॥ ৬
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাঞ্চী অবন্তী দ্বারিকা।
কাশী সহ সপ্তপুরী ভুবনে মোক্ষদায়িকা ॥ ৭
কিন্তু কাশীমধ্যে ষড়পুরী বসতি কারণ।
বিশেষি কহিব তাহা কর প্রেয়সি শ্রবণ ॥ ৮

)

দ্বারিকা নির্ম্মিত হৈল যথা তীর্থ শঙ্খোদ্ধার[৩৫] ।
বর্ষা ঋতু মধ্যে হবে মোক্ষকরী যাত্রা তার ॥৯
শ্রীবিন্দুমাধব[৩৬] পার্শ্বে বিষ্ণু কাঞ্চী নিয়োজিতা ।
শরৎকালে তার যাত্রা সত্ত্বগুণপ্রকাশিতা ॥১০
উত্তরার্ক[৩৭] উত্তরাবধি বরণান্ত শ্রীমথুরা ।
বসন্ত ঋতুসংযোগে যাত্রা তমোগুণহরা ॥১১
কাশী বায়ুকোণে সোমেশ্বর লিঙ্গ প্রকাশিত ।
তথাহি অযোধ্যাপুরী মোক্ষকরী নিয়োজিত ॥১২

(৩৫) বর্ত্তমান নাম শঙ্খধারা। কাশীখণ্ডের মতে এই দ্বারকাতীর্থে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। প্রতিবর্ষে আষাঢ় মাসে এখানে শঙ্খধারা মেলা হইয়া থাকে।

(৩৬) বিন্দুমাধব—ভগবান্ বিষ্ণু মহেশ্বর কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া কাশীতে আগমন করিলে, তথায় পঞ্চনদতীর্থে প্রথমে অগ্নিবিন্দু নামক এক মহাতপাঃ ক্ষীণকায় তপস্বীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা মতে তাহাকে এই বর দেন যে, যাবৎ কাশী থাকিবে তাবৎ আমি তোমার নামের শেষার্দ্ধ আমার নামের সহিত যুক্ত করিয়া "বিন্দুমাধব" নামে এই পঞ্চনদতীর্থেই অবস্থান করিব। এই তীর্থে স্নান করিয়া বিন্দুমাধবকে দর্শন করিলে মনুষ্য আর কখন গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিবে না। (কাশীখ°)

হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজেব পুরাতন বিন্দুমাধবের মন্দির চূর্ণ করিয়া হিন্দু-দেবালয়ের উচ্চতা খর্ব্ব করিবার জন্য অত্যুচ্চ মিনারশোভিত এক বৃহৎ মস্জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

(৩৭) উত্তরার্ক—কাশীপুরীর উত্তরাংশে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সূর্য্যমূর্ত্তি।

তথা রামেশ্বর-লিঙ্গ সীতাসহ সীতাপতি।
বিভীষণাদি রাক্ষস হনূমানাদি সংহতি ॥১৩
পঞ্চদশ সহস্র স্থাপিত শিবলিঙ্গ যথা।
গ্রীষ্মঋতু মধ্যে ত্রিতাপনাশিনী যাত্রা তথা ॥১৪
বৃদ্ধকালেশ্বরাবধি[৩৮] যাবৎ কৃত্তিবাসেশ্বর[৩৯]।
অবন্তী নির্ম্মিত হিমকালে যাত্রা জাড্যহর ॥১৫

(৩৮) বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ—কালোদকের অনতিদূরে বৃদ্ধকালেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির। দক্ষিণদেশে নন্দিবর্দ্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধকাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সহধর্ম্মিণীর সহিত কাশীতে আগমন করিয়া একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই অনাদি শিবলিঙ্গ বৃদ্ধকালেশ্বর নামে খ্যাত। ইহাঁর সেবা করিলে দরিদ্রতা, উপসর্গ, রোগ, পাপ কিংবা পাপজনিত ফলভোগ নিবারিত হয়। (কাশীখ০২৪অঃ)

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন। অনেকের মতে, কাশীতে এক্ষণে যত শিবালয় আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির পুরাতন।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির মধ্যেই দক্ষেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত।

(৩৯) কৃত্তিবাসেশ্বর—বৃদ্ধকালেশ্বরের দক্ষিণে কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ছিল। মহাদেব গজাসুরকে নিহত করিলে, তাঁহার শরীর এইস্থানে শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হয়। শিব গজাসুরের কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম পরিধান করেন বলিয়া উক্ত লিঙ্গ কৃত্তিবাসেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। এই লিঙ্গ কাশীস্থ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। উত্তমরূপে সপ্তকোটি মহারৌদ্রী জপ করিলে যে ফল, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করিলে সেই ফল হয়। (কাশীখ০৬৮অঃ)

এই কৃত্তিবাসের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দূর হইতেও যাঁহার এই বৃহৎ প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহার তখনই কৃত্তিবাসত্ব লাভ হয়। (কাশীখ০ ৩৩।৬৬-৬৭)

কৃত্তিবাসেশ্বরের সেই পবিত্র প্রাসাদের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এখন তাহারই কিয়দংশ আলমগিরি মসজিদ নামে খ্যাত। হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজীবের রাজত্ব-

অসির সম্ভেদ কোণে মায়াপুরী প্রকাশিনী।
শিশিরসংযোগে যাত্রা রজোগুণবিনাশিনী ॥১৫
সৃষ্টিস্থিতিলয় এই ষড়পুরীর কাশীতে।
সতত প্রশস্তা কাশী কাল অকাল রহিতে ॥১৬
এই ষড় ঋতু-যাত্রা ষড়পুরীর জানিবা।
পরে মাসযাত্রা কহি বিস্তার তাহা শুনিবা ॥১৭

(মাসযাত্রা)

চৈত্রে কামকুণ্ডে স্নায়ী নর কামেশ্বরে[৪০] পূজে।
বৈশাখে বিমলকুণ্ডে স্নায়ী বিমলেশে ভজে ॥১৮
জ্যৈষ্ঠে রুদ্রকুণ্ডে[৪১] স্নায়ী পূজে রুদ্ররামেশ্বর।
আষাঢ়ে লক্ষ্মীকুণ্ডেতে যাত্রা অতি মনোহর ॥১৯
শ্রাবণে মার্কণ্ডহ্রদে যাত্রা করিবেক নর।
ভাদ্রে লোলার্কের[৪২] যাত্রা পূজিবে লোলার্কেশ্বর ॥২০

কালে মুসলমানেরা কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই মালমসলায় ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

(৪০) কামেশ্বর—ত্রিলোচন-ঘাটের পশ্চিমে কামেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির। 'এই কামেশ্বর সাধুগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ এই লিঙ্গ মধ্যে লীন হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ইহাঁর নাম স্বর্লীন হইয়াছে। (কাশীখ০৩।১২২-২৩)

(৪১) রুদ্রসর বা রুদ্রকুণ্ড—দশাশ্বমেধেশ্বরের মন্দিরের নিকটই রুদ্রসর নামক তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মত্রয়কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

(৪২) লোলার্ক—দুর্গাবাড়ী মহল্লার দক্ষিণদিকে অসিসঙ্গমের নিকট

আশ্বিনে দুর্গার[৪৩] যাত্রা নর করিবে যতনে।
কার্ত্তিকে পঞ্চগঙ্গার যাত্রা ভদ্র নরগণে ॥২১
মার্গশীর্ষে কপালমোচনে যাত্রা করিবে।
পৌষে কুবেরকুণ্ডেতে কুবেরেশ্বরে পূজিবে ॥২২
মাঘেত প্রয়াগে নিত্য প্রাতঃস্নান যাত্রাবিধি।
ফাল্গুনে দক্ষিণ উত্তর মানস করে সুধী ॥২৩
ইহা শুনি ভগবতী পুনঃ পশুপতি স্থানে।
কহিতে লাগিলা দেবী অতি বিনয়বচনে ॥২৪

লোলার্ক (সূর্য্যমূর্ত্তি) অবস্থিত। কাশীদর্শনে সূর্য্যের মন অতি লোল হইয়াছিল, সেই জন্য সূর্য্যের "লোলার্ক" এই নাম হইয়াছে। ইনি সর্ব্বদা কাশীবাসীর মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে লোলার্কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে মানব পাপমুক্ত হয়। লোলার্কসঙ্গমে স্নান করিলে অনন্তকালের জন্য সৎকর্ম্মসিদ্ধ হয়। (কাশীখ০৪৬।৪৮-৫০)

(৪৩) দুর্গা—চৌকীঘাটের উপরে উঠিয়া গলিতে প্রবেশ করিলে দূর হইতে একটী দোলা দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দোলা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইলে, যিনি দুরন্ত দুর্গ নামক অসুরকে ধ্বংস করিয়া স্বর্গরাজ্যে দেবগণের শান্তিস্থাপন করেন, সেই দশভুজা দুর্গাদেবীর সুসজ্জিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়।

কাশীর দুর্গাবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ। এখানকার দুর্গামূর্ত্তি যে বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়। বর্ত্তমান দুর্গামন্দির রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত। মন্দিরের মোহন তৎকালের সুবেদার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

দুর্গাবাড়ীর জনতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দেশ বিদেশ হইতে কত যে তীর্থযাত্রী আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যহই যেন দেবীর মন্দিরে মহোৎসব, প্রত্যহই দেবী পার্ব্বতীর প্রীতির নিমিত্ত বিস্তর ছাগবলি হয়।

[৮]

দক্ষিণ মানসযাত্রা

দক্ষিণোত্তর মানসযাত্রা নাহি শুনি কভু।
বিস্তারিয়া তাহা মোরে কহ অহে মহাপ্রভু ॥১
শঙ্কর কহেন প্রিয়ে! গুহ্যকথা জিজ্ঞাসিলা।
বিস্তারি কহিব তাহা পুনঃ কহিতে লাগিলা ॥২
উত্তরবাহিনী স্নান করি বিশ্বেশে যাইবে।
শ্রদ্ধাতে নিয়মমতে পূজি প্রার্থনা করিবে ॥৩
পরে পঞ্চনদ[৪৪] স্নায়ী পঞ্চগঙ্গারে পূজিবে।
শ্রীবিন্দুমাধবে পূজি হনুমৎ পূজা করিবে ॥৪

প্রতি মঙ্গলবারে দেবীর উদ্দেশে মেলা হয়। প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসে মঙ্গলবারে একটী মহামেলা হয়: সে সময়ে যে কত তীর্থযাত্রী আসে, তাহার সংখ্যা নাই।

মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য। এখানে নেপালরাজ-প্রদত্ত একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে।

(৪৪) পঞ্চনদ—যেখানে ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা এই পাঁচটী নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম পঞ্চগঙ্গাঘাট, পঞ্চনদ বা ধর্ম্মনদতীর্থ। রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের অবভৃতস্নানে যে ফল হয়, এই পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিলে তাহার শতগুণ অধিক ফল লাভ হয়। (কাশীখ০৫৯।১১১-১১৫)

এক্ষণে এখানে কেবল গঙ্গা নদী মাত্র দৃষ্ট হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে, অপর চারিটী নদী ভূমি মধ্যে অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

পুনঃ বিশ্বেশ্বর পূজি মুক্তিমণ্ডপ পূজিয়া।
ধর্ম্মকূপে স্নান করি শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া ॥৫
ধর্ম্মেশ্বর বিশালাক্ষী দিবোদাসেশ্বরে পূজি।
স্বর্গদ্বারেশ্বর তথা মোক্ষদ্বারেশ্বরে ভজি ॥৬
গঙ্গাকেশব ললিতা-দেবী জরাসন্ধেশ্বর।
সোমেশ্বর দালভেশ পূজি শূলটঙ্কেশ্বর ॥
আদিবরাহেশে পূজি দশাশ্বমেধে যাইবে।
সেই তীর্থে নর স্নান শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে ॥৮
প্রয়াগমাধব তথাক্ষয়বট নন্দাদেবী।
শীতলা[৪৫] সর্ব্বেশ্বর সঙ্কট-বিনায়ক সেবি ॥৯
চতুঃষষ্টি দেবী পাতালেশ পুষ্পদন্তেশ্বর।
পূজিবে গরুড়েশ্বর পুনঃ নারদ ঈশ্বর ॥১০
মানসরোবরে[৪৬] স্নান শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে।

(৪৫) শীতলাদেবী—কাশীতে ৪টী শীতলা দেবীর মন্দির আছে। তন্মধ্যে ভৈরবনাথের মন্দিরের নিকট একটী; এই শীতলা মন্দিরে সপ্তভগিনী মূর্ত্তি আছে। দশাশ্বমেধের উত্তরে মানমন্দির ঘাটের নিকট আর একটী শীতলা দেবীর মন্দির আছে। ত্রিলোচন শিবের মন্দিরের নিকটও অপর শীতলাদেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়।

(৪৬) মানসরোবর—কেদারেশ্বর-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে কিছু দূরে মানসিংহ-সংস্কৃত মানসরোবর নামক গভীর জলাশয়, ইহার চারিদিকে প্রায় ৫০টী মঠ। এখানকার রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরই প্রধান, এই মন্দিরসীমার মধ্যে একস্থানে দত্তাত্রেয়-মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন এইস্থানে প্রায় সহস্রাধিক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

তিলভাণ্ডেশ্বর[৪৭] তথা নর্ম্মদেশ্বর[৪৮] পূজিবে ॥১১
গৌরীকুণ্ডে স্নানাদি তর্পণ করি বিধিমতে।
গৌরীকেদারতীর্থ কেদারেশ্বর পূজাকৃতে ॥১২
সিদ্ধেশ্বর স্বপ্নকুণ্ডে স্বপ্নেশ্বর পূজা করি।
উগ্রেশ্বর অমরেশ গতিপুতি কূপ বরি ॥১৩
পূজিয়া লোলার্কতীর্থে স্নান শ্রাদ্ধ পূজা করি।
লোলার্কতীর্থে শঙ্করি ! লোলার্কেশ পূজা করি ॥১৪
সন্নিহিত-কুণ্ডে সন্নিহিতেশ্বর পূজা করি।
কুরুক্ষেত্রতীর্থে[৪৯] স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ আচরি ॥১৫

(৪৭) তিলভাণ্ডেশ্বর—মানসরোবরের নিকট মানেশ্বরের মন্দিরের পশ্চিমে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির। তিলভাণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি উচ্চে তিন হাত, কিন্তু প্রস্থে ১০ হাত। সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি প্রত্যহ তিল পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাই ইহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর। এই মন্দিরও দেখিবার জিনিস। মন্দিরের কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন। শুনা যায়, প্রায় চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে কোন রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের চারিদিকে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে। একস্থানে হস্তপদ ও শিরঃশোভিত এক বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ শিবমূর্ত্তি আছে। কাশীর সর্ব্বত্রই শিবলিঙ্গ দেখা যায়। কিন্তু এরূপ মূর্ত্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এক সময়ে ইহার মন্দিরে ও বারেন্দায় বেশ শিল্পকার্য্য ছিল, ছাদে ও কার্ণিসে অনেক মূর্ত্তিও অঙ্কিত ছিল, এক্ষণে কালবশে সেরূপ দৃশ্য আর নাই।

(৪৮) নর্ম্মদেশ্বর—ত্রিপিষ্টপ লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে নর্ম্মদা নদী এই সুখপ্রদ নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। (কাশীখ০ ৫৭।৫-১১)

(৪৯) কুরুক্ষেত্র—দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বে কিছু দূরে কুরুক্ষেত্র-তলাও, এই জলাশয়টীও রাণী ভবানী সংস্কার করিয়া গিয়াছেন।

রণস্তম্ভ কুরুক্ষেত্রেশ্বর মহামায়া পূজি ।
অমৃতকুণ্ডে তীর্থস্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ যজি ॥১৬
দুর্গা দুর্গবিনায়ক চৌষট্টি যোগিনী৫০ তথা ।
কালিকা দুর্গা ভৈরব শ্রীকুক্কুটেশ্বর যথা ॥১৭
গৌহবাই পূজি রেণুকাতীর্থে স্নানাদি করি ।
শ্রীরেণুকা দেবী সেবি শংখোদ্ধারতীর্থ পরি ॥১৮
তথা স্নান শ্রাদ্ধ করি দ্বারিকানাথে পূজিবে ।
রণছোড়নাথ বৈদ্যনাথ যতনে ভজিবে ॥১৯

(৫০) চতুঃষষ্টি-যোগিনী—কাশীখণ্ডে আছে, ভগবান্ চন্দ্রশেখর মন্দর-পর্ব্বতে কিছুদিন অবস্থানান্তর কাশীবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় তথায় যাইবার জন্য নিতান্ত সমুৎসুক হন। কিন্তু তথাকার তদানীন্তন নরপতি দিবোদাস পরম ধার্ম্মিক, পবিত্রচেতা ও প্রজাপালনে নিরত হইলেও তাঁহার অধীনে বাস করা হেয় মনে করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে কৌশলে তাড়াইবার জন্য চতুঃষষ্টি যোগিনীকে প্রিয়তম কাশীধামে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশানুসারে মণিকর্ণিকার সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া নানারূপ কুহকজাল বিস্তার দ্বারা দিবোদাসকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু যত্নেও কার্য্য-সিদ্ধি হইল না দেখিয়া লজ্জায় প্রভুর নিকট না গিয়া সেইখানেই থাকিয়া গেলেন। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত ইহাঁদের পূজা করিলে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া যোগিনীপীঠে জাগরণ করিলে মহতী সিদ্ধিলাভ হয়। চৈত্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে চতুঃষষ্টিযোগিনীর যাত্রা করিলে ক্ষেত্রবিঘ্ন শান্তি হয়। এই যাত্রা না করিয়া অবহেলা করিলে তাহাকে অচিরাৎ নানা বিঘ্নসহ ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইতে হয়। (কাশীখণ্ড৪৫অঃ)

কামাখ্যাতীর্থে স্নানাদি করিয়া কামাখ্যা পূজি।
বটুকভৈরবে পূজি রেবাকুণ্ডে স্নান যজি ॥২০
তথা শ্রাদ্ধ পূজা করি নর্ম্মদেশ্বরে পূজিয়া।
রামতীর্থে রামেশ্বর লবকুশেশ ভজিয়া ॥ ২১
লক্ষ্মীদেবী চিন্তামণি-বিনায়কে পূজা করি।
সূর্য্যকুণ্ডে স্নান শ্রাদ্ধ পূজা-বিধানে আচরি ॥ ২২
সাম্বাদিত্য[৫১] ধ্রুবেশ্বর শ্রীবৈদ্যনাথ পূজিবে।
গোদাবরীতীর্থ তথা গৌতমেশ্বর ভজিবে ॥ ২৩
অগস্ত্যকুণ্ডে স্নানাদি পিণ্ডদান ক্রিয়া করি।
অগস্ত্যেশ পরে সাক্ষি-বিনায়ক পূজা চরি ॥ ২৪
ভবানী-শঙ্করে পূজি শুক্রকূপে করি স্নান।
তর্পণ শ্রাদ্ধ করিয়া শুক্রেশ[৫২] পূজা বিধান ॥ ২৫

(৫১) সাম্বাদিত্য—কাশীখণ্ড-মতে, বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব আদিত্য দেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। এই দারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য কাশীতে আসিয়া একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিয়া শাপমুক্ত হন। সাম্বপ্রতিষ্ঠিত সাম্বাদিত্য নামক সূর্য্যবিগ্রহ ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। সাম্বাদিত্যের সেবা করিলে স্ত্রীলোক কখনও বিধবা হয় না। মাঘমাসে রবিবারে শুক্ল-সপ্তমীতে সাম্বকুণ্ডের বাৎসরিক-যাত্রা হইয়া থাকে। সেই দিন সাম্বকুণ্ডে স্নান করিয়া সাম্বাদিত্য-পূজা করিলে উৎকট রোগেরও শান্তি হয়। কাশীখণ্ডোক্ত সাম্বকুণ্ডেরই বর্ত্তমান নাম সূর্য্যকুণ্ড।

(৫২) শুক্রেশ্বর-লিঙ্গ—শনৈশ্চরেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দির। পুরাকালে ভৃগুনন্দন শুক্র এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বেশ্বরের

অন্নপূর্ণা[৫৩] ঢুণ্ঢী বিনায়ক রাজরাজেশ্বর।
শ্রীস্বামা কাত্তিকে ভজি পূজে অবিমুক্তেশ্বর[৫৪] ॥ ২৬
ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ তথা কৈলাসমণ্ডপ পূজি।
শৃঙ্গারমণ্ডপ তথা বৈরাগ্যমণ্ডপ ভজি ॥ ২৭

আরাধনা করিয়াছিলেন। এই শুক্রপ্রতিষ্ঠিত শুক্রেশ্বরের পূজা করিলে মানব পুত্রবান্, সৌভাগ্যশালী ও পরম সুখী হয়। শুক্রেশ্বরের ভক্ত শুক্রলোকে বাস করিয়া থাকে। (কাশীখণ্ড ১৬ অঃ)

(৫৩) অন্নপূর্ণাদেবী—শনৈশ্চরেশ্বরের নিকটেই অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির। হিন্দুর বিশ্বাস যে, কাশীতে কেহ অনাহারে থাকে না, এই অন্নদায়িনী দেবী অন্ন দিয়া দীন দরিদ্র সকলেরই দুঃখ দূর করেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইবার পথে অসংখ্য দীন দরিদ্র ভিক্ষার্থ বসিয়া আছে। মন্দির হইতে ভিক্ষাস্বরূপ এক হাতা কলাই দিবার প্রথা আছে; এখানে সকলেই ভিক্ষা পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ১৯০ বর্ষ পূর্ব্বে পুণার মহারাষ্ট্ররাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরস্থ নানা রত্নাবভূষণা ত্রৈলোক্যমোহিনী অন্নপূর্ণার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের মন প্রকৃতই বিমোহিত হয়। মন্দিরের একধারে সপ্তাশ্বযোজিত রথোপরি সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন গৌরীশঙ্কর, গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে আছে।

(৫৪) অবিমুক্তেশ্বর—দেবদেব মহাদেব পিতামহ ব্রহ্মার অনুরোধে এবং মন্দর পর্ব্বতের অশেষ আরাধনায় তাঁহাকে স্বয়ং বরপ্রদানহেতু বাধ্য হইয়া ঐ পর্ব্বতে কিছুদিনের জন্য গৌরীসহ সগণে বাস করিতে উদ্যোগী হইলেন, কিন্তু প্রিয়ধাম কাশীপুরী পরিত্যাগে শান্তিবোধ না হওয়ায় তথায় লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং উক্ত পর্ব্বতে বাসার্থ গমন করিলেন। স্থানান্তরে বাস করিয়াও ক্ষেত্রকে আপনার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত করেন নাই, তজ্জন্য এই ক্ষেত্র এবং লিঙ্গ এ উভয়েরই নাম "অবিমুক্ত" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই অবিমুক্তক্ষেত্র ও অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। এই অবি-

তথাহি জ্ঞানমণ্ডপ মুক্তিমণ্ডপ পূজিয়া।
মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস৩৬-মণ্ডপ পশ্চাতে ভজিয়া॥ ২৮
বিশ্বেশ্বর পূজা করি প্রার্থনা করিবে নর।
এই যাত্রাকৃত মম ন্যূনাধিক ক্ষেমহর॥ ২৯
এই প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিয়া।
পরন্তু মুক্তিমণ্ডপে কিঞ্চিদ্বিরাম করিয়া॥ ৩০
নিষ্পাপ হইয়া পরে ঘরে গমন করিবে।
এই মত দক্ষিণ-মানসযাত্রা পূর্ণ হবে॥ ৩১

[৯]

তিলভাণ্ডেশ্বর কথা

যোগীয়া রাগিণী—চৌতাল

পরে সতী করি স্তুতি পশুপতি প্রতি বাণী।
কহিতে লাগিলা প্রভু আমি কভু নাহি জানি॥ ১
তিলভাণ্ডেশ্বর নাম লিঙ্গ কিরূপে হইল।
যদি স্নেহ মম প্রতি তবে কৃপা করি বল॥ ২

মুক্তেশ্বরই সকলের আদি লিঙ্গ; ইহার পূর্ব্বে জগতে কেহ কোন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন নাই বা লিঙ্গের আকৃতি কিরূপ তাহাও জানিতেন না। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করার পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। (কাশীখণ্ড ৩৯অঃ)

(৫৫ ১৭সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ভগবতী প্রতি পশুপতি অতি হৃষ্টমতি।
হৈয়া কহিতে লাগিলা শুন শুন প্রিয়ে সতি ॥ ৩
রথন্তরকল্পে কাশীতে ভূমিকম্প যে হইল।
বারাণসীবাসী সভে আশ্চর্য্য করি মানিল ॥ ৪
কাশী শিবশূলপরি ভূমিবদ্ধ নহে জানি।
এই বিবেচনা করি জ্যোতির্ব্বিদে ডা.ক আনি ॥ ৫
জ্যোতির্ব্বিদ্ শাস্ত্রমতে করি গণনা কহিল।
তার কথা মতে সভে ভূমি খনন করিল ॥ ৬
পরে তথা এক শিবালয় বাহির হইল।
কপাট খুলি মুনিরে তথা ধ্যানস্থ দেখিল ॥ ৭
অনেক যতনে সভে মুনিধ্যান ভঙ্গ করি।
প্রশ্ন করিলেন সভে স্তুতি প্রণতি আচরি ॥ ৮
কাশী শিবশূলপরি ভূমিলগ্না নহে কভু।
কেন হৈল ভূমিকম্প কৃপা করি কহ প্রভু ॥ ৯
ইহা শুনি মুনি কহিতে লাগিল হাস্য করি।
আমি জ্ঞাত এ সকল বৃত্তান্ত কহিতে পারি ॥ ১০
এই ক্ষেত্র মধ্যে শ্রীবৈদ্য পূর্ব্বভাগে।
আসববিক্রেয়া* আছে তাহার নারীর যোগে ॥ ১১
তিলপর্ণ নামে ব্রহ্মচারীর প্রসক্তি† ছিল।
সে দিন ক্রীড়াতে দোঁহে ক্রীড়াতে সক্ত রহিল ॥ ১২

* আসব বিক্রেয়া—মদ্যবিক্রয়কারী।　† প্রসক্তি—আসক্তি।

ইতি মধ্যে গৃহকর্ত্তা গৃহে আসি উপস্থিত।
তার আগমনহেতু দুইজনে ভীতচিত ॥ ১৩
ভূমিমধ্যে এক বড় সুধাভাণ্ড তথা ছিল।
নারীর আদেশমতে তথা দ্বিজ লুকাইল ॥ ১৪
দৈবযোগে গৃহী প্রতপ্ত সুরা লইয়া ছিল।
কালানল হলাহল তাহে ক্ষেপণ করিল ॥ ১৫
ভাণ্ডমুখে সরা দিয়া গোপন করি রাখিল।
জ্বলিত জালাতে দ্বিজ সংশয়প্রাণ হইল ॥ ১৬
সেইকালে কৃপানিধি বিশ্বেশ্বর আসি তথা।
কর্ণেতে তারক নাম দিতে লভিল ব্যস্ততা ॥ ১৭
শ্বেতমক্ষিকার রূপে শব্দ গুন্ গুন্ করিয়া।
সন্ধিতত্ত্ব করিতে লাগিল ফিরিয়া ফিরিয়া ॥ ১৮
আমি ইহা ধ্যানে দেখি হাস্য করিয়া ছিলাম।
কাশীতে ভূকম্প এহেতু বিশেষ কহিলাম ॥ ১৯
নতুবা কাশীতে ভূমিকম্প বিষয় কি বটে।
শুনি সভে মুনিবরে করিলা মৃত্তিকা হেটে* ॥ ২০
হে পার্ব্বতি তদবধি সেই মদ্যভাণ্ড তথা।
লিঙ্গ স্বরূপ হইয়া প্রকাশিলেন সর্ব্বথা ॥ ২১
মম বরে বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি হয় তিল মত।
অদ্যাবধি জালার আকার বর্ত্তমান কৃত ॥ ২২

* হেট—নিম্ন। এখানে 'করিলা মৃত্তিকা হেটে' অর্থ মৃত্তিকা নিম্নে করিলা অর্থাৎ মাটি চাপা দিল।

এ কারণে তিলভাণ্ডেশ্বর মন্ত্ভাণ্ডেশ্বর।
বিখ্যাত লিঙ্গের নাম নাকে† নাগে‡ মর্ত্ত্য পর ॥২৩
ইদানীং প্রত্যক্ষ এই লিঙ্গের অপূর্ব্ব কথা।
শুন শুন সভাজন কহিব কিছু সর্ব্বথা ॥ ২৪
কলিকালে এ লিঙ্গ নিকটে এক দ্বিজবর।
স্বধর্ম্মপ্রতিপালক বেদাধ্যায়ী নিষ্ঠাপর ॥ ২৫
তার এক পত্নী এক পুত্র মাত্র পরিবার।
দৈবযোগে শূলব্যাধিগ্রস্ত হৈল পুত্র তার ॥ ২৬
নানা প্রকার ঔষধিতে নিস্তার না পাইল।
বহু ব্যামহ পাইয়া পরে মানসে করিল ॥ ২৭
এ দুঃখত্রাতা শিব ব্যতীত আর কে তরিবে।
ইহা স্থির করি তিলভাণ্ডেশ শরণি§ তবে* ॥ ২৮
ভাবিল অভুক্ত ব্রত শিবের আগে করিব।
এ দুঃখসমুদ্রে ত্রাণ না পাই জীবন দিব ॥ ২৯
এই মনে স্থির করি তথা গিয়া অনশন।
করিলে তাহার মাতা পিতা হইল জ্ঞাপন ॥ ৩০
পুত্রতরে স্নেহভরে দুইজন আসি তথা।
তিন দিন অনশন করিল সভে সর্ব্বথা ॥ ৩১
পরে রাত্রে প্রত্যাদেশ হইল ব্রাহ্মণ প্রতি।
তব পুত্র পুণ্যমাত্র নাহি কি হবে সম্প্রতি ॥ ৩২

†নাক—স্বর্গ। ‡ নাগ—নাগলোক, পাতাল।
§ শরণি—শরণ করি, আশ্রয় করি। * 'হইবে'—পাঠান্তর।

মানসিংহের মহিমা

উপায় আছয়ে এক কহি মান-সিংহ[৫৬] রাজা।
দেশ অধিকারী কর্ণসম দাতা মহাতেজা ॥ ৩৩

(৫৬) মানসিংহ—অকবর বাদশাহের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ভারতের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। মানসিংহের পরিচয় দিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উদ্ধৃত হইল :—

অম্বররাজধানীতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ভগবান্‌দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র। ভগবান্ তাঁহাকে দত্তক লইয়া পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান।

সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহার রাজত্বের ৬ষ্ঠ বৎসরে (৯৬৭ হিঃ), মুইন্-ই-চিস্তির সমাধিমন্দির সন্দর্শনার্থ আজমীঢ়ে আগমন করেন। বেহারিমল্ল সপরিবারে শঙ্কানীরে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সম্রাটের অনুরোধে বেহারিমল্ল স্বীয় কন্যা মোগল-রাজকরে সমর্পণ করেন। অতঃপর পুত্র ভগবান্ ও পৌত্র কুমার মানসিংহকে সঙ্গে লইয়া রাজা বেহারিমল্ল রতননগরে সম্রাট্ সকাশে আসিলেন। তদনন্তর তাঁহারা তিন জনেই আগ্রা-রাজধানী অভিমুখে সম্রাটের অনুগমন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া, মানসিংহও পিতৃপিতামহের ন্যায় সেনানায়কের কর্ম্মে ব্রতী হন। তকবৎ-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট্ ৯৮৪ হিজিরায়, সুদক্ষ সেনাপতি কুমার মানসিংহকে (কমলমের-পতি) রাণা কীকার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মীর-

বহু পুণ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম যজ্ঞদান করিয়াছে।
সে সকল পুণ্যমধ্যে দুই অতি পুণ্য আছে ॥ ৩৪

বক্সী আসফ খাঁ তাঁহার সহকারী ছিলেন। গোগুণ্ডায় উভয়পক্ষীয় রাজপুত-সেনাদলে ঘোর যুদ্ধ হয়। সম্মুখযুদ্ধে রাণা কীকা শত্রু কর্তৃক আহত হইয়া, রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। যুদ্ধের পর মানসিংহ হলদেও-(হল্‌দীঘাট) সঙ্কট অতিক্রমপূর্ব্বক গোগুণ্ডারাজপ্রাসাদে উপনীত হন। রাণার পরিত্যক্ত প্রাসাদে থাকিয়া তিনি সম্রাট্‌কে যুদ্ধজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহ এই যুদ্ধে সপুত্রে নিহত হন। এই বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া সম্রাট্ মানসিংহকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বের ২৩শ বর্ষে ভগবান্‌দাস পঞ্জাবের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ঐ সময়ে মানসিংহ সিন্ধুতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ শাসন করিতেছিলেন। ৯৯৩ হিঃ যুবরাজ মহম্মদ হাকিমের মৃত্যু হওয়ায়, সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে কাবুলে শান্তিস্থাপনের জন্য গমন করিতে হয়। এখানে তাঁহার কঠোর শাসনে দুর্দ্ধর্ষ রৌশানি আফগানগণ শান্তভাব ধারণ করে। অকবরের রাজত্বের ২৯শ বর্ষে মানসিংহের ভগিনীর সহিত যুবরাজ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) বিবাহ হয়। পরবর্ত্তিবর্ষে জাবুলীস্থানের শাসনকর্ত্তৃত্বলাভের পর, তৎপিতা ভগবান্ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে, মানসিংহের প্রতি তৎপ্রদেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। ৩২শ বর্ষে রাজপুতজাতির ঔদ্ধত্যনিবারণের জন্য তাঁহাকে পুনরায় ভারতে আসিতে হয়। অতঃপর তিনি বেহারপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই যাত্রাকালে তাঁহার প্রথম কাশী-দর্শন ঘটে ও এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন।

৯৯৬ হিজিরায় রাজা ভগবান্ দাস স্বর্গারোহণ করিলে, কুমার মানসিংহ জয়পুর-সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে রাজা উপাধি ও পাঁচহাজারী সেনানায়কের পদ প্রদান করিয়া বিশেষ সম্মানিত করেন।

বঙ্গেশ্বর উজীর খাঁর মৃত্যুসংবাদ দিল্লীদরবারে পৌঁছিলে, সম্রাট্ অকবর শাহ মানসিংহকেই বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন।

পুরাণ-শ্রবণ-কালে শ্রীকৃষ্ণ-জনম-কথা।
শুনিয়া আশ্চর্য্য মানি রাজা জিজ্ঞাসে সর্ব্বথা ॥৩১

তদনুসারে পাটনাস্থ মোগল সেনাপতি মানসিংহের অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে মানসিংহ পেশাবরপ্রদেশস্থ রাজদ্রোহী আফগানগণকে দমনার্থ ব্যাপৃত ছিলেন। আফগানদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তিনি ৯৯৭ হিজিরায় (১৫৮৯ খৃঃ অঃ) পাটনানগরে উপনীত হন। হাজীপুরের রাজা পুরণমল্ল মানসিংহের শরণাপন্ন হন এবং সম্রাট্‌কে হস্তী ও নানা রত্ন উপঢৌকন দিয়া তাঁহার তুষ্টি বিধান করেন।

বাঙ্গালার জলবায়ু মানসিংহের পক্ষে অধিক অস্বাস্থ্যকর হওয়ায়, তিনি বেহারে নিজ বাসস্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। সৈয়দ খাঁ তাঁহার সহকারিরূপে পূর্ব্ববাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বেহারে অবস্থানকালে মানসিংহ রোহিতাসের পার্ব্বত্য-দুর্গের জীর্ণসংস্কার করেন। এখনও রোহিতাস্গড়ের প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহদ্বার ও পদ্মদলপরিশোভী সুবৃহৎ জলাশয় রাজা মানসিংহের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই প্রীতিপ্রদ পার্ব্বত্য উপত্যকায় সুখস্পর্শ বায়ুসেবনের জন্য তিনি একটী রাজপ্রাসাদ ও পূর্ণ পারসিক প্রণালীতে একটী পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

৯৯৮ হিজিরায় মানসিংহ আফগান-কবল হইতে উড়িষ্যার উদ্ধারমানসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। ভাগলপুরে স্বীয় গঠিত সেনাদল একত্র করিয়া দ্বারিকেশ্বরনদীতীরবর্ত্তী জাহানাবাদগ্রামে আসিয়া ছাউনী স্থাপন করেন।

ঠিক সেই সময়ে কুৎলু খাঁ ধারপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠনের জন্য স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করেন। জাহানাবাদ ছাউনীর ২৫ ক্রোশ দূরে আফগান-সেনাদলকৃত উপদ্রবের কথা শুনিয়া, রাজা মানসিংহ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি দুর্বৃত্তদিগের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার মানসে তদণ্ডেই স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে সেনাদলসহ প্রেরণ করিলেন। জগৎসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আফগানগণ দুর্গমধ্যে পলাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করিল এবং কুমার জগৎসিংহকে

নন্দঘোষ এমত কি কর্ম্ম দুষ্কর করিলা।
যে তাহার ঘরে আসি শ্রীকৃষ্ণ অবতরিলা ॥৩৬
তাহাতে পণ্ডিত-গণ প্রত্যুত্তর করিলেন।
দুগ্ধবতী গাভী ধেনু নন্দ দশসহস্র দিলেন ॥৩৭

নিকট ছল-সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। এদিকে কুৎলু খাঁর প্রেরিত নূতন সেনাদল আসিয়া পৌঁছিলে, তাহারা সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রাত্রিতে গোপনে জগৎসিংহের শিবির আক্রমণ করিল। অচিরে শত্রুদল কর্ত্তৃক মোগলশিবির ভস্মীভূত হইল। রাত্রিতে এইরূপ সমূহ বিপদ্ দেখিয়া মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। রাজপুত্র জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া আফগানগণ বসন্তপুরে পলায়ন করে। এই অবমাননাসূচক পরাভবে এবং শত্রুহস্তে পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কায় রাজা মানসিংহ কিছুকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বরের সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘটনার কএকদিন পরে, কুৎলু খাঁর মৃত্যু হয়। সর্দ্দারের উপযুক্ত পুত্রের অভাবে আফগান-সেনাদল আর যুদ্ধপ্রয়াসী না হইয়া রাজকুমারকে মুক্তিদানপূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থী হইল। মানসিংহ কুত্লু খাঁর পুত্রগণকে পিতৃরাজ্য প্রদান করেন। কুৎলু খাঁর পুত্রগণ রাজার এই সদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে হিন্দুর পবিত্রতীর্থ পুরীধামের শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও তদধিকৃত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি রাজা মানসিংহের করে সমর্পণ করেন।

যতদিন খ্বাজা ঈশা জীবিত ছিলেন, ততদিন আর মোগল-পাঠানে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটে নাই। কিন্তু সন্ধির দুই বর্ষ পরে, বৃদ্ধ মন্ত্রী ঈশা ভবধাম পরিত্যাগ করিলে, আফগানগণ খ্বাজা সুলিমান ও খ্বাজা ওসমানের অধিনায়কতায় বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।

আফগানগণের এই অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিক রাজা মানসিংহ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া জলেশ্বর নগর অধিকার করিলে পর মোগলসেনানী সৈয়দ খাঁ যুদ্ধে ক্লান্ত এবং উপরিতন কর্ম্মচারীর জয়স্পর্দ্ধায় ঈর্ষান্বিত হইয়া মানসিংহের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই সমরক্ষেত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁড়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

এই পুণ্যে কৃষ্ণ তার ঘরে আসি উত্তরিলা।
ইহা শুনি মান-সিংহ লক্ষগোদান করিলা ॥৫৮

এইরূপে সহায়হীন হইয়াও রাজা মানসিংহ শত্রুনির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ হন নাই। পলায়মান আফগানগণ কটকস্থ রাজা রামচন্দ্রের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজা মানসিংহ ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়া জগন্নাথ-মূর্ত্তিসন্দর্শনার্থ পুরীধামে অগ্রসর হন।

যুদ্ধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া রাজা রামচন্দ্র ও আফগানগণ মানসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। এইবার উড়িষ্যা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কুৎলুখাঁর পুত্রগণ খলিফাবাদ জায়গীরস্বরূপ লাভ করিলেন এবং রামচন্দ্র কটকপ্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন (১০০০ হিঃ)।

যুদ্ধজয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া মানসিংহ সদলে বেহারে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশ একত্র শাসন করিবার মানসে তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার যত্নে প্রাচীন হিন্দুরাজধানী পুনরায় সৌধমালায় বিভূষিত ও সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হইল। মুসলমান-ইতিহাসে এই স্থান অকবর-নগর নামে খ্যাত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি ভাটী প্রদেশ জয় করিয়া ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম কূল পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন। বেহারে প্রত্যাগমনকালে তিনি আপন পুত্র জগৎসিংহকে সসৈন্যে উড়িষ্যা-সীমান্তে রাখিয়া আইসেন।

১০০৪ হিজিরায় কোচবিহারাধিপ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ এবং বাঙ্গালার অন্যান্য রাজন্যবর্গ লক্ষ্মীনারায়ণের এই হীনতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করেন। কোচবিহারপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া মানসিংহের শরণাপন্ন হন এবং আত্মরক্ষার্থ তাঁহার নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সূত্রে মোগল-সেনা কোচবিহারে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই কৃতোপকারের পুরস্কারস্বরূপ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বীয় ভগিনীকে রাজা মানসিংহের করে সমর্পণ করেন। উক্ত বর্ষে ঘোড়াঘাটে রাজা মানসিংহ বিশেষরূপে পীড়িত হন। আফগানগণ অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে তাঁহার অন্যতম পুত্র হিম্মৎসিংহ পাঠানদিগকে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাড়াইয়া

এই একপুণ্য পরে আর এক প্রকাশিল।
কার্য্যক্রমে এক বন্দী অভুক্ত সপ্তাহ ছিল ॥৫৯

দেন। পর বৎসরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য পুনরায় একটী ষড়যন্ত্র হয়। মানসিংহ স্বীয় শ্যালককে রক্ষা করিবার জন্য হাজিজ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে কোচবিহারে পাঠাইয়াদিলেন। মোগলসৈন্যের সমাগমে বিদ্রোহিদল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

১০০৭ হিজিরায় সম্রাটের আদেশানুসারে মানসিংহ স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে বাঙ্গালার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত রাখিয়া আজমীঢ়ে কুমার সেলিমের সহিত মিলিত হইলেন। অনতিকাল পরেই তাঁহার প্রিয়পুত্র জগৎসিংহের মৃত্যু হওয়ায়, বঙ্গরাজ্য নিষ্কণ্টক জানিয়া, ওসমানের অধীনস্থ পাঠানগণ বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিল। এই সময়ে মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ বেহার ও বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহারা এই সংবাদে ত্রস্ত হইয়া আপনাপন সেনাদল লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভদ্রকের সন্নিকটে মোগল ও পাঠানসৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে মোগলসৈন্য পরাভূত হইলে পাঠানেরা বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লইল।

সম্রাট্ এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া শীঘ্রই মানসিংহকে বাঙ্গালায় ফিরিতে আদেশ করিলেন। আদেশপ্রাপ্তিমাত্রেই তিনি রোহিতাস গড়ে উপস্থিত হইলেন। সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত সেরপুর আতাই নগর সন্নিধানে মানসিংহের সহিত যুদ্ধে আফগানদিগের পরাভব ঘটে। পাঠানসর্দ্দার ওসমান পরাভূত সেনাদল লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন।

পাঠানদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়া মানসিংহ সম্রাটের অভিনন্দনার্থ দিল্লীযাত্রা করিলেন। সম্রাট্ এইবার তাঁহাকে ৭ হাজারী সেনানায়কের পদ প্রদান করিয়া বিশেষ মর্য্যাদান্বিত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মোগলসরকারে এরূপ সম্মানসূচক পদ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। হিন্দু হইয়া তিনি মুসলমান-সেনানীগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে শাহরুখ্ ও আজিজ্ কোকা উক্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন।

খালাস হইল দুই প্রহর যামিনী গতে।
খাদ্য যাচ্ঞা করিয়া সে চলিল পথে পথে ॥৪০
সপ্তাহ ছিলাম বন্দী আমি গূঢ় * কারাগারে।
কিছু খাদ্য দিয়া কেহ জীবদান দেও মোরে ॥৪১

কিছুকাল দরবারে থাকিয়া পুনরায় তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজনীতিকুশলতা ও ন্যায়পরতার সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাট্ অকবর পীড়িত হইলে, তিনি রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ না করিয়া আগ্রায় উপনীত হইলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধ সম্রাট্ মানসিংহকে ডাকাইয়া জাহাঙ্গীরকেই দিল্লীসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে আদেশ করেন ও যাহাতে তাঁহারা সম্রাটের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের পক্ষাবলম্বন করিয়া দিল্লীসিংহাসন রক্ষায় তৎপর হন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের নিকট বারংবার অনুরোধ করেন।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক মানসিংহকে পুনরায় বাঙ্গালার আফগান-দিগকে শাসন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই শেষবার বাঙ্গালায় আগমনকালে মানসিংহ যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করিয়া শিলাদেবীকে নিজ রাজ-ধানীতে লইয়া যান। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমে তাঁহাকে পুনরায় সম্রাটের আদেশ মত রোহতাসের বিদ্রোহদমনার্থ গমন করিতে হয়। তদনন্তর তিনি জাহাঙ্গীর সকাশে উপস্থিত হন (১৭০৭ খৃঃ অঃ)। জাহাঙ্গীরের আদেশে তিনি কিছুকাল নিজ অম্বররাজ্যে গিয়া শান্তিসুখ ভোগ করেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে সেনা ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আবদর রহিমের সহিত দাক্ষিণাত্যবিজয়ে গমন করিতে হয়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৯ম বর্ষে দাক্ষিণাত্যেই রাজা মানসিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি একাধিকবার বারাণসী দর্শন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বারাণসী-অবস্থানকালে তিনি এক এক বার এক একটী কীর্ত্তি স্থাপন করেন, তন্মধ্যে মানমন্দির ও মানসরোবরই প্রধান।

* গুপ্ত—পাঠান্তর।

অট্টালিকা পরে রাজা ভোজনে উদ্যত ছিলা।
এই মধ্যে যাচঞার শব্দ শ্রবণে শুনিলা ॥৪২
নিকটে ছিলেন রাণী তাঁরে দিলা অনুমতি।
এ যাচকে খাদ্যদ্রব্য তুমি দেহ শীঘ্রগতি ॥৪৩
রাণী নতি করি কহে যদি কর অনুমতি।
যে খাদ্য সম্মুখে তব ইহা দিব তার প্রতি ॥৪৪
নতুবা দ্রব্য সঙ্গতি করি অন্যলোক দিবে।
সে লোক যাইতে সে কি তাবৎ জীবনে বাঁচিবে ॥৪৫
রাণী বাণী শুনি রাজা সাধু করি প্রশংসিলা।
খাদ্যদ্রব্য পাত্র সহ নিজ পাকে* বান্ধি দিলা ॥৪৬
চিরবিরহিণী সতী যেন পতিকে পাইল।
সপ্তদিনাভুক্ত সেই অতি সুখেতে খাইল ॥৪৭
ভোজন উত্তর স্বর্ণথালি বাটী রাখি তথা।
বহু পরিতোষে গেল নিজ নিকেতন যথা ॥৪৮
এই দুই পুণ্যমধ্যে এক পুণ্য যদি দিবে।
সে পুণ্যপ্রভাবে তব পুত্র অরোগী হইবে ॥৪৯
এই প্রত্যাদেশ জানি দ্বিজ স্ত্রীপুত্র লইয়া।
রাজার নিকটে বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল গিয়া ॥৫০
দ্বিজবাণী শুনি রাজা যথোচিত আশ্বাসিল।
ব্রাহ্মণে আসন দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশিল ॥৫১

* পাকে—পাগে, পাগড়ীতে।

রাণীরে দ্বিজের সব কহিলেন বিবরণ।
রাণী বিবেচনা করি কহে শুন হে রাজন্ ॥৫২
এই দুই পুণ্য মধ্যে এক দিনে দ্বিজকার্য্য।
যদি হয় তবে আমি নিবেদি যে কর ধার্য্য ॥৫৩
লক্ষ গোদানের পুণ্য তব বহুতর হবে।
অভুক্ত যাচক তেমত আর কভু না পাইবে ॥৫৪
এই পরামর্শ করি রাজা বাহির হইলা।
লক্ষ ধেনুদান পুণ্য দ্বিজপুত্রে রাজা দিলা ॥৫৫
সেইপুণ্য হইতে দ্বিজ-পুত্র অরোগী হইল।
তিলভাণ্ডেশ্বরে পূজি নিজ ভবনে চলিল ॥৫৬
অতএব এ আখ্যান যেই শ্রদ্ধাতে শুনিবে।
তিলমাত্র পাপ তার কভু শরীরে নহিবে॥ ৭
আধিব্যাধিমুক্ত হৈয়া চিরকাল সুখে যাবে।
চরমে পরমপদ শিবধাম প্রাপ্ত হবে ॥৫৮
বিশ্বেশ্বর-পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব ভাবি অনুক্ষণ।
ছন্দোবন্দে তথানন্দে ভণে জয়নারায়ণ ॥৫৯ ॥*

* রাজা জয়নারায়ণের মূল অনুবাদ-গ্রন্থে এখানে ১০৩ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

[১০]

উত্তরমানসযাত্রা

যোগিয়া-রাগিণী—চৌতাল

শঙ্করী শঙ্করে কহিলেন উত্তরমানসযাত্রা।
বিস্তার করিয়া কহি প্রভু পূর্ণ কর মন মাত্রা ॥১
শঙ্কর কহেন পুন প্রিয়ে পঞ্চনদস্নানে মজি।
অর্চ্চনা তর্পণ শ্রাদ্ধ করি পঞ্চগঙ্গেশ্বর[৫৭] পূজি ॥২
বিন্দুমাধব কেশব তথা হনুমন্ত আরাধিয়া।
বংশীগোপাল লক্ষ্মীনৃসিংহ ময়ূখাদিত্য[৫৮] পূজিয়া ॥৩

(৫৭) গঙ্গেশ্বর —কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, গঙ্গাদেবী ভগীরথ সমভিব্যাহারে আনন্দ-কাননে আসিয়া চক্রপুষ্করিণীতীর্থে মিলনকালে মহাদেবের পরিগ্রহনিবন্ধন মুক্তিক্ষেত্রের পরম মাহাত্ম্য এবং তথায় শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠার লোকোত্তর ফলের বিষয় অবগত হইয়া বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বদিকে একটী মঙ্গলময় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দশহরা তিথিতে এই "গঙ্গেশ্বর" লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপরাশিও বিলুপ্ত হয়। কলিকালে ইনি গুপ্তপ্রায় থাকিবেন। (কাশীখণ্ড ৯১ অ০)

(৫৮) ময়ূখাদিত্য —ভগবান্ সহস্রকিরণ ত্রিলোকবিখ্যাত পঞ্চনদতীর্থে অবস্থানপূর্ব্বক তথায় গভস্তীশ্বর শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলাগৌরী নামে ভগবতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য পরিমাণের লক্ষ বৎসর উগ্রতর তপস্যা করায় ক্রমশঃ এতই তেজোবৃদ্ধি হয় যে, গগনমার্গ পর্য্যন্ত তাঁহার তীব্রতর ময়ূখনিচয়ই কেবল গাঢ়রূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, শরীরের কিছুমাত্রই দেখা যায় নাই। আদিত্যদেবের এতাদৃশ কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া হরপার্ব্বতী তাঁহাকে "ময়ূখাদিত্য" নামে অভিহিত করিয়া বর প্রদান করিলেন যে, রবিবারে তোমাকে দর্শন করিয়া অর্চ্চনা করিলে মানবের ব্যাধি ও দারিদ্র্য কিছুই থাকিবে না। (কাশীখণ্ড ৪৯ অঃ)

গভস্তীশ্বর মঙ্গলা-গৌরী[৫৯] পূজিবেক বিশ্বেশ্বর।
পরন্তু মুক্তিমণ্ডপে ভজি পূজা করি বিশ্বেশ্বর ।।৪
মোদাদি পঞ্চক বিনায়ক অমৃতেশ্বর[৬০] পূজিয়া।
পাপভক্ষেশ্বর পূজা করি নবগ্রহেশ[৬১] ভজিয়া ।।৫
কালকূপে[৬২] স্নান শ্রাদ্ধ করি পূজিবে কালভৈরব।
কালমাধব অর্চ্চনে নহে কালভয় অনুভব ।।৬
ঘণ্টাকর্ণতীর্থে[৬৩] স্নান পূজি ঘণ্টাকর্ণেশ্বরবর।

(৫৯) মঙ্গলাগৌরী—পঞ্চনদের সমীপে মঙ্গলাগৌরীর মন্দির। পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করিলে বন্ধ্যাস্ত্রীও পুত্র লাভ করিতে পারে।
(কাশীখণ্ড ৫৯।১২০—১২৬)

(৬০) বৃদ্ধকাল মহল্লায় প্রসিদ্ধ অমৃতকুণ্ড ও তাহারই পার্শ্বে অমৃতেশ্বরলিঙ্গ।

(৬১) নবগ্রহেশ—দণ্ডপাণি ও ভৈরবনাথের মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির: এখানে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহ মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। এখানে নবগ্রহেশ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বারাণসীতে এখন এই একমাত্র নবগ্রহ-মন্দির দৃষ্ট হয়।

(৬২) কালকূপ—কালভৈরবের অনতিদূরে কালভৈরব বা কালকূপ। এই তীর্থে স্নান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। (কাশীখণ্ড ৩১।১৯) এই কূপটী এমনি ভাবে অবস্থিত যে, ঠিক্ মধ্যাহ্নের সময় সূর্য্যরশ্মি ইহার জলমধ্যে পতিত হয়, সেই সময়ে অনেকে অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ এই কালকূপ দর্শনে আসিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্যাহ্নালোকে ঐ কূপের জলে যে ব্যক্তি আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে না পায়, ৬ মাস মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়। কালকূপের নিকটেই মহাকাল ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে।

(৬৩) ঘণ্টাকর্ণ—কাশীদেবীর মন্দিরের অনতিদূরে ঘণ্টাকর্ণতলাও। কাশী-ইহাই ঘণ্টাকর্ণহ্রদ বা ঘণ্টাকর্ণতীর্থরূপে বর্ণিত। ঘণ্টাকর্ণহ্রদের তীরে ঘণ্টাকর্ণ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘণ্টাকর্ণেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। (কাশীখণ্ড ৫৩।৩২-৩৪)

সপ্তসাগরে স্নানাদি করি ব্যাসেশ্বর[৬৪] জ্যেষ্ঠেশ্বর[৬৫] ॥৭
শ্রীশিবাসেশ্বর ব্যাঘ্রেশ্বর[৬৬] আষাঢ়ীশ ভীমনাট।
পূজি পিতৃকুণ্ডে স্নান শ্রাদ্ধ পিত্রীশ্বরে পূজাপাঠ ॥৮

(৬৪) বেদব্যাসেশ্বর—ঘণ্টাকর্ণহ্রদের তীরে বেদব্যাসেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরে বেদব্যাস মূর্ত্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শ্রাবণ মাসে ঘণ্টাকর্ণহ্রদ ও এই সকল মন্দির দর্শনার্থ বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।

(৬৫) জ্যেষ্ঠেশ্বর—ভক্তবৎসল মহেশ্বর দিবোদাসের চক্রে বারাণসী ত্যাগ করিয়া মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিলে মহাতপা জৈগীষব্য মুনি পানাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ন মনে এক গুহা মধ্যে অবস্থান করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবেশ্বর বিশ্বেশ্বরের পুনরাগমন না হইলে জলকণা পর্য্যন্তও গ্রহণ করিব না। এ কারণ সর্ব্বজ্ঞ বিভু বারাণসীতে পুনর্ব্বার পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে জৈগীষব্যের গুহাসান্নিধ্যে গমন করেন এবং তথায় "জ্যেষ্ঠেশ্বর" নামক লিঙ্গরূপে আপনিই প্রাদুর্ভূত হন। জ্যৈষ্ঠমাস সোমবার শুক্ল-চতুর্দ্দশী তিথিযুক্ত অনুরাধা নক্ষত্রে জৈগীষব্য-গুহায় জ্যেষ্ঠেশ্বরের যাত্রা করা উচিত, কেননা সেই দিবসেই দেবদেব মহাদেব ঐস্থানে গিয়া লিঙ্গরূপে অবস্থান করেন। এই লিঙ্গদর্শনে মানবের শতজন্মার্জ্জিত পাপ, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় বিদূরিত হয়। (কাশীখণ্ড ৬৩ অ०)

(৬৬) ব্যাঘ্রেশ্বর—কাশীখণ্ড-মতে, বিশ্বেশ্বর তপোধনগণের উপদ্রব নিবারণের জন্য জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তর দিকে "ব্যাঘ্রেশ্বর" নামক লিঙ্গ মধ্যে বিরাজিত আছেন। যখন দানবকুলতিলক প্রহ্লাদের মাতুল দুন্দুভি নিহ্রাদনামা দুষ্ট দৈত্য ব্যাঘ্ররূপে কাশীস্থ বহুতর সৎকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া একদিন চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবরাত্রিব্রতাবলম্বী, মহেশ্বর-সাক্ষাৎকারে দৃঢ়চিত্ত, অস্ত্রমন্ত্র সংরক্ষিত ধ্যানাবস্থিত ভক্ত ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিল, তখন সর্ব্বগত ঈশ্বর দুষ্ট দৈত্যের দুরাশয় জানিতে পারিয়া ঐ ভক্তপ্রপূজিত লিঙ্গ মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ব্যাঘ্ররূপী দৈত্যকে কক্ষাযন্ত্রে নিপীড়িত করায় সে গগনতলব্যাপী বিকট শব্দ করিতে লাগিল, তখন তপোধনগণ সহসা বিস্মিতচিত্তে সেই শব্দানুসরণ করিয়া তথায় আসিয়া ব্যাঘ্রকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহাদেবের যথেষ্ট স্তব করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে "হে

মাতৃকুণ্ডে স্নান শ্রাদ্ধ করি মাত্রীশ্বর পূজা করি।
পিশাচমোচনে[৬৭] স্নায়ী হৈয়া কপদ্দীশার্চ্চনা[৬৮] চরি॥৯

জগদ্‌গুরো! বিশ্বত্রাতঃ! বিশ্বেশ্বর! আপনি এই "ব্যাঘ্রেশ্বর" রূপেই জ্যেষ্ঠস্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগের সর্ব্বোপদ্রব নিবারণ করুন।" চন্দ্রবিভূষণ দেবদেব মহাদেব তাঁহাদের স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় রহিয়া গেলেন। এই লিঙ্গের পূজা করিয়া স্থানান্তর গমন করিলেও চৌর, দস্যু বা ব্যাঘ্রাদি ভীতি থাকে না; ইহাঁকে স্মরণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও জয়লাভ হয়। (কাশীখণ্ড ৬৫ অঃ)

(৬৭) পিশাচমোচন-তীর্থ—বারাণসীর পশ্চিমে নগরসীমার বাহিরে পিশাচ-মোচন-তীর্থ। ইহা একটি প্রাচীন তীর্থ। কূর্ম্মপুরাণেও এই তীর্থের উল্লেখ আছে; (পূর্ব্বভাগে ৩২।২) প্রায় কাশীযাত্রীমাত্রেই এই তীর্থ দর্শনে আসিয়া থাকেন।

কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—কোন সময়ে এক পিশাচ জোর করিয়া কাশীতে আসে, অপরাপর দেবতারা তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। শেষে কাল-ভৈরব পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। শেষে ভৈরবনাথ পিশাচের মুণ্ড লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিশাচ দেহহীন বটে, কিন্তু তখন তাহার জীবন বা বাক্‌শক্তি হারায় নাই; সে বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যেন কাশী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া না হয়, তাহার এই মাত্র অনুরোধ। আশুতোষ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। অব-শেষে সেই পিশাচ পুনরায় প্রার্থনা করিল যে, যেন বিশ্বেশ্বর অনুমতি করেন, গয়া-যাত্রিগণ প্রথমে তাহাকে দর্শন না করিয়া গয়াযাত্রা করিতে না পারে। বিশ্বেশ্বর তাহাই অনুমতি করিলেন। তদনুসারে এখনও অনেক যাত্রী প্রথমে এই পিশাচ-মোচন দর্শন করিয়া তবে গয়ায় গমন করে। কালভৈরব এই তীর্থে পিশাচের মুণ্ড নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম পিশাচমোচন। এখানে প্রতি বর্ষে অনেকগুলি মেলা হয়, তন্মধ্যে 'লোটাভণ্টা' নামক মেলাই প্রধান।

পিশাচমোচন ঘাট কিয়দংশ মীরাবাই ও কিয়দংশ গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পাথর দিয়া বাধান হয়। ঘাটের দক্ষিণাংশে প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে রাজা শিবশঙ্কর ও উত্তর অংশ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রাজা মুরলীধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হ।

(৬৮) কপর্দ্দীশ -কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাশুপতব্রত বাল্মীকি

গণেশ বাল্মীকেশ্বর পূজি বক্রকুণ্ডে[৬৯] করি স্নান।
শিবগঙ্গা পূজি জম্বুতীর্থে করি স্নান পিণ্ডদান ॥১০
শ্রীজম্বুকেশ্বর পূজা করি মন্দাকিনীতে স্নানাদি।
শ্রীমধ্যমেশে করি পূজা হংসতীর্থে স্নানবিধি ॥১১
হংসেশ্বর কৃত্তিবাসেশ্বর রত্নেশ্বর[৭০] মানকেশ।
অপমৃত্যুহরেশ্বর[৭১] পূজি বৃদ্ধকালকূপ শেষ ॥১২

নামক মুনি কপর্দ্দীশ লিঙ্গের আরাধনার ফলে স্বয়ং নির্ব্বাণপদ লাভ করেন এবং তীর্থস্থানে পরিগ্রহ হেতু পিশাচযোনিপ্রাপ্ত গোদাবরীতট-সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান-নামক জনপদবাসী কোন ব্যক্তির ললাটে বিভূতি প্রদান দ্বারা তাহাকে তীর্থবারি স্পর্শনক্ষম করিয়া নির্ব্বাণ পদবীতে আরোহণ করাইয়াছিলেন। (কাশীখণ্ড ৫৩ অঃ)

(৬৯) বর্ত্তমান নাম বড়িয়াকুণ্ড ?

(৭০) রত্নেশ্বর—আলমগিরি মস্‌জিদের নিকটই রত্নেশ্বরের পবিত্র মন্দির। গিরিরাজ হিমালয় জামাতাকে নিতান্ত দরিদ্র জানিয়া বহুবিধ রত্ন সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীকে দেখিতে আসেন। এখানে আসিয়া কাশীর তদপেক্ষা অসংখ্য ঐশ্বর্য্য-সন্দর্শনে বিষম লজ্জিত হইয়া হরপার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া সেই রত্নরাশি কালভৈরবের উত্তরভাগে রক্ষা করেন। ঐ সকল বহুবিধ রত্নে মণ্ডিত হইয়া এই লিঙ্গের অধিষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া ইঁহার নাম রত্নেশ্বর। দেবী পার্ব্বতীর আদেশে তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত রাশীকৃত সুবর্ণ দ্বারা গণসমূহকর্ত্তৃক রত্নেশ্বরের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। যে ব্যক্তি এই রত্নেশ্বরকে নমস্কার করিয়া দেশান্তরেও কালগ্রাসে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি শতকোটিকল্পেও স্বর্গচ্যুত হয় না। (কাশীখণ্ড) প্রায় সত্তর বর্ষ পূর্ব্বে এই মন্দিরের ভিত্তি-খনন কালে মৃত্তিকা হইতে মণিরত্ন বাহির হইয়াছিল।

(৭১) অপমৃত্যুহরেশ্বর—বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে অপমৃত্যু-হরেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। এখন 'অমৃতেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তের বিশ্বাস এই অমৃতেশ্বর লিঙ্গ অল্পায়ু মানবকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়া থাকেন। সেই জন্য বিস্তর তীর্থযাত্রী এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে আইসেন।

তথা স্নান পিণ্ডদান করি বৃদ্ধকালেশ্বরে পূজি ।
ঈশ্বরী গঙ্গাতে স্নান করি অগ্নিধ্রেশ্বরে ভজি ॥১৩
যাগেশ্বরে[72] পূজা করি নব কর্কোটবাপী যাইবে ।
তথা স্নান পিণ্ডদান করি শ্রীনাগেশ্বর[73] পূজিবে ॥১৪
বাগীশ্বরী[74] দেবীপূজাচরি বর্করিকুণ্ডে[75] স্নানাদি ।
উত্তরার্ক সুমন্ত সুলক্ষণার্চ্চন করি যথাবিধি ॥১৫

(৭২) যাগেশ্বর—বারাণসীর ঈসানগঞ্জ মহল্লায় বিখ্যাত যাগেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত প্রদক্ষিণা আছে। মন্দির মধ্যে অনেক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের কারিগরি মন্দ নয়, দেখিবার জিনিষ।

(৭৩) নাগেশ্বর - যোগেশ্বরের কিছু দূরে ঈসানগঞ্জ মহল্লার পাশেই 'নাগকুঁয়া মহল্লা' বারাণসীর প্রাচীন অংশ বলিয়া গণ্য। এখানকার সুপ্রাচীন 'নাগকূপ' নামক তীর্থ হইতেই এই অঞ্চল ঐ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাশীখণ্ডের মতে, নাগপঞ্চমীর দিন এখানে নাগরাজের পূজা করিলে আর কখন সর্পভয় থাকে না। শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে একজন রাজা নাগকূপের চারিদিক্ পাথরে বাঁধাইয়া পুনঃসংস্কার করিয়া দেন। ঘাটটী উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এই প্রাচীরেরই এক কোণে সিঁড়ির ধারে তিনটী সর্পমূর্ত্তি এবং একটী কুঠরী মধ্যে সর্পবেষ্টিত নাগেশ্বর-লিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

(৭৪) বাগীশ্বরী—নাগকূপের কিছু দূরে বাগীশ্বরী দেবীর মন্দির; ঐ দেবী-মূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্ম্মিত, শিরে বৃহৎ মুকুট-ভূষিত এবং সিংহোপরি অবস্থিত। মন্দিরটীও দেখিবার যোগ্য, ইহার বারান্দায় নানা বর্ণের দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত। মন্দিরের এক কোণে আমেঠিরাজ-প্রদত্ত একটী পাথরের সিংহমূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি ও নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে।

(৭৫) বর্করিকুণ্ড—বারাণসীর উত্তরপশ্চিম কোণে আলীপুর মহল্লায় বকরীয়া-কুণ্ড, কাশীখণ্ডে তাহাই বর্করী বা ছাগকুণ্ড নামে বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডটী দৈর্ঘ্যে ৩৬৬ হাত ও প্রস্থে ১৮৩ হাত। কুণ্ডের চারিদিকে বিধ্বস্ত পুরাকীর্ত্তির প্রভৃত নিদর্শন পড়িয়া আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটীমাত্র উল্লেখ করা গেল।

মৎস্যোদরীতে[৭৬] স্নানাদি করি মৎস্যেশ প্রণবেশ্বর।
পূজিয়া পাপমোচন গিয়া স্নানাদি করিবে নর ॥১৬

রাজঘাটের রাস্তা হইতে বকরীয়াকুণ্ডের ভগ্নাবশেষ দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। কুণ্ডের উত্তরাংশে অতি উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে, স্তূপের শিরোভাগে বড় বড় শিলাখণ্ড পড়িয়া আছে। পশ্চিমাংশেও নানা চিহ্নাঙ্কিত উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড-লম্বিত ছাদ দেখিতে পাইবে। ঐ সকল অবলম্ব শিলা সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ-সংলগ্ন খোদিত শিলাসমূহের অনুরূপ। এই ছাদের অধোভাগে পাথরের দেওয়াল দেওয়া আরও দুইখানি ছোট ছাদ আছে। ইহার আয়তন ২৬৭ ফিট্। দেখিলেই প্রাচীন সঙ্ঘারাম বলিয়া মনে হইবে। স্তূপের উপর রক্ষিত সেই প্রাচীন প্রস্তর-গৃহে এখন মুসলমানের বাস। এইরূপ কুণ্ডের নিকটে ও অনতিদূরে বহু স্থান ব্যাপিয়া শিলাময় গৃহাদির বহু ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ঐ সকল প্রস্তর গৃহের মধ্যে পাথরের পর্দা দেওয়া আছে, তাহাই গবাক্ষস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এখানকার কুণ্ডের সর্ব্বপূর্ব্বাংশে এখনও একটী প্রাচীন চৈত্য দৃষ্ট হয়। ইহার বহু শিল্প-নৈপুণ্যযুক্ত স্তম্ভশ্রেণী, শিলাময় সুদৃশ্য গবাক্ষ, নয়নমনোহর চন্দ্রাতপ এখনও প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের পরিচয় দান করিতেছে। চৈত্যমধ্যে প্রবেশ করিলে স্তম্ভ-সারির মধ্যস্থলে বজ্রাসন বা সিংহাসন নয়নগোচর হয়। ঐ বজ্রাসন বা সিংহা-সনের উপর যে বুদ্ধদেবের সুবৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহা দেখিলেই মনে হইবে, বারাণসীর নানা স্থানে যে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। মুসলমানেরা এই প্রাচীন চৈত্যশিরে স্তম্ভ গাঁথিয়া মসজিদ করিয়াছে, প্রাচীনাংশের তুলনায় মুসলমানী কারুকার্য্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়।

(৭৬) মৎস্যোদরীতীর্থ—কামেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট প্রাচীন মৎস্যোদরতীর্থ ছিল। শিবপুরাণাদিতে এই প্রাচীন তীর্থের উল্লেখ আছে। মৎস্যোদরীতীর্থে স্নান করিলে মানবের গর্ভযন্ত্রণা থাকে না। (কাশীখণ্ড) এই তীর্থের এখন চিহ্নমাত্র নাই, প্রায় ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে কোন সাহেব ইহা ভরাট করিয়া দেন। পূর্ব্বে অনেক তীর্থযাত্রী এখানে স্নান করিতে আসিত। তীর্থলোপের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রিসংখ্যারও হ্রাস হইয়াছে। মৎস্যোদরীর পার্শ্বে মৎস্যেশের ভগ্নমন্দির। উহা এক্ষণে পরিত্যক্ত।

পরে কপালমোচন[৭৭] স্নায়ী শ্রীকুলস্তম্ভ[৭৮] পূজিবে।

(৭৭) কপালমোচন—কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—'পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চ-মুখ ছিল, কালভৈরব তাহার পঞ্চম মস্তক ছেদন করেন। এই ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপ অপনয়নের জন্য তিনি কাপালিক ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সেই কপাল হস্তে করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও সেই কপাল বিমুক্ত হইল না। কি আশ্চর্য্য! কালভৈরব কাশীতে প্রবেশ করিবার মাত্র তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল নিপতিত হইল, ব্রহ্মহত্যাও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। যে স্থানে সেই কপাল পতিত হইয়াছিল, তাহাই কপালমোচন-তীর্থ নামে খ্যাত। (কূর্ম্মপু০ ৩৪।১৮)

রাজঘাট-কেল্লা হইতে গোরাবারিকে যাইবার রাস্তার উত্তরে অর্দ্ধক্রোশের কিছু দূরে কপালমোচনতীর্থ, ইহা ভৈরব্‌-কা-তলাও নামেও পরিচিত। এই সরোবরের তলদেশ পর্য্যন্ত সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়া বাঁধান। সরোবরের উত্তরপাড়ে একটী পাথরের ছত্র, তাহার উপর ৬ হাত উচ্চ ও ২ হাত মোটা একটি 'লাট' বা শিবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভক্তগণের পাপতাপ দূর করিবার জন্যই যেন কাল-ভৈরব এই তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন।

(৭৮) কুলস্তম্ভ—উপরে কপালমোচন-তীর্থ-প্রসঙ্গে যে লাট বা শিবস্তম্ভ উক্ত হইয়াছে, তাহাই কাশীমাহাত্ম্যে 'কুলস্তম্ভ' নামে বর্ণিত।

"কপালমোচনে তীর্থে স্নাত্বা নিত্যং প্রযত্নতঃ।
কুলস্তম্ভং সমালিঙ্গ্য পাতকান্মুচ্যতে নরঃ॥" (কাশীমা০)

অর্থাৎ নিত্য কপালমোচনতীর্থে স্নান করিয়া যত্নপূর্ব্বক কুলস্তম্ভ আলিঙ্গন করিলে পাপ হইতে মানব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক পুথিতে দেখা যায়, যে বৌদ্ধগণ বারাণসীর লিঙ্গসমূহ নষ্ট করিয়া তীর্থসমূহ লোপ করিয়া ফেলে। অবশেষে রাজা বিক্রমার্ক কাশীখণ্ড অবলম্বন করিয়া তীর্থসমূহের পুনরুদ্ধার করেন। তিনিই এই কুলস্তম্ভের স্থাপনকর্ত্তা। কুলস্তম্ভরক্ষার জন্যই ইহার নানাদিকে তাঁহারই যত্নে ৮টী ভৈরবমূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়াছিল। (ভ০ ব্রহ্মখণ্ড ৫৩।২১-২৩) কাশীখণ্ডে এই কুলস্তম্ভের উল্লেখ নাই।

ব্রহ্মখণ্ডকার বিক্রমাদিত্যকে কুলস্তম্ভপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রকাশ করিলেও ইহার

ঋণমোচন ঐতর্মী তথা বৈতর্মী স্নান করিবে॥১৮

গঠন ও নির্ম্মাণ-প্রণালী অবলোকন করিলে, ইহা একটী অতি প্রাচীন লাট বলিয়া মনে হইবে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে অশোকের যে লাট বাহির হইয়াছে, এই লাটটী অনেকাংশে সেই ধরণের। তবে কি এটীও অশোকের লাট? চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ ৎসিয়াংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বারাণসীর উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত মৃগদাব বিহারে আগমন করেন। এই বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে তিনি সম্রাট্ অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ ও স্তম্ভ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। (La vie de Hiouen Thsang, par Stanislas Julien, p.133) মৃগদাবের বর্ত্তমান নাম সারনাথ। এখানে এখনও বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধস্তূপের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু অশোকপ্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন স্তম্ভের আর নিদর্শন পাওয়া যায় না। অধিক সম্ভব, বিক্রমশালী কোন হিন্দু নরপতি সেই প্রাচীন বৌদ্ধস্তম্ভ কপালমোচনে আনিয়া হিন্দুকীর্ত্তিস্বরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাহাই কুলস্তম্ভ বা শিবের লাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি, কাশীখণ্ডে অনুক্ত তিলভাণ্ডেশ্বর মূর্ত্তিটীও এইরূপ একটী অশোকের লাট বলিয়া অনেকের ধারণা। যাহা হউক, কুলস্তম্ভ যে কারণে যে নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, কাশীবাসী হিন্দুর বিশ্বাস, এই কুলস্তম্ভই হিন্দুধর্ম্মের মূলস্তম্ভস্বরূপ। যতদিন এই স্তম্ভ অটুট ও অক্ষয় থাকিবে, ততদিন কাশীধামে হিন্দুধর্ম্ম দেদীপ্যমান রহিবে। এই কুলস্তম্ভ ভূমিসাৎ হইলে আর জাতিধর্ম্ম থাকিবে না, সমস্তই একাকার হইয়া যাইবে; এই কারণে এখানকার পাণ্ডাগণ অতি সাবধানে এক কুলস্তম্ভ রক্ষা করিয়া থাকেন। এখানকার প্রাচীনেরা সকলেই বলিয়া থাকেন, এই সময় এই স্তম্ভ বর্ত্তমান অপেক্ষা দ্বিগুণ আয়তন ছিল, হিন্দু মুসলমানের বিবাদে মুসলমান কর্ত্তৃক ইহার আয়তন খর্ব্বীকৃত হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমানে বিবাদ সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী শুনা যায়,—আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের প্রদক্ষিণার মধ্যে কুলস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, দেবদ্বেষী অরঙ্গজেব বাদসা উক্ত মন্দিরধ্বংস করিয়া তথায় মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিস্ময়জনক শিল্পনৈপুণ্যময় স্তম্ভের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, মসজিদের শোভা

হইবে ভাবিয়া পূর্ব্বাবস্থায় স্তম্ভটী রাখিয়া দিয়াছিলেন। মস্‌জিদের সীমার ভিতর হইলেও হিন্দুগণ আসিয়া যথারীতি তাহার অর্চ্চনাদি করিয়া যাইতেন। মুসলমানেরাও সুবিধামত পূজাদর্শনীর ভাগ লইতেন। হিন্দুদিগের হৃদয়ে তাহা কিন্তু অসহ্য বোধ হইত ক্রমে এই বিদ্বেষানল প্রধূমিত হইয়া জ্বালাময়ী বিভীষিকার সূত্রপাত করিল। প্রায় শতবর্ষ হইতে চলিল, মহরমের সময়ে হিন্দদিগের হোলিপর্ব্ব পড়িল, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তখন ধর্ম্মোন্মত্ত, নানাস্থানে উভয়দলে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছিল। অবশেষে মুসলমানেরা প্রতিশোধ লইবার জন্য উক্ত স্তম্ভের কতকটা ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় আনিয়া ফেলিয়া দিল। তাহাদের এই বিসদৃশ ব্যবহারে কাশীবাসী হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। শত শত নররক্তে কাশীধাম অতিরঞ্জিত হইয়াছিল। কুলস্তম্ভ ভূমিসাৎ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত ও সবই একাকার হইবে। এই ভাবিয়া বৃদ্ধ ও নারীগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ কএকটী মস্‌জিদ ধূলিশায়ী করিয়া মুসলমানদিগের হৃদয়ে বিজাতীয় প্রতিহিংসা প্রজ্বালিত করিয়াছিল। তাহারাও কেবল স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া নিরস্ত হইল না, কএকটী গোহত্যা করিয়া গোরক্তে হিন্দু দেবালয় কলুষিত করিল। স্তম্ভভঙ্গ, গোহত্যা ও দেবালয়ের এতাদৃশ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া সকলেই ভাবিল, বারাণসীর মাহাত্ম্য বুঝি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। বিশ্বেশ্বর বুঝি আজ কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কাশীস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, পরমহংস, দণ্ডী, যতি ও সাধু প্রভৃতি শতশত ধর্ম্মভীরু হিন্দুগণ যেন গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন ; কেহ ভস্ম মাখিয়া, কেহ বা অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় পাপপুরী পরিত্যাগ করিবার জন্য পতিতপাবনী জাহ্নবীর কোলে আশ্রয় লইলেন : অনেকেই আর তীরে উঠিলেন না, জাহ্নবীগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলেন। চারিদিকেই হাহাকার পড়িয়া গেল, কাশীর ইতিহাসে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা কেহ আর কখন দেখে নাই বা শুনে নাই। এমন কি সন্তপ্ত ভক্তগণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাশীর সর্ব্বপ্রধান ইংরাজরাজ-কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ দিয়া-

কাপিলতীর্থে[১৯] স্নানাদি করি পূজি বৃষধ্বজেশ্বর।

ছিলেন যে, উপযুক্ত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও পূজাদি সম্পন্ন করিলে বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া আবার ফিরিয়া আসিবেন, কাশীর সমস্ত অরিষ্ট দূর হইবে, ভবিষ্যতে যাহাতে কোনরূপে ম্লেচ্ছহস্তে অত্যাচার না ঘটে, রাজপুরুষগণ তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। (Buyer's Recolletions of Northern India. দ্রষ্টব্য)

এইরূপে গোলযোগ মিটিলে কুলস্তম্ভের অবশিষ্টাংশ কপালমোচনতীরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল ; এমন কি বিধর্ম্মীর দর্শন হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্তম্ভের উপর একটী তামার ঢাকনি দেওয়া হইল। কুলস্তম্ভের প্রতিষ্ঠার দিন উপলক্ষ করিয়া প্রতিবর্ষে মহাসমারোহে কপালমোচনতীরে মেলা বসিত ; সহস্র সহস্র যাত্রী আসিয়া কুলস্তম্ভের পূজা দিত। এখন কিন্তু আর সেরূপ মেলা বসে না, যাত্রীর সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। এস্থান একরূপ পরিত্যক্ত বলিলেও হয়।

(১৯) কাপিলতীর্থ—কাশীখণ্ডে অবগত হওয়া যায় যে, গরুড়মুখে দিবোদাসের কাশীত্যাগবার্ত্তা শুনিয়া কাশীপতি বিশ্বনাথ সত্বরগমনে মন্দরপর্ব্বত হইতে স্বক্ষেত্রে আগমন করিয়া সূর্য্য, বিষ্ণু, গণপতি প্রভৃতির সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় গোলকধাম হইতে সুনন্দা, সুমনা, সুশীলা, সুরভি ও কপিলা নামে মহাপাপধ্বংসিনী পঞ্চধেনু তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহেশ্বরের বাৎসল্যময় দৃষ্টিপাতে ঐ সকল স্বর্গীয় ধেনুর স্তন হইতে অবিরতধারে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে একটী সুবৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন হইল। দেবেশ্বর মহাদেব স্বয়ং এই হ্রদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহাকে "কাপিলতীর্থ" নামে অভিহিত করিলেন। অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে ত্রিভুবনস্থ তীর্থনিচয় এই কাপিলতীর্থে অধিষ্ঠিত হয়, ঐ সময়ে ইহাতে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে পিতৃপুরুষ ও অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ সম্যক্ পরিতৃপ্ত হন, অনন্তর আর গয়া বা পুষ্করাদিতে গিয়া শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন থাকে না। যে সকল পিতৃগণ স্বীয় পুণ্যফলে দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখানকার শ্রাদ্ধফলে তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। শিবের উক্তি যে এই তীর্থ সত্যযুগে ক্ষীরময়, ত্রেতায় মধুময়, দ্বাপরে ঘৃতময় ও কলিতে জলময় হইবে ; যদিও এই তীর্থ পঞ্চক্রোশীর বাহিরে স্থিত, তথাপি আমার সন্নিধিপ্রযুক্ত ইহা বারাণসী হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গণনীয় হইবে। (কাশীখণ্ড ৬২ অঃ)

পরন্তু জ্বালানৃসিংহ পূজি খড়গবিনায়কবর ॥ ১৮
বরণাসঙ্গমে স্নান শ্রাদ্ধ করি পূজে সঙ্গমেশ।
ব্রহ্মা শ্রীআদিকেশব[৮০] ভজি প্রহ্লাদতীর্থ বিশেষ ॥ ১৯
প্রহ্লাদেশ্বর[৮১] করিয়া পূজা পিলপ্পিলা তীর্থে স্নান।
পিণ্ডদান করি ত্রিলোচনে[৮২] করিবে পূজা বিধান ॥ ২০

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে যে, এখানে আজও এক অপূর্ব্ব কৌতুক দৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্নকালে এখানকার জলমধ্য হইতে কপিলার রব ও শঙ্খবাদ্য শুনা যায়।

(৮০) আদিকেশব—ভগবান্ গরুড়ধ্বজ লক্ষ্মীদেবী ও গরুড়ের সহিত কাশীর উত্তর-ভাগে পরমপবিত্র গঙ্গা ও বরণার সঙ্গমস্থলে (পাদোদকতীর্থে) নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া নিজে সর্ব্বব্যাপিনী মূর্ত্তি সংহারপূর্ব্বক এক প্রস্তরময় সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেই প্রথমে তাঁহাকে পূজা করেন। এই মূর্ত্তির উপাসনা করিলে মানবগণ বৈকুণ্ঠকেও নিজ গৃহাঙ্গনের স্বরূপ অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়। (কাশীখণ্ড ৫৮ অঃ)

এই আদিকেশবের নিকট গঙ্গা ও বরণার সঙ্গম। ভাদ্রমাসে শুক্ল দ্বাদশীতে এখানে বামনোৎসব হইয়া থাকে। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে, এই আদিকেশবের নিকট ভাগীরথীর তটে রাজা বরণারের প্রাসাদ ছিল। যবনের পীড়নে রাজ্যসম্পদসহ তিনি রসাতলগামী হইয়াছিলেন।

(৮১) রাজঘাটের দক্ষিণে অনতিদূরে প্রহ্লাদঘাট, ইহাই প্রাচীন প্রহ্লাদ-তীর্থ। এখান হইতে কাশীধামের সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে।

(৮২) ত্রিলোচন—ত্রিলোচন শিবের মন্দির ছাড়াইয়া কিছুদূরে ত্রিলোচনঘাট, এখানেও শিল্প ও কারুকার্য্যশোভিত সুন্দর দেবালয় আছে। এই সকল দেবালয়ের ভিতরে বাহিরে চারিদিকেই অনেক শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছে।

ত্রিলোচনঘাটের প্রাচীন নাম "পিলিপিলা তীর্থ"; কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা নদী যেখানে হাস্য করিতেছেন, সেই পিলিপিল্লা তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে, তাহার

মহাদেব-৩ পৃঃ গৌরীতীর্থে স্নানাদি করিয়া নর।

আর গয়ায় যাইবার প্রয়োজন কি? পিলিপিলাতীর্থে স্নানান্তে পিণ্ডপ্রদান করিয়া ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে, কোটিতীর্থদর্শনের ফললাভ হয়। (কাশীখণ্ড)

বারাণসীর মধ্যস্থলে ত্রিলোচনের প্রাচীন মন্দির। কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—"যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু প্রত্যহ সহস্রপুষ্প দিয়া শিবের পূজা করিতেন। একদিন বিষ্ণু শিবপূজায় নিরত, এমন সময় শিব তাঁহার একটী ফুল তুলিয়া রাখেন। তৎপরে বিষ্ণু পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় একে একে ৯৯৯টী ফুল দেবোদ্দেশে অর্পণ করিলেন; শেষে দেখিলেন, একটী ফুল নাই। কি করেন, অবশেষে ভগবান্ আপনার একটী নেত্রকমল উৎসর্গ করিলেন। শিবের কপালদেশে সেই নেত্রটী পড়িবা মাত্র তাঁহাতে তিন চক্ষু হইল এবং তিনি ত্রিলোচন নামে বিখ্যাত হইলেন।"

ত্রিলোচনের বর্ত্তমান মন্দির পুণাবাসী নাথুবালা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটী নিতান্ত প্রাচীন না হইলেও এখানে যে সকল দেবমূর্ত্তি আছে, তাহাদের আকৃতি দর্শনে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাশীখণ্ডের মতে,—"ত্রিভুবন মধ্যে বারাণসীপুরীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই বারাণসী হইতে প্রণবেশ্বরলিঙ্গ এবং প্রণবেশ্বর হইতেও এই ত্রিলোচনলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। মহেশ্বর কলিকালে ত্রিলোচনের মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।" (কাশীখ০ ৬৭।১৫৫, ১৬৮)

ত্রিলোচন মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে বিবিধ দেবদেবী মূর্ত্তি দর্শনে নয়ন ও মন আকৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের মোহন (বারেন্দা) লালবর্ণ আটটী থামের উপর স্থাপিত; ইহার ছাদ বিবিধ চিত্রে চিত্রিত। মোহনে বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে। প্রবেশদ্বারের পার্শ্বদেশে একটী বৃহৎ শ্বেতপ্রস্তরের বৃষভ-মূর্ত্তি। এখানে গণেশাদি দেবমূর্ত্তি ব্যতীত শিখগুরু নানক শাহের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। এখানকার নরক ও মৃত্যু-নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার। পাপী মানবগণ কিরূপে দণ্ডিত হয়, কাল-নদীর পরপারে যাইবার জন্য মানব কেমন ব্যাকুল, তাহার সুন্দর চিত্র এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৮০) মহাদেব বা আদিমহাদেব—ত্রিলোচনঘাটের নিকট আদিমহাদেবের

পূজিয়া গোপ্রক্ষেশ্বর যমতীর্থে[৮৪] পূজে যমেশ্বর ।।২১
হরিশ্চন্দ্রেশ পর্ব্বতেশ্বর মহেশ্বর পূজি তথা।
সিদ্ধবিনায়ক পূজা করি মণিকর্ণিকা সর্ব্বথা ।।২২
স্নান পিণ্ডদান করি পূজে শ্রীমণিকর্ণিকেশ্বর।
পূজিবে স্বর্গদ্বারেশ তথা মোক্ষদ্বারেশ্বরবর ।।২৩
সপ্তাবরণ বিনায়ক ঢুণ্ডিরাজে পূজা শেষ।
জ্ঞানবাপীতে[৮৫] স্নানাদি করি জ্ঞানেশ্বর নন্দিকেশ ।।২৪

এক স্বতন্ত্র মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রাচীন ব্যাসাসন দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ, সেই ব্যাসাসনে বসিয়া বেদব্যাস বেদ পাঠ করিতেন।

আদিমহাদেবের মন্দিরের নিকট পার্ব্বতেশ্বরীর মূর্ত্তি বিরাজিত। পূর্ব্বতন পার্ব্বতেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট হয়। গোরজি নামক একজন বিখ্যাত গুজরাটী ব্রাহ্মণ কাশীখণ্ড আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও তীর্থ সকল উদ্ধার করিতে চেষ্টা পান, তিনিই প্রাচীন পার্ব্বতেশ্বরীর মূর্ত্তির অনুসন্ধান না পাইয়া তাহার স্থানে বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

(৮৪) যমতীর্থ—কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, চতুর্দ্দশীতিথি ও ভরণীনক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারে যমতীর্থে স্নান করিয়া তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের জন্য আর গয়াশ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতা থাকে না এবং পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, ঐ তিথি বার নক্ষত্র যে দিন একত্র হয়, সেইদিন পিতৃগণ আশা করিয়া থাকেন—অস্মদীয় কুলোৎপন্ন কোন মহামতি যমতীর্থে স্নান করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য তিলদ্বারা তর্পণ করিবে? এই কালে যদি আমরা কাশীক্ষেত্রে যমতীর্থে শ্রাদ্ধভাগী হই, তবে গয়ায় বা ভূরিদক্ষিণ শ্রাদ্ধে কি প্রয়োজন? (কাশীখণ্ড ৫১ অঃ)

(৮৫) জ্ঞানবাপী—বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে জ্ঞানবাপী' নামক পবিত্র কূপ। শিবপুরাণে এই কূপ "বাপীজল" নামে বর্ণিত হইয়াছে।

রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশূল দ্বারা এখানকার ভূমি খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্ম্মাণ

তারকেশ মহাকালেশ্বর মোদাদি পঞ্চগণেশ।
মুক্তিমণ্ডপ জ্ঞানমণ্ডপ শৃঙ্গারমণ্ডপ শেষ॥২৫

করেন। সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবী অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইল এবং সেই জলে বসুন্ধরা আবৃত হইল। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশানদেব তাহার সহস্র কলস জল লইয়া জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বেশ্বররূপী মহালিঙ্গকে স্নান করাইলেন। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর রুদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দিলেন। যাহারা শিবশব্দের অর্থ চিন্তা করে, তাহারা শিবশব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলিয়া থাকে, সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এখানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এজন্য এই তীর্থ "জ্ঞানোদ" নামে বিখ্যাত হইবে। এই তীর্থ স্পর্শ করিলে সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয়। স্পর্শ ও আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হয়। ইহার নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভ জ্ঞানতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ এবং ইহাই প্রকৃত মোক্ষতীর্থ। এই তীর্থজলে শিবলিঙ্গকে স্নান করাইলে, সর্ব্বতীর্থের ফললাভ হয়। জ্ঞানস্বরূপ আমিই এখানে দ্রবমূর্ত্তি হইয়া জীবগণের জড়তাবিনাশ ও জ্ঞানোপদেশ করিতেছি। (কাশীখ° ৩৩অ:)

দণ্ডনায়ক সেই জ্ঞানবাপীর জল দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয় সর্ব্বদা দুর্ব্বৃত্তগণের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। মহাদেবের যে অষ্ট মূর্ত্তির বিষয় উক্ত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী সেই অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম জলময়ী মূর্ত্তি। (কাশীখ° ৩৪ অ:)

প্রবাদ আছে যে,—কালাপাহাড় যখন কাশীর দেবমন্দির সকল ধ্বংস করিতে যায়, সেই সময় বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানবাপীর ভিতর লুকাইয়া ছিলেন।

কিন্তু ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অরঙ্গজেবের উৎপাতে বিশ্বেশ্বর জ্ঞানবাপীতে ডুবিয়া ছিলেন। অবশেষে নারায়ণভট্ট নামে এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানবাপীর দক্ষিণে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বাণলিঙ্গ স্থাপন করিলে, বিশ্বেশ্বর সেই বাণলিঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৩।৮৩-৮৭)

এখনও সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে মহাদেবের পূজা করিতে আসিয়া থাকে।

কৈলাসমণ্ডপ পূজে নর তদা বৈরাগ্যমণ্ডপ।
ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসমণ্ডপাঙ্কপ ॥২৬
এ সর্ব্ব মণ্ডপ করি পূজা বিশ্বেশ্বরে প্রবেশিবে।
যথাযোগ্য নিজ সাধ্যরূপে পূজি প্রার্থনা করিবে ॥২৭
উত্তরমানস সম যাত্রা ইথে ন্যূনাধিক দোষ।
পরিহর পরিহার করি প্রীততর আশুতোষ ॥২৮
এই প্রার্থনা করিয়া নর ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিবে।
মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রাম করি তবে ভবনে যাইবে ॥২৯
শঙ্কর কহেন হে শঙ্করি ! মাসযাত্রা কহিলাম।
বিধান নিত্যতীর্থের যাত্রা পরে কহি অনুপাম ॥৩০
প্রতিমাসে প্রতি কৃষ্ণাপ্রতিপদে শ্রীপ্রণবেশ্বর।
শ্রীশৈলেশ্বর[৮৬] অমৃতেশ্বর যাত্রা করিবেক নর ॥৩১

জ্ঞানবাপীর উপর একটী নাতিউচ্চ ছাদ আছে, এই ছাদ আবার ৪০ টী পাথরের থামের উপর। ইহার গঠন অতি সুন্দর, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র-পতি দৌলত রায় সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বৈজবাই ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

জ্ঞানবাপীর নিকট হায়দরাবাদের রাণীর যে মন্দির আছে, তথায় দাঁড়াইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই ৪০ হাত উচ্চ "আদিবিশ্বেশ্বরের" মন্দির নয়নগোচর হয়।

আদিবিশ্বেশ্বর মন্দিরের নিকটেই "কাশীকর্ব্বট" নামক কূপ। অনেকের বিশ্বাস, যে ডুব দিয়া এই কর্ব্বট উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না, সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে দুই একজন এই কূপে ডুবিয়া মরিত; গবর্মেণ্ট এইজন্য কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে এখানকার পাণ্ডার বিস্তর আবেদনে, এখন প্রতি সোমবারে একবার করিয়া মুখ খুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৮৬) শৈলেশ্বর—গিরিরাণী মেনকার অনুনয়ে নগাধিপতি হিমালয়ের মনে

দ্বিতীয়াতে সঙ্গমেশ তথা ত্রিলোচনে তারকেশ।
তৃতীয়াতে শ্রীস্বর্লীনেশ্বর শ্রীমহাদেব জ্ঞানেশ ॥৩২

অপার অপত্যবাৎসল্যের উদয় হওয়ায় তিনি জামাতা মহেশ্বরকে হীনবিত্ত জানিয়া বিবিধ ধনরত্ন সমভিব্যাহারে হরগৌরী সন্দর্শনার্থ শুভলগ্নে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করিয়া অনুচরবর্গের সহিত বরণাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বারাণসীপুরীর প্রাসাদনিবহস্থিত মাণিক্যনিকরের অপরিসীম জ্যোতিতে গগনমণ্ডল উদ্দীপিত হইতেছে, সৌধাগ্রনিহিত স্বর্ণকলসের অমল জ্যোতিঃ দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়াছে, প্রাসাদাগ্রলম্বমান বৈজয়ন্তীনিকরে যেন ত্রিদিবস্থলীকে জয় করিতে উদ্যত হইতেছে। কাশীপুরের এতাদৃশ বর্ণনাতীত সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া ভূধরপতি হিমালয় স্বীয় সমৃদ্ধিতে তুচ্ছজ্ঞান এবং মনে বিষম লজ্জার উদয় হওয়ায় তাঁহাদের সাক্ষাৎকার রহিত করিলেন; কিন্তু কাশীতে আসিয়া এককালেই বিনা কার্য্যে বিফল মনোরথে প্রত্যাগত হওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া স্বীয় অনুচরবর্গের দ্বারা রাত্রি মধ্যে শিবালয় নির্ম্মাণ ও তথায় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার পর আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্রাতঃকালে দেবাদিদেব মহাদেব বরণাতটের তাদৃশ পরমরমণীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব শিবালয়ের বার্ত্তা তুণ্ডন ও মুণ্ডন নামক গণদ্বয়ের নিকট শুনিয়া পার্ব্বতীসহ তথায় উপনীত হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য চন্দ্রকান্ত-শিলাময়ঃলিঙ্গ এবং মন্দিরকর্ত্তার নামসম্বলিত বিচিত্রাক্ষরযুক্ত প্রশস্তিপত্র দেখিয়া ভবানীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার পিতারই এই আলোকসামান্য কার্য্য। এতচ্ছ্রবণে দেবী ভগবতী প্রহৃষ্টমনা হইয়া পিতৃকীর্ত্তিরক্ষার জন্য সাতিশয় বিনয় বচনে শিবের নিকট জ্ঞাপন করিলে, তিনিও প্রসন্ন মনে বলিলেন যে, প্রিয়তমে! তোমার বাসনানুসারেই আমি এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকিব এবং ইহা "শৈলেশ্বর" নামে অভিহিত হইবে। বরণাতে স্নান করিয়া যাহারা ইহাঁর অর্চ্চনা করিবে, তাহারা ইহকালে কোনরূপ দুঃখভাগী হইবে না এবং পরকালে নির্ব্বাণপদ পাইবে।

(কাশীখণ্ড ৬৬ অঃ)

চতুর্থীতে মধ্যমেশ তথা কৃত্তিবাস করুণেশ।
ঢুণ্টীরাজ[৮৭] বিনায়ক যাত্রা করিবে নর বিশেষ ॥৩৩
পঞ্চমীতে করিবেক যাত্রা শ্রীহিরণ্যগর্ভেশ্বর।
রত্নেশ্বর মোক্ষদ্বারেশ্বর যাত্রা করিবেক নর ॥৩৪
ষষ্ঠীতিথিগত ঈশানেশ চন্দ্রেশ স্বর্গদ্বারেশ।
সপ্তমীতে গোপ্রেক্ষেশ তথা কেদারেশ্বর ব্রহ্মেশ ॥৩৫
অষ্টমীতে শ্রীবৃষধ্বজ ধর্ম্মেশ্বর[৮৮] লাঙ্গলীশ।
নবমীতে বীরেশ্বর যাত্রা তথাহি উপশান্তীশ ॥৩৬

(৮৭) ১৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৮৮) ধর্ম্মেশ্বর—কাশীখণ্ডে উক্ত আছে, সূর্য্যতনয় যম ধর্ম্মপীঠে কাকনশাখ নামক বটবৃক্ষতলে সূর্য্যকান্তমণিনির্ম্মিত এক অতিতেজোময়লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব্য ষোড়শযুগ ব্যাপিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিলে পর মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে, হে দিবাকরতনয়! অদ্য হইতে নিখিল স্থাবর জঙ্গম শরীরিগণের ধর্ম্মাধিকার তোমার উপর অর্পিত হইল। আমার নিয়োগানুসারে ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত হইয়া দক্ষিণ দিকের আধিপাত্য লাভ করিয়া প্রাণিগণের শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার করিয়া তাহাদিগকে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট লোকে নিয়োগ করিবে। আর তুমি বহু যুগ পর্য্যন্ত অতিভক্তিসহকারে মদীয় যে লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছ, এই স্থানে সহস্র পাপ করিয়াও যদি মানব দৈব-যোগে একবার সেই "ধর্ম্মেশ্বর" লিঙ্গ দর্শন করে, তবে তাহার কোন প্রকার নারকী বাধা সহ্য করিতে হইবে না। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ধর্ম্মেশ্বরের যাত্রা ও দিবসে উপবাসী থাকিয়া বিহিত উৎসব সহকারে তথায় রাত্রি-জাগরণ করিলে আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না। (কাশীখণ্ড [illegible])

মীরঘাটের নিকট দিবোদাসেশ্বর মন্দির-প্রদক্ষিণার মধ্যে ধর্ম্মকূপ নামে একটী প্রাচীন পুণ্যতোয় কূপ অবস্থিত, এই কূপের নামানুসারে কাশীর এই অংশ "ধর্ম্মকূপা মহল্লা" নামে খ্যাত। এই ধর্ম্মকূপের নিকট ধর্ম্মেশ্বরের মন্দির আছে।

তথা বৃদ্ধকালেশ্বর যাত্রা করিবে যতনে নর।
দশমীতে জ্যেষ্ঠেশ্বর যাত্রা কামেশ্বর বৃষেশ্বর॥৩৭
একাদশীতে নিবাসেশ্বর বিশ্বকর্ম্মেশ[৮৯] চণ্ডীশ।
দ্বাদশীতে শুক্রেশ্বর যাত্রা মণিকর্ণীশ নন্দীশ॥৩৮

দগ্ধকূপটী অনেকে বৌদ্ধযুগের বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বটরূপী বোধিতরুমূলে বুদ্ধরূপী ধর্ম্মেশ্বর মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুরাজ সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীখণ্ডের মতে, এইস্থানে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। (কাশীখ° ৩২)।

(৮৯) বিশ্বকর্ম্মেশ্বর—ত্বষ্টৃ নামক প্রজাপতিপুত্র বিশ্বকর্ম্মা উপনয়নাবধি গুরুকুলে বাস, ভিক্ষাবলম্বনে জীবন পোষণ ও গুরু শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এরূপে কিয়দ্দিনাবসানের পর বর্ষাঋতু সমাগত হইলে বৃষ্টিপাত ক্লেশনিবারণার্থ গুরু কর্ত্তৃক চিরকাল বাসোপযোগী পর্ণকুটীরনির্ম্মাণে আদিষ্ট হইয়া তৎকরণে অসামর্থ্য নিবন্ধন মনোদুঃখে অরণ্যে প্রবেশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে তথায় এক তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকে ভক্তিবিনম্রবচনে আত্মবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি উপদেশ দিলেন যে, কাশীতে গিয়া জগৎপতি বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের পদানত হও, তাহা হইলে বিশ্বস্থ যাবতীয় কৃতাকৃত কর্ম্মকরণে তোমার অধিকার জন্মিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা তাপসের উপদেশে কাশীতে আসিয়া শিবলিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক তিনবৎসর কন্দ-মূল-ফলভোজী হইয়া বিশ্বনাথের আরাধনায় অতিবাহিত করিলে, মহেশ্বর লিঙ্গ মধ্যে আবির্ভূত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন, হে ত্বাষ্ট্র। তোমার গুরুতে এবং আমাতে দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব বলিতেছি, তুমি অচিরাৎ গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় প্রকট্যাপ্রকট কৃত্রিম কার্য্যকরণে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার ন্যায় দক্ষতা লাভ করিবে। আর তোমার প্রতিষ্ঠিত এই "বিশ্বকর্ম্মেশ্বর" লিঙ্গের অর্চ্চকগণ সর্ব্বসমৃদ্ধিভাজন হইবে ও অন্তে নির্ব্বাণপদ পাইবে। (কাশীখণ্ড ৮৬ অঃ।)

কাশীপুরে কাশী[৯০] মূর্ত্তিমতী তথাহি পূজিবে নর।
ত্রয়োদশীতে ব্যাঘ্রেশ অবিমুক্তেশ্বর মহেশ্বর ॥৩৯
চতুর্দ্দশীতে জম্বুকেশ্বর জ্যোতীরূপেশ্বর যাত্রা।
রত্নেশ্বর কৃত্তিবাসেশ্বর বিশ্বেশ্বরে পূর্ণমাত্রা ॥৪০
পরে দুর্গা দুর্গা সমীপস্থ চৌষট্টী-যোগিনী তথা।
ষট্‌পঞ্চাশ বিনায়ক যাত্রা নর করিবে সর্ব্বথা ॥৪১
প্রতি অমাতে কপিলহ্রদে স্নায়ী পূজে বৃষধ্বজে।
এ সর্ব্ব যাত্রা করিয়া নর কখন ভবে না মজে ॥৪২
প্রতি সিত-তৃতীয়াতে নর গোপ্রেক্ষতীর্থে স্নান।
মুখপ্রক্ষেলিকা যাত্রা করি জ্যেষ্ঠবাপীতে পয়ান ॥৪৩
তথাস্নায়ী জ্যেষ্ঠগৌরী পূজি জ্ঞানবাপী স্নান করি।
সৌভাগ্য-গৌরীর করি যাত্রা শৃঙ্গারগৌরী পূজা চরি ॥৪৪
বিশাল-গঙ্গাতে স্নানাচরি নর বিশালাক্ষী[৯১] সেবি।
ললিতা তীর্থেতে করি স্নান ভজিবে ললিতা দেবী ॥৪৫

(৯০) কাশীদেবী—ঈসানগঞ্জ মহল্লার পার্শ্বেই কাশীপুরা মহল্লা, এই কাশীপুরা মহল্লায় রাস্তার উপর একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহারই নিকট একটী প্রাচীন মন্দির বিরাজমান। এই মন্দির মধ্যে কাশীর অধিষ্ঠাত্রী কাশী-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তীর্থযাত্রী মাত্রেই প্রায় এই দেবী দর্শন করিয়া থাকেন। অনেকে এইস্থান কাশীর কেন্দ্র বলিয়া মনে করেন। এই মন্দি-রের নিকটই কর্ণঘণ্টতলাও। এই সরোবরের তটেই প্রসিদ্ধ বেদব্যাসেশ্বর মন্দির।

(৯১) বিশালাক্ষী – দিবোদাসেশ্বর মন্দির ছাড়াইয়া কএকপদ অগ্রসর হইলে পথ পার্শ্বে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির নয়ন গোচর হয়। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, ইনি গঙ্গায় বিশালতীর্থ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। ছাত্র-

ভাগীরথী স্নান করি নর ভবানীপদ সেবিবে।
পরে বিন্দুতীর্থে স্নান করি মঙ্গলা-গৌরী পূজিবে ॥৪৬
লক্ষ্মীকুণ্ডে[৯২] স্নান করি তথা মহালক্ষ্মী পূজিবেক।
এই মত নর যাত্রা সারি ক্রমে ক্রমে করিবেক ॥৪৭
সিতচতুর্থীতে ঢুণ্টীরাজ কোণবিনায়ক পূজে।
দেবী বিনায়ক হস্তিদন্ত নৃসিংহতুণ্ডাখ্য ভজে ॥ ৪৮
পূর্ণমাসী গত কুলস্তম্ভে তথা চন্দ্রেশ্বরযাত্রা[৯৩]।
এই করিবেক সাধারণ প্রতিমাসে তিথিযাত্রা ॥৪৯
সিতাসিতাষ্টমী চতুর্দ্দশী শ্রীচণ্ডী পিঙ্গলা গৌরী।
ভৈরব শ্রীদুর্গা ত্রিলোচন স্বপ্নেশ্বরী[৯৪] মৎস্যোদরী ॥৫০

মাসের কৃষ্ণা-তৃতীয়াতে এই দেবীর সমীপে উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের পর, পরদিন দশটী কুমারীকে যথাযোগ্য মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদের ভোজনান্তে, পারণা করিলে কাশীবাসের সম্যক্ ফল লাভ হয়।

বিশালাক্ষীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গাই বিশালগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ।

(৯২) লক্ষ্মীকুণ্ড—এই তীর্থটী বারাণসীবাসীর নিকট অতি পুণ্যজনক বলিয়া খ্যাত। এখানে ভাদ্র শুক্লাষ্টমী হইতে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত ষোল দিনব্যাপী 'সুরয়া মেলা' হইয়া থাকে। এই সময়ে বহুযাত্রী বিশেষতঃ হিন্দু-রমণীগণ লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান করিয়া লক্ষ্মীমন্দিরে মহালক্ষ্মী দর্শন করিয়া থাকে। কৃষ্ণাষ্টমীর দিন সহস্রাধিক যাত্রীর সমাগম হয়।

(৯৩) চন্দ্রেশ্বর—ভগবান্ সোম ব্রহ্মতেজে বৰ্দ্ধিত হইয়া, পরম পবিত্র কাশীক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক, তথায় নিজ নামে "চন্দ্রেশ্বর" শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শতপদ্ম বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যান্তে দেবদেব বিশ্বনাথের অনুগ্রহে যাবতীয় বক্ষ, ওষধি, জল ও ব্রাহ্মণের রাজা হইলেন। (কাশীখ০ ১৪ অঃ ২৪–২৬)

(৯৪) স্বপ্নেশ্বরী—মহারুণ্ডাদেবীর পশ্চিমে স্বপ্নেশ্বরী দেবী বিরাজিতা। ইনি

ঈশানেশ জ্ঞানবাপী যাত্রা তথাহি গরুড়েশ্বর।
মনোযোগ করি শুন প্রিয়ে আর যে করিবে নর॥ ১
সিতাসিত দুইপক্ষ তিথি পূর্ব্ব দিন উপবাসী।
নবমী দ্বাদশী পঞ্চদশী প্রাতে জ্ঞানবাপী আসি॥৫২
স্নানাদি সন্ধ্যাতর্পণ করি ত্রিগণ্ডুষ জল খাবে।
সেই নরবর হৃদিমাঝে শিবলিঙ্গোৎপত্তি হবে॥৫৩
সিতাসিত নবমীতে শ্রীচণ্ডী ঈশানেশ্বর।
স্বপ্নেশ্বরী কুলস্তম্ভযাত্রা আনন্দে করিবে নর॥৫৪
পূর্ব্বদিন ব্যাসপুরী[৯৫] গিয়া উপবাসী জাগরণ।
সিতাসিত দশমীতে প্রাতে পূজি করিবে গমন॥৫৫
সিতাসিত প্রতি একাদশী জাগরণ উপবাস।
মুক্তিমণ্ডপস্থ বিষ্ণু পূজাসংকীর্ত্তন অভিলাষ॥৫৬
প্রতি চতুর্দ্দশী বীরেশ্বরে কৃত্তিবাসে ঈশানেশে।
উপবাস জাগরণ পূজা অন্তর্গৃহ-যাত্রা শেষে॥৫৭
এই যাত্রা স্থূলে কহিলাম, পরে কহি সূক্ষ্মযাত্রা।
চৈত্রমাসে কৃষ্ণাপ্রতিপদে চৌষট্টী-যোগিনী যাত্রা।৫৮

স্বপ্নযোগে ভক্তের শুভাশুভ বিজ্ঞাপন করেন। নর বা নারী অসিসঙ্গমে স্নান করিয়া উপবাসী থাকিয়া পূজা-সমাপনান্তে ভূতলে শয়ন করিয়া ইহাঁর নিকট হত্যা দিলে স্বপ্নাবস্থায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ফল জানিতে পারে। অদ্যাপিও এখানে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়; এখনও ইচ্ছা করিলে যে কেহ ইহার সত্যাসত্য জ্ঞাত হইতে পারেন। জ্ঞানপ্রার্থীরা অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে দিবা বা রাত্রিকালে ইহাঁর পূজা করিবেন। (কাশীখণ্ড ৭০ অঃ)

(৯৫) ব্যাসপুরী—ব্যাসকাশী।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী পশুপতি তথাহি কেদারেশ্বর।
অনশন জাগরণ করি যাত্রা করিবেক নর ॥৫৯
সিততৃতীয়া মঙ্গলা-গৌরী চিত্রঘণ্টা[৯৬] পার্ব্বতীশ।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রম অনুক্রমে যাত্রা করিবে বিশেষ ॥৬০
সিতাষ্টমীগত মধ্যমেশ তথা শ্রীসুভদ্রা দেবী।
অষ্টোত্তরশত প্রদক্ষিণে ভবানীচরণ সেবি ॥৬১
সিতত্রয়োদশী তিথি গত যাত্রা কামেশ্বরবর।
পূর্ণমাসীযাত্রা কৃত্তিবাস চন্দ্রকূপে চন্দ্রেশ্বর ॥৬২
বৈশাখে সিততৃতীয়া তিথি ত্রিলোচন যাত্রা সারি।
সিত-চতুর্দ্দশী প্রণবেশ অভুক্ত অনিদ্রা চরি ॥৬৩
জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণাষ্টমী জ্যেষ্ঠা গৌরীযাত্রা জাগি উপবাসী।
সিতাষ্টমী জ্যেষ্ঠবাপী স্নান শ্রীজ্যেষ্ঠা-গৌরী বিলাসী ॥৬৪
সিত-চতুর্দ্দশী তিথি গত জ্যেষ্ঠবিনায়কযাত্রা।
অনশন মতে জাগরণ জ্যেষ্ঠেশ্বরে পূর্ণমাত্রা ॥৬৫
আষাঢ়েতে সিতচতুর্দ্দশীযাত্রা শ্রীআষাঢ়েশ্বর।
পূর্ণিমাতে ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নান পূজা ব্যাসেশ্বর ॥৬৬
শ্রাবণেতে অমাবস্যাদিনে কপালমোচন তথা।
ঋণমোচন পাপমোচন ঐতম্বী বৈতম্বী যথা ॥৬৭

(৯৬) চিত্রঘণ্টা—ঘণ্টাকর্ণহ্রদের নিকট চিত্রঘণ্টা ও চিত্রঘণ্টেশ্বরীর মন্দির। এখন যে চিত্রঘণ্টার মূর্ত্তি আছে, তাহাও অতিপ্রাচীন। কাশীখণ্ডে চিত্রঘণ্টার উল্লেখ না থাকিলেও ১০৮৩ সংবতে উৎকীর্ণ মহীপালের শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, কাশীপুরীতে সারনাথের নিকট স্থিরপাল ও বসন্তপাল ঈশান ও চিত্রঘণ্টার বহুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

সিতপঞ্চমীতে নাগকুণ্ডে যাত্রা শ্রীবাসুকীশ্বর।
সিতচতুর্দ্দশীতে মহাদেব পবিত্রারোপণ পর ॥৬৮
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণা তৃতীয়াতে পূজিবেক বিশালাক্ষী।
কৃষ্ণাষ্টমী যাত্রা অনশনে পদ্মতীর্থে মহালক্ষ্মী ॥৬৯
সিতচতুর্থীতে বক্রতুণ্ড বিনায়ক ঢুণ্ঢিরাজে।
সিতষষ্ঠীগত লোলার্কের নর যাত্রা করি ভজে ॥৭০
সিতাষ্টমী গত লক্ষ্মীকুণ্ডে মহালক্ষ্মী যাত্রা করি।
সিতদ্বাদশী আদিকেশব বরণাসঙ্গম পরি ॥৭১
পূর্ণিমাতে কুলস্তম্ভ যাত্রাশ্বিনীকুমারেশ তথা।
আশ্বিনে কৃষ্ণাতৃতীয়া গত ললিতা দেবী সর্ব্বথা ॥৭২
অমাদিনে গত পিতৃকুণ্ডে স্নানাদি শ্রাদ্ধ করিবে।
সিতপ্রতিপদাবধি করি যাবন্নবমী হইবে ॥৭৩
চতুঃষষ্টি তথা বিশ্বভুজা শ্রীদুর্গা যাত্রা প্রশস্তা।
অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা যাত্রা করিবে নর সমস্তা ॥৭৪
তথা মহারুদ্রা চণ্ডী যাত্রা যতনে মানব করি।
পরে কাপিলধারার দক্ষে পূজিবে ছাগেশ্বরী ॥৭৫
কার্ত্তিকেতে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী মানসরোবরে[৭১] মজি।
সিতাষ্টমী ধর্ম্মকূপে স্নায়া বটধর্ম্মেশ্বরে ভজি ॥৭৬

(৭১) মানসতীর্থ বা গৌরীকুণ্ড—কেদারেশ্বরের নিকট গৌরীকুণ্ড। পুরাকালে গৌরী এই মহাহ্রদে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা "গৌরীকুণ্ড" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মানসতীর্থ। এই কুণ্ডে যে স্নান করে, কেদারেশ্বর তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। (কাশীখ০ ৭৭ অঃ)

একাদশীতে বিন্দুমাধব অনশন জাগরণ।
চতুর্দ্দশী বিশ্বেশ্বরযাত্রা নর করে সমাপন ॥৭৬
মার্গশীর্ষে কৃষ্ণাদ্বিতীয়াতে দণ্ডপাণিযাত্রা করি।
ষষ্ঠী সপ্তমীতে লোলার্কের করিবে যাত্রা সারি ॥৭৭
অষ্টমীতে কালভৈরব-যাত্রা জাগরণ উপবাসী।
সিত-সপ্তমীতে সর্ব্বাদিত্য রবিযুক্ত যদি দিশি ॥৭৮
অষ্টমীতে কালমাধবযাত্রা তথা তত্তৎ একাদশী।
জাগরণ নৃত্যবাদ্য গীত করি পূজি উপবাসী ॥৭৯
সিতপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথি পিশাচমোচনে স্নান।
কপর্দ্দীশ্বর বাল্মীকেশ্বর করিবে যাত্রাবিধান ॥৮০
একাদশ্যবধি পৌর্ণমাসী বিষ্ণুপাদোদকযাত্রা।
পৌষমাসে কৃষ্ণা সপ্তমীতে ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রা মাত্রা ॥৮১
মাঘে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী নর হইবেক উপবাসী।
অবিমুক্তেশ্বরে যাত্রা করে জাগরণ করি নিশি ॥৮২
সিতচতুর্থীতে ঢুণ্ঢিরাজে নক্তব্রতী হবে নর।
তথা মুখপ্রক্ষেলিকা যাত্রা করিবেক পূর্ণতর ॥৮৩
মাকরী সপ্তমীতে অসি গিয়া সঙ্গমে করিবে স্নান।
লোলার্ক দ্বাদশাদিত্য যাত্রা নর করিবে বিধান ॥৮৪
চতুর্দ্দশী প্রীতকেশ যাত্রা যথা কৃত্তিবাসেশ্বর।
অনশন জাগরণ করি পূজা করিবেক নর ॥৮৫
ফাল্গুনে অসিত-চতুর্দ্দশী অনশন জাগরণ।
প্রীতকেশ কৃত্তিবাসযাত্রা অবিমুক্তেশকারণ ॥৮৬

পৌর্ণমাসীতে দালিভেশ্বর যাত্রা করিবেক নর।
বার তিথি মাস ঋক্ষ যুক্ত যাত্রা কহি ইতঃপর ॥৮৭
শুদ্ধ রবিতে কালভৈরব যাত্রা নিত্য সাম্বাদিত্য।
ময়ূখাদিত্য শ্রীবৃদ্ধাদিত্য[৯৮] অর্কবিনায়ক নিত্য ॥৮৮
লোলার্কে মাঘে চৈত্রে শ্রাবণে যাত্রা করিবেন নর।
পৌষে প্রত্যূষে বর্করীকুণ্ডে স্নায়ী যাত্রা উত্তরার্কেশ্বর ॥৮৯
রবিতে ষষ্ঠী সপ্তমী তিথি যবে সংযোগ হইবে।
লোলার্কাদি সাম্বাদিত্য যাত্রা অবশ্য নর করিবে ॥৯০
সোমবারে নিত্য জ্ঞানবাপী স্নান যাত্রা বিশ্বেশ্বর।
করুণেশ্বর ঈশানেশ্বর তথাহি কেদারেশ্বর।৯১

(৯৮) বৃদ্ধাদিত্য—স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে উক্ত আছে, বৃদ্ধহারীত নামক এক সুবৃদ্ধ তাপস তপঃসিদ্ধির জন্য বিশালাক্ষীদেবীর দক্ষিণদিকে শুভলক্ষণ আদিত্য-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে ভগবান্ সহস্রাংশুর আরাধনা করেন। অংশুমালী তদীয় উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎপ্রতি আদেশ করিলেন যে, "হে তপস্বিন্! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।" বৃদ্ধহারীত তাহার উপর আদিত্যদেবের এতাদৃশ করুণা দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিভো! সংসারে একমাত্র তপস্যাই দেখিতেছি প্রধান কর্ম্ম। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সকলেরই শরণি। অতএব যাহাতে আমি তারুণ্য লাভ করিয়া এই পথের পথিক হইতে পারি, কৃপা করিয়া আমাকে সেই বর প্রদান করুন। এতচ্ছ্রবণে সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার বার্দ্ধক্যের দূরীকরণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যৌবনশ্রী সম্পাদন করিলেন। তদবধি সেই আদিত্যদেবও "বৃদ্ধাদিত্য" বলিয়া খ্যাত হইলেন। রবিবারে বারাণসীতে বৃদ্ধাদিত্যের অর্চ্চনা করিলে লোকের জরা, ব্যাধি ও দুর্গতির নাশ হয়। (কাশীখণ্ড ৫১ অঃ)

সমস্ত শ্রাবণে নক্তযাত্রা কেদারেশ্বর হইবে।
মাঘে ব্যাস ব্যাসেশ্বর [৯৯] যাত্রা গঙ্গার পার করিবে॥৯২
অমাতে কপিলধারে তথা চন্দ্রকূপে শ্রাদ্ধবিধি।
জ্যেষ্ঠবাপী জ্যেষ্ঠেশ্বর যাত্রা অনুরাধা যোগাবধি ॥৯৩
মঙ্গলবারে ভৈরব দুর্গা বন্দিদেবী শীতলাখ্যা।
বিশেষ শ্রাবণমাস গতে শ্রীকামাখ্যা যাত্রা ব্যাখ্যা॥৯৪
চতুর্থী অষ্টমী সিতাসিতে করি সুরধুনী স্নান।
মঙ্গলেশ্বর করিবে পূজা যাত্রার এই বিধান ॥৯৫
সিতাসত চতুর্দ্দশীযুত যমেশ্বর[১০০] কলসেশ।
অমাতে কেদারকুণ্ডে নর শ্রাদ্ধ করিবে বিশেষ ॥ ৯৬
শুদ্ধ বুধবারে বুধেশ্বর যাত্রা করিবেক নর।
বৃহস্পতিবার প্রাপ্ত হৈলে পূজে বৃহস্পতীশ্বর[১০১] ॥৯৭

(৯৯) ব্যাসেশ্বর—প্রবাদ, এই লিঙ্গ ব্যাস কর্ত্তৃক ব্যাসকাশীতে প্রতিষ্ঠিত। রামনগরের রাজপ্রাসাদ মধ্যে কাশী-রাজনির্ম্মিত ব্যাসেশ্বর-মন্দির দৃষ্ট হয়।

(১০০) যমেশ্বর—কাশীখণ্ডের মতে, যমতীর্থের সন্নিকটে যমাদিত্যের পূর্ব্বদিকে "যমেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ ধর্ম্মরাজ যম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। যমতীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া ইঁহাকে দর্শন করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। (কাশীখণ্ড ৫১অঃ)

যমতীর্থে স্নান করিয়া যমেশ্বরের পশ্চিম ও বীরেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত যমকর্ত্তৃক স্থাপিত "যমাদিত্যকে" দর্শন করিলে মানবের কখন যমলোক দর্শন করিতে হয় না। (কাশীখণ্ড ৫১ অঃ)

(১০১) বৃহস্পতীশ্বর—অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি মহতী তাপসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাশীক্ষেত্রে চন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে এবং বীরেশ্বরের নৈঋ‌‌‌র্ত ভাগে এক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক দিব্য পরিমাণের দশসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর তপস্যা করেন।

বিশেষ পুষ্যা সংযোগ হইলে পূজিবে বিশেষ রূপে।
অমাতিথি প্রাপ্ত হইলে নর শ্রাদ্ধ করে ধর্ম্মকূপে ॥৯৮
প্রতি শুক্রবারে শুক্রেশ্বর নর সতত পূজিবে।
শনিবারে শনৈশ্চরেশ্বর[১০২] যাত্রা বিধান হইবে ।৯৯
পিলিম্পিলা-তীর্থে স্নান পূজিবে পিলিম্পিলাদেশ্বর।
তথাহি অশ্বত্থ তরুবর পূজা করিবেক নর ॥১০০
দ্বিপক্ষে দ্বাদশী ত্রিলোচন প্রদোষ যাত্রা আচরি।
কৃষ্ণাত্রয়োদশী কামেশ্বরে প্রদোষে পূজন করি ॥১০১
এই ঋতু মাস তিথি বার নক্ষত্র যাত্রা কহিল।
পরন্তু কিঞ্চিৎ যোগ কহি প্রিয়ে শুনিতে হইল ॥১০২

অনন্তর ভগবান্ বিশ্বভাবন বিশ্বেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে তেজোরূপে আবির্ভূত হইলেন। আঙ্গিরসও তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় "বায়ব্য" স্তবে তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। স্তবপাঠ শেষ হইলে দেবদেব প্রসন্ন-চিত্তে বৃহস্পতিকে বলিলেন যে, এই বৃহৎ তপস্যায় তোমার নাম বৃহস্পতি হইল। তুমি গ্রহগণের মধ্যে মাননীয় হইলে, আর এই লিঙ্গের অর্চ্চনাফলে তুমি আমার জীবস্বরূপে পরিগণিত ও লোকে "জীব" নামে অভিহিত হইবে এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ "বৃহস্পতীশ্বর" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। পুষ্যাযুক্ত গুরুবারে ইহাঁর অর্চ্চনা করিয়া যাহা কিছু জপাদি করিলে সে সমস্তই সিদ্ধ হইবে। ছয়মাস কাল এই বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিলে, গুর্ব্বঙ্গনা-গমন জন্য পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। (কাশীখণ্ড ১৭অঃ)

(১০২) শনৈশ্চরেশ্বরলিঙ্গ—অন্নপূর্ণাশ্রেণীর মন্দিরের নিকট শনৈশ্চরেশ্বরের মন্দির। সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শনৈশ্চরেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে মানব দেহান্তে কাশীলোকে সুখ ভোগ করিতে পারেন।

শনৈশ্চর-লিঙ্গের শিরোভাগ রৌপ্যময় নিম্নভাগ পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা আবৃত।

অগস্ত্যোদয়ে অগস্ত্যেশ্বর যাত্রা বিধানে প্রশস্ত।
সিংহরাশিগত গুরু যবে গোদাবরীশ সমস্ত ॥১০৩
অবিমুক্তেশ্বর স্বর্লীনেশ তথা মধ্যমেশ যাত্রা।
এ তিন যাত্রা করিল যেই তার ত্রিকণ্টক মাত্রা ॥১০৪
শৈলেশ্বর সঙ্গমেশ তথা স্বর্লীনেশ মধ্যমেশ।
এই চারি লিঙ্গপূজা করে চতুষ্ক যাত্রা বিশেষ ॥১০৫
কৃত্তিবাস মধ্যমেশ তথা কপর্দ্দীশ প্রণবেশ।
বিশ্বেশ্বর এই পঞ্চ যাত্রা পঞ্চ আয়তন শেষ ॥১০৬
এমত বিধানে যেই নর সকল যাত্রা করে।
অসার সংসারে মুক্ত হৈয়া অনায়াসে সেই তরে ॥১০৭
বিশ্বেশ্বর চরণারবিন্দ হৃদে ভাবি অনুক্ষণ।
সমযতি রচিচ্ছন্দোবন্দে ভণে জয়নারায়ণ ॥* ১০৮

[১১]

নগর-বর্ণন

শুন সভাজন কিছু করি নিবেদন।
কাশীস্থ দেবতাগণ নগর-শোভন ॥১
বর্ত্তমান কালে যাহা নয়ন শ্রবণ।
হেরিল শুনিল তাহা করিব বর্ণন ॥২

* রাজা জয়নারায়ণের মূল কাশীখণ্ডে এখানে ১০৪ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

প্রথমে লিখিব ঢুণ্ঢিরাজের বিভূতি।
দ্বিতীয়ে বর্ণিব সর্ব্ব বিষ্ণুর মূরুতি[১০৩] ॥৩
তৃতীয়ে আদিত্যগণ লিখি যথাজ্ঞান।
চতুর্থে যতেক লিঙ্গ লিখিব প্রধান ॥৪
পঞ্চমে ভবানী আদি মূর্ত্তির বিধান।
ষষ্ঠেতে ভৈরবগণ বেতালাদি গান ॥৫
নগর বর্ণন কথা লিখিব সপ্তমে।
গ্রন্থের উৎপত্তি তথা সমাপ্ত অষ্টমে ॥৬

প্রথম অংশ

ঢুণ্ঢিরাজের বিভূতি-বর্ণন

অতএব পুনঃ পুনঃ করি নিবেদন।
মনোযোগ করি কিছু শুন বিবরণ ॥৭
অর্কবিনায়ক দুর্গ-বিনায়ক যথা।
ভীমচণ্ড বিনায়ক শ্রীদেহলী[১০৪] তথা ॥৮
উদ্দণ্ডগণপপাশপাণি-বিনায়ক।
খর্ববিনায়ক সিদ্ধিগণপ প্রত্যেক ॥৯

(১০৩) 'মুরতি'—পাঠান্তর।

(১০৪) দেহলী-বিনায়ক—ভগবান্ শশিশেখর দেহলী বিনায়ককে ক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করেন। তদবধি বিশ্বেশ্বরের অনুমতি ব্যতীত কেহ এই মুক্তিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না, দুষ্টবুদ্ধিবশতঃ যদি প্রবেশের চেষ্টা করে, তবে এই বিনায়ক তাহাকে যথোচিত শাস্তিপ্রদানপূর্ব্বক দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন। (কাশীখ০ ৩০ অঃ)

লম্বোদর কূট-দন্ত শাল-কটঙ্কট।
কুষ্মাণ্ডগণপ মুণ্ড-বিনায়ক বট ॥১০
বিকটগণপ রাজপুত্র প্রণবাখ্য।
বক্রতুণ্ড একদন্ত ত্রিমুখ[১০৫] প্রত্যক্ষ ॥১১
পঞ্চাস্য হেরম্ব বিঘ্নরাজ বরদাখ্য।
মোদকসম্প্রিয় তথা অভয়প্রদাখ্য ॥১২
সিংহতুণ্ড কুলীতাখ্য ক্ষিপ্তপ্রসাদন।
চিন্তামণি দণ্ডহস্ত পিচিণ্ডিল পুনঃ ॥১৩
উদ্দণ্ড-মুণ্ডাখ্য স্থূল[১০৬] দন্ত কলিপ্রিয়।
চতুর্দ্দন্ত দ্বিতুণ্ডাখ্য তথাক্ষেষ্টকীয় ॥১৪
গজবিনায়ক কালবিনায়ক তথা।
বিঘ্নবিনায়ক আশাবিনায়ক যথা।১৫
সৃষ্টিবিনায়ক যক্ষবিনায়ক দেখি।
গজকর্ণ চিত্রঘণ্ট স্থূলজঙ্ঘ লিখি ॥১৬
মঙ্গলগণপ এই ছাপ্পান্ন[১০৭] গণেশ।

(১০৫) ত্রিমুখ বিনায়ক—শালকটঙ্কট বিনায়কের ঈশানভাগে ত্রিমুখনামক গণপতি বিরাজমান; ইঁহার মুখ বানর, সিংহ ও হস্তীর ন্যায়। ইনি ক্ষেত্রে থাকিয়া সর্ব্বদা বিঘ্ননাশ করিয়া থাকেন। (কাশীখণ্ড ৫৭ অঃ)

(১০৬) 'স্থূল'—পাঠান্তর।

(১০৭) সংস্কৃত 'ষট্পঞ্চাশৎ' শব্দ। "ষস্ত খছহাঃ" (চণ্ডপ্রাকৃত ৩।১৪) অর্থাৎ সংস্কৃত ষকারের স্থানে প্রাকৃত ভাষায় 'খ' 'ছ' অথবা 'হ' হইয়া থাকে। যেমন সংস্কৃত 'ষট্'—প্রাকৃত 'ছ'। "সংখ্যায়াস্তিশয়োর্লোপঃ" (চণ্ডপ্রা০ ৩।৩২) অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় সংখ্যাসম্বন্ধি তি বা শ প্রাকৃত ভাষায় লোপ হইয়া থাকে,

ঢুণ্ঢিরাজ রাজে সভে বিভূতি বিশেষ[১০৮] ॥১৭
পরন্তু কহিব ভগীরথ-বিনায়ক।
হরিশ্চন্দ্র-বিনায়ক কপর্দ্দ প্রত্যেক ॥১৮
বিন্দু-বিনায়ক দেবী-বিনায়ক তথা।
শ্রীগে'প্রেক্ষ-বিনায়ক হস্তি-হস্ত যথা ॥১৯
সিন্দুর্য্য-গণপ বিঘ্নহর্ত্তা বিনায়ক।
সেনা-বিনায়ক গুপ্তগণপ প্রত্যেক ॥২০
ষোড়শ গণপ সাক্ষীবিনায়ক তথা।
খড়গবিনায়ক বট বিনায়ক যথা ॥২১
সীমাবিনায়ক তথা রাজবিনায়ক।
চৌরবিনায়ক তথা সঙ্কট প্রত্যেক ॥২২
ঢুণ্ঢবিনায়ক তথা তারিণী-গণপ।
ষষ্ট্যাযুত ক্ষেত্রস্থিত গণেশ স্বরূপ ॥২৩
পঞ্চক্রোশী স্থিত অসংখ্য গণেশ[১০৯]।
কাশীপুরে বিঘ্নরক্ষা করেন বিশেষ ॥২৪

যেমন 'বিংশতি'—'বীসা', 'পঞ্চাশৎ'—আর্ষপ্রাকৃতে 'পন্না'। উক্ত উভয় ব্যাকরণ-সূত্রানুসারে সংস্কৃত 'ষট্পঞ্চাশৎ', প্রাকৃতে 'ছপন্না' ও বাঙ্গালায় 'ছাপ্পান্ন' হইয়াছে।

(১০৮) স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডের ৫৭ অধ্যায়ে ঢুণ্ঢিরাজের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

(১০৯) ত্রিস্থলীসেতু ও কাশীখণ্ডের পরার্দ্ধে ৫৫ হইতে ৫৭ অধ্যায়ে ঐ সকল গণনায়কের মধ্যে কতকগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে দণ্ডপাণি-বিনায়ক, ঢুণ্ঢিরাজ, বুড়গণেশ, সাক্ষিবিনায়ক, দুর্গবিনায়ক, অর্কবিনায়ক, চিন্তা-

দ্বিতীয় অংশ

কাশীস্থ সর্ব্ববিষ্ণুমূর্ত্তি-বর্ণন

পরন্তু বিষ্ণুর মূর্ত্তি শুন অনুক্রম।
কাশীস্থিত শ্রীআদিকেশব ত্রিবিক্রম ॥২৫
শ্রীজ্ঞানকেশব বিষ্ণু নরনারায়ণ।
শ্রীতার্ক্ষ্যকেশব তথা অনন্ত বামন ॥২৬
নারদকেশব তথা আদিগদাধর।
যজ্ঞবরাহাখ্য হয়গ্রীব বিশ্বম্ভর ॥২৬॥
প্রহ্লাদ-কেশব তথা বামন-কেশব।
বিদার-নৃসিংহ তথা বৈকুণ্ঠ-মাধব ॥২৮
শ্রীগোপীগোবিন্দ তথা শ্রীভৃগুকেশব।
লক্ষ্মী-নরসিংহ তথা প্রয়াগ-মাধব ॥২৯
মহাকাল নরসিংহ ভৃগুনারায়ণ।
প্রচণ্ড নৃসিংহ তথা আনন্দ বামন ॥৩০
জ্বালামালী নরসিংহ শ্রীশেষমাধব।
নির্ব্বাণ-নৃসিংহ তথা নির্ব্বাণ-কেশব ॥৩১
কোলাহল-নরসিংহ শ্রীশঙ্খমাধব।
মহাবল নরসিংহ শ্রীজ্ঞানমাধব ॥৩২

মণিবিনায়ক, সপ্তপর্ণবিনায়ক, স্নিগ্ধবিনায়ক, দুগ্ধবিনায়ক ও ধর্ম্মবিনায়কের মন্দির তীর্থযাত্রীর নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে।

অত্যুগ্রনৃসিংহ তথা ভুবনকেশব।
গিরিনরসিংহ তথা শ্রীভীষ্মকেশব ॥৩৩
মহাভয়-নরসিংহ শ্রীশ্বেতমাধব।
গরুড় আরূঢ় তথা বিষ্ণু স্বয়ম্ভব ॥৩৪
তাম্রবরাহাখ্য তথা শ্রীবিন্দু-মাধব।
ধরণীবরাহ তথা শ্রীগঙ্গাকেশব ॥৩৫
কোকা-বরাহাখ্য তথা শ্রীবীরমাধব।
আদিবরাহাখ্য তথা শ্রীবলিকেশব ॥৩৬
শ্রীকালমাধব ক্ষৌণীবরাহাখ্য তথা।
শ্রীদ্বারিকানাথ রনছোড়নাথ যথা ॥৩৭
বিটঙ্কনৃসিংহ তথা শ্রীদধিবামন।
শ্রীবলিবাহন তথা লক্ষ্মীনারায়ণ ॥৩৮
জ্বালা-নরসিংহ তথা শ্রীহংসকেশব।
করুণানিধান তথা শ্রীনৃসিংহদেব ॥৩৯
ইত্যাদি বিষ্ণুর মুর্ত্তি বাষট্টী হাজার।
কাশীমধ্যে বিরাজিত রূপ অবতার ॥৪০

তৃতীয় অংশ

বিভিন্ন সূর্য্যমূর্ত্তি-কথন

পরে কহি আদিত্যাদি নাম বিবরণ।
যে নাম শ্রবণে তমঃ নাশের কারণ ॥৪১

লোলার্ক উত্তরার্ক সাম্বাদিত্য গঙ্গাদিত্য [১১০]।
যমাদিত্য বৃদ্ধাদিত্য শ্রীকেশবাদিত্য[১১১] ॥৪২
ময়ুখ আদিত্য যথা খখোল্ক আদিত্য[১১২]।

(১১০) গঙ্গাদিত্য—বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে গঙ্গাদিত্য-মূর্ত্তি বিরাজিত। তাঁহাকে দর্শনমাত্র লোকের শুদ্ধিলাভ হয়। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে লইয়া কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া দেবীকে যথেষ্ট স্তব করেন; অদ্যাপিও তথায় তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি দিবানিশি তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। এই আদিত্যদেবের ভক্তগণও কখন কোন রোগ বা দুর্গতি ভোগ করে না। (কাশীখণ্ড ৫১ অং)

(১১১) কেশবাদিত্য—সূর্য্যদেব ভগবান্ আদিকেশবকে অতি ভক্তিভাবে শিবলিঙ্গ পূজা করিতে দেখিয়া তাঁহার ভ্রান্তি হওয়ায় তদ্বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আকাশমার্গ হইতে বারাণসীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পরে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের পূজা সাঙ্গ হইলে ভ্রান্তবুদ্ধি ভাস্কর তাঁহার নিকট প্রশ্ন করেন যে, ভগবানের আবার উপাস্য কে? এই কথা শুনিয়া গোলকপতি নারায়ণ বলিলেন, বিভাবসো! অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ের ভ্রান্তি দূর হইবে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরই একমাত্র সকলের পূজ্য। এখানে যে ব্যক্তি ত্রিলোচন ব্যতীত অন্য দেবের পূজা করে, সে সলোচন হইলেও তাহাকে বিলোচন বলিয়া জানা উচিত। আদিকেশবের নিকট এইরূপ বহুবিধ উপদেশ পাইয়া তাঁহাকে গুরু করিয়া তাঁহারই উত্তরদিকে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্য স্ফটিকময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত অদ্যাপি সেই লিঙ্গের পূজা করিতেছেন। এই নিমিত্ত সেই সূর্য্য কাশীতে "কেশবাদিত্য" নামে অভিহিত। রবিবারে রথসপ্তমী (অচলা সপ্তমী) তিথিতে উষাকালে মৌন হইয়া পাদোদকতীর্থে স্নানান্তর কেশবাদিত্যের পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

(কাশীখণ্ড ৫১ অধ্যায়)

(১১২) খখোল্কাদিত্য—কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ সম্বন্ধে পণ করিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য কদ্রুকে পৃষ্ঠে করিয়া গরুড়জননী বিনতা আদিত্য-

শ্রীদ্রৌপদাদিত্য[১১৩] তথা অরুণ আদিত্য[১১৪] ॥৪৩

ভিমুখে যাইবার সময় কিয়দ্দূর উত্থিত হইলে তদীয় প্রখর কিরণজালে মুহ্যমানা কদ্রু, "ভগিনি! আমার উপর নিশ্চয়ই উল্কা পতিত হইতেছে" বলিতে গিয়া প্রাণভয়ে জাড্যপ্রযুক্ত "খখোল্ক পড়িতেছে" বলিয়া তখনই বিনতার পক্ষপুটের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে বিনতা সূর্যাকে "খখোল্ক" এই নাম দিয়াই তাঁহার বহুধা স্তুতি করেন। ইহার পরও আবার বিনতা কদ্রুর দাসীবৃত্তিনিবন্ধন পাপপরিহারের জন্য নিজ পুত্র গরুড় সমভিব্যাহারে কাশীতে আসিয়া পৈশঙ্গিলতীর্থে (পিলিপিলাতীর্থে) কঠোর তপস্যা করায় মহাদেবের মূর্ত্ত্যন্তর খখোল্ক নামক আদিত্য তাঁহাকে শিবজ্ঞানসমন্বিত পাপহারী বর প্রদান করিয়া "বিনতাদিত্য" নামে বিখ্যাত হইলেন। পিলিপিলাতীর্থে খখোল্কাদিত্য দর্শন করিলে কাশীবাসীর বিঘ্নরাশি ও রোগনিকর ক্ষণকাল মধ্যে দূরীভূত হয়। (কাশীখণ্ড ৫০ অ০)

(১১৩) দ্রৌপদাদিত্য—বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে ও দণ্ডপাণির নিকটে দ্রৌপদাদিত্য বিরাজিত আছেন। দ্রুপদনন্দিনী যাজ্ঞসেনী স্বামিগণের বিপত্তিনাশের জন্য এই আদিত্যের উপাসনা করিলে উনি সন্তুষ্ট হইয়া দ্রৌপদীকে দর্বী (হাতা) ও পিধানের সহিত অক্ষয়স্থালিকা প্রদান করিয়া বর দিলেন যে, "ইহাতে ইচ্ছাধীন ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিবে, কিন্তু তোমার আহারের পর এই স্থালী রসবৎ দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিলেও শূন্য হইয়া যাইবে।"

ইহার পর সূর্যদেব কহিলেন, তোমাকে দ্বিতীয় আর একটী বরও দিতেছি যে, তোমার সম্মুখস্থ আমাকে যে ব্যক্তি আরাধনা করিবে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধি কর্তৃক তাহাকে পীড়িত হইতে হইবে না এবং শিব আজ্ঞায় নিজ করসমূহ দ্বারা তাহার দুঃখতিমির দূর করিব। অনন্তর আদিত্যদেব শম্ভুর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিলেন। (কাশীখ০ ৪৯ অ:)

(১১৪) অরুণাদিত্য—কাশীখণ্ডের উক্তিতে জানা যায় যে, বিনতা তাঁহার মধ্যম পুত্রের ডিম্ব অকালে ভঙ্গ করায় ঐ পুত্র অনূরু (ঊরুহীন) অবস্থায় বহির্গত হইয়া ক্রোধে মুখমণ্ডল অরুণ বর্ণ করিয়া মাতাকে অভিশাপ দেয়। তজ্জন্য তাহার

শ্রীবিমলাদিত্য[১১৫] তথা বরুণ আদিত্য।
গুহ্যার্ক সুমন্তাদিত্য বহুশত নিত্য ॥৪৪

নাম "অরুণ" হয়। সেই বিনতা-নন্দন অরুণ বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের উত্তরদিকে যে সূর্য্যমূর্ত্তির আরাধনা করেন, তিনি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাতে স্বয়ং "অরুণাদিত্য" নামে অভিহিত হন এবং অরুণকে এই বলিয়া বর দেন যে, হে বিনতানন্দন অনুরো! জগজ্জীবের হিতার্থ তিমিররাশি বিদূরিত করিয়া আমার রথে অবস্থান কর। আর তোমার প্রতিষ্ঠিত অরুণাদিত্য মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে লোকের ব্যাধি, উপসর্গ, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং কোন পাপ থাকিবে না ও তাহারা কোন কালেও শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে না। (কাশীখণ্ড ৫১ অঃ)

(১১৫) বিমলাদিত্য—কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, পার্ব্বত্য-প্রদেশবাসী বিমল নামক কোন ক্ষত্রিয় সৎপথাবলম্বী হইয়াও পূর্ব্ব কর্ম্মফলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। গৃহে থাকিয়া বহু চেষ্টায়ও রোগের কোন প্রতিকার না হওয়ায় অবশেষে স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসীতে হরিকেশবনে ভাস্করমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া নিত্য ষোড়শোপচারে পূজা ও স্তোত্রাদি পাঠে তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। ছায়াপতি তদীয় স্তবাদিতে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে অমলচেষ্টিত বিমল! তোমার কুষ্ঠ এখনই দূর হউক, পরন্তু তুমি যথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর। এতচ্ছ্রবণে বিমল পুলকপূরিতদেহে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্ ধ্বান্তবিধুনন! মরীচিমালিন্! আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনার ভক্তগণ যেন কোন কালেও কোনরূপ রোগগ্রস্ত না হয় এবং তাহাদের দারিদ্র্য না থাকে। সূর্য্যদেব 'এবমস্তু" বলিয়া বলিলেন যে, তোমাকে আরও বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই বিবস্বৎ-মূর্ত্তি "বিমলাদিত্য" নামে খ্যাত হইয়া সর্ব্বব্যাধিবিনাশ করিবে। আমি নিয়তই এই মূর্ত্তিসান্নিধ্যে থাকিব। এই কথার পর আদিত্যদেব সেই মূর্ত্তি মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন, বিমলও নির্ম্মলদেহ হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। (কাশীখণ্ড ৫১ অ০)

চতুর্থ অংশ

বিভিন্ন লিঙ্গপ্রসঙ্গ

ইতঃপর লিঙ্গনাম অক্ষমালা মত।
কিছু কহি নামাবলী শুন মহাব্রত ॥৪৫
অবিমুক্তেশ্বর অমৃতেশ অমরেশ।
অজগন্ধেশ্বর অনৃতেশ অরুণেশ ॥৪৬
অত্রীশ্বর অগ্নীশ্বর[১১৬] অগ্নিবর্ণেশ্বর।
অন্ধকেশ অপ্সরেশ অক্রোধনেশ্বর ॥৪৭
অনুযুগেশ্বর তথা অসি-সঙ্গমেশ।
অট্টহাসেশ্বর অকারেশ অঘোরেশ ॥৪৮
অগস্ত্যেশ অদিতীশ অঙ্গারকেশ্বর[১১৭]।
অর্জ্জুনেশ অপাদেশ অবধূতেশ্বর ॥৪৯

(১১৬) অগ্নীশ্বর—জৈনমন্দিরঘাটের দক্ষিণে অগ্নীশ্বর ঘাট। ইহাকেই প্রাচীন অগ্নিতীর্থ বলে। অগ্নিতীর্থের ধারেই অগ্নীশ্বরের মন্দির। এখানে আরও অনেক দেবালয় আছে।

(১১৭) অঙ্গারকেশ্বর—মহীসুত (মঙ্গল) ত্রিলোকবিদিত কাশীপুরীতে কম্বলাশ্বতর নামক নাগদ্বয়ের উত্তরভাগে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া এরূপ উগ্র তপস্যা করেন যে, তাঁহার শরীর হইতে জ্বলদঙ্গার সদৃশ তেজঃ নির্গত হইয়াছিল। একারণ তাঁহার "অঙ্গারক" ও তৎপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের "অঙ্গারকেশ্বর" খ্যাতি হয়।

মঙ্গলবার চতুর্থীতিথিতে জাহ্নবীজলে অবগাহন করিয়া অঙ্গারকেশ্বরকে নমস্কার করিলে, আর কোন গ্রহভয় থাকে না, ঐ তিথিবারে জপহোম করিলে তাহা অক্ষয় হয়। (কাশীখণ্ড ১৭ অঃ)

অলর্কেশ অনন্তেশ অম্বরীষেশ্বর।
অগ্নীধ্রেশ অম্বিকেশ অঙ্গিরসেশ্বর ॥৫০
অশ্বত্থামেশ্বর অন্তকেশ্বর অজেশ।
অক্ষপাদেশ্বর অচলেশ অশোকেশ ॥৫১
আপস্তম্বেশ্বর আশ্বিনেশ আষাঢ়ীশ।
আজ্যপেশ আশাপূর্ণেশ্বর আহুতীশ ॥৫২
ইন্দ্রাণীশ ইন্দ্রেশ্বর ইন্দ্রমণীশ্বর।
ইক্ষাকীশ্বর তথা ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর ॥৫৩
ঈশানেশ ঈশ্বরেশ ঈষদ্ধাস্যেশ্বর।
উপজন্তনেশ তথা উপশান্তীশ্বর ॥৫৪
উত্থিতেশ উৎকলেশ উমাপতীশ্বর।
উত্তরসমুদ্রেশ্বর উদ্দালকেশ্বর ॥৫৫
উগ্রেশ উতথরামদেবেশ উমেশ।
উপমন্যীশ্বর উর্ব্বশীশ উটজেশ ॥৫৬
ঊর্দ্ধবক্ত্রেশ্বর তথা ঊর্দ্ধরেতেশ্বর।
ঊর্দ্ধপাদেশ্বর তথা ঊর্দ্ধকেশেশ্বর ॥৫৭
ঋণমোচনেশ ঋত্বীশ্বর ঋদ্ধীশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গেশ্বর তথা ঋতুপর্ণেশ্বর ॥৫৮
একাদশেশ্বর তথা একপাদেশ্বর।
একলিঙ্গেশ্বর তথা একজটেশ্বর ॥৫৯
ঐক্ষেশ ঐধ্রুবেশ ঐরাবতেশ্বর।
ঐশ্বর্য্যেশ ঐশ্বরেশ ঐসাধনেশ্বর ॥৬০

ওঙ্কারেশ[১১৭] ওজসেশ ঔড়ম্বরেশ্বর।
ঔতথেশ ঔদার্য্যেশ ঔদ্দালকেশ্বর ॥৬১
কাশীশ্বর কেদারেশ কাত্যায়নীশ্বর।
কৃত্তিবাস কামেশ্বর কর্কোটকেশ্বর ॥৬২
করুণেশ কপর্দ্দীশ কুণ্ডোদরেশ্বর।
কপোতবৃত্তীশ কম্বলাশ্বতরেশ্বর ॥৬৩
কুক্কুটেশ কলসেশ কপালীশ্বর।
কিরাতেশ কৌথুমেশ করবীরেশ্বর ॥৬৪
কণ্বেশ্বর কুশীশ্বর কুণ্ডেশ্বর যথা।
কৌস্তুভেশ কণাদেশ কুন্তলেশ তথা ॥৬৫
কন্দুকেশ[১১৮] কপিলেশ কলিন্দমেশ্বর।

(১১৭) ওঁকারেশ্বর—মৎস্যোদরীতীরে ওঁকারেশ্বরলিঙ্গের অবস্থিতি। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, পিতামহ ব্রহ্মা সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার সহস্রযুগ পর্য্যন্ত তপস্যা করেন, তপস্যা শেষ হইলে সহসা সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া বিশ্ববিদ্যোতক এক মহাজ্যোতিঃ সমুত্থিত হওয়ায় তিনি সমাধি ত্যাগ করিয়া সম্মুখে দৃষ্টি করিলে ঐ জ্যোতিঃ মধ্যে সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্ট অকার, উকার, মকার, নাদ ও তদুপরি জগদ্‌যোনি বিন্দুরূপ পরাৎপরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপী প্রণবাত্মক শঙ্করকে দর্শন করিয়া তাঁহার বহুধা স্তব করিলেন। প্রজাপতির সেই সকল স্তুতিবাক্যে পরিতুষ্ট বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, হে পিতামহ! আমার অনুগ্রহে তোমার লোকসৃষ্টিসামর্থ্য হউক। তোমার তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্য এই যে, শব্দময় প্রণবরূপ লিঙ্গ উত্থিত হইয়াছেন, ইহাঁর আরাধনায় মানবগণেরও ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির বাধা থাকিবে না। প্রণবেশ্বর-মূর্ত্তি দর্শন করিলে অশ্বমেধ ও চতুর্ব্বর্গ ফল অতি সুলভেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কাশীখণ্ড ৭৩ অঃ)

(১১৮) কন্দুকেশ্বর—জ্যেষ্ঠেশ্বরের সন্নিকটে সর্ব্বদুষ্টদমনকারী কন্দুকেশ্বর

কঙ্কেশ্বর কণ্ঠেশ্বর কহোলেশবর ॥৬৬

কুবেরেশ[১১৯] কিরণেশ কুব্জাম্বরেশ্বর।

কণ্বেশ্বর কালেশ্বর কালঞ্জটেশ্বর ॥৬৭

শিবলিঙ্গ বিরাজমান; ভগবতীর ক্রীড়াকন্দুক হইতে ইঁহার উৎপত্তি। একদা জগন্মাতা শিবানী ভূতনাথ সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠস্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় কন্দুকক্রীড়ায় মনোনিবেশ করেন। ইত্যবসরে বিধাতৃবরদর্পে দার্পত, ত্রিভুবন-বিদিত বিদল ও উৎপল নামক অন্তরীক্ষচর দুর্দ্দান্ত দস্যুদ্বয় তাঁহাকে অবলোকন করিয়া হরণ মানসে আকাশমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পার্ষদমূর্ত্তি পরিগ্রহ-পূর্ব্বক চঞ্চলচিত্তে দেবীর নিকট আগমন করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ বিভু বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের দুরভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া লোচনোদ্ভূত চাঞ্চল্য নিবন্ধন দুর্গঘাতিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতি কটাক্ষপাত করায় তিনি মহেশ্বরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া হস্তস্থিত কন্দুক দ্বারাই দুষ্টদ্বয়কে আঘাত করিলে, তাহারা বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ভূপতিত হইল। দেবী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই কন্দুকও তখন শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হইল। এই কন্দুকেশ্বরলিঙ্গের ভজনা করিলে ভগবতী ভয়নাশিনী ভবানী সতত তাহার কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। স্বয়ং মৃড়ানীও এই কন্দুকেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। (কাশীখণ্ড ৬৫ অঃ)

(১১৯) কুবেরেশ্বর—সোমযাজিকুলোদ্ভূত যজ্ঞদত্তনামা এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বেদবিদ্ দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পুত্র কালবশে বিধি বিড়ম্বনায় ঘটনাক্রমে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া যারপর নাই দুর্ব্বৃত্ত, দুরাচারী ও দ্যূতক্রীড়াসক্ত হন। কিছুদিন পরে যজ্ঞদত্ত কুলধর্ম্মত্যাগী দ্যূতক্রীড়ানিরত পুত্রকে তাড়াইয়া দিলে,সে দেশান্তরে গমন করে। একদিন শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে বিধির চক্রে মুষ্টান্ন পর্য্যন্তও সংঘটন না হওয়ায় সমস্ত দিন উপবাস করিয়া খাদ্যসংগ্রহের জন্য বিষম বিব্রতভাবে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছে, প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, এমন সময় এক ভক্তকে পূজোপহার সমভিব্যাহারে মহাদেবের পূজার জন্য গ্রামান্তরে যাইতে দেখিয়া পূজান্তে ঐ সকল নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ভক্ত পূজা শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ নিদ্রিত হইলে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে যে সেখানে দীপের

কৃষ্ণেশ্বর কচেশ্বর করন্ধমেশ্বর।
কোটীশ্বর[১২০] কুমীশ্বর কনকেশবর॥৬৮

তাদৃশ ঔজ্জ্বল্য নাই, একারণ নৈবেদ্যাদি গ্রহণের অসুবিধা হওয়ায় স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ছিঁড়িয়া বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া প্রদীপের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিল। অনন্তর পক্কান্ন গ্রহণ করিয়া বাহিরে যাইবার সময় তাহার পদশব্দে সেখানকার লোক জাগিয়া চোর বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কিছুদূর গিয়া ধরা পড়িলে, ধনঞ্জয়মন্ত্রোপদিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকুমার তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

যজ্ঞদত্তপুত্র ঐ দীপদান ফলে পরজন্মে কলিঙ্গদেশাধিপতি হইয়া প্রাক্তন স্মৃতিবলে দীপদানের ফল বুঝিতে পারিয়া নিয়তই শিবালয়ে দীপদান করেন। সেই পুণ্য ফলে তৎপরজন্মে তিনি অলকাপুরাধিপতি হন। অনন্তর পদ্মকল্প অতীত হইয়া রৌদ্রকল্প আরম্ভ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী কাশীপুরীতে আসিয়া ইনি দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এক অদ্ভুত দীপ মহাদেবের উদ্দেশে প্রদান করেন, অর্থাৎ তপোবলে সেই দেবদেব মহাদেবের তেজোময় মূর্ত্তি স্বীয় হৃদয়ে বিকাশ করিয়া তত্রত্য অন্ধকার নাশ করেন। ইহার পর শম্ভুলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক দশলক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট দেহে ঘোর তপস্যা করেন।

একদা বিশালাক্ষী দেবীর সহিত স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তথায় আসিয়া অলকাপতিকে বৃক্ষ সদৃশ নিশ্চলভাবাপন্ন হইয়া একমাত্র লিঙ্গের প্রতি হৃদয়ার্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার উপর উভয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন এবং উদ্বোধ জন্মাইয়া তাঁহাকে বর দিলেন যে, তুমি 'কুবের' নামে প্রসিদ্ধি লাভ কর, আর তোমার স্থাপিত এই শিবলিঙ্গ "কুবেরেশ্বর" নামে বিখ্যাত হইবে। আমার দক্ষিণভাগে কুবেরেশ্বরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য কখনই পাপ, তাপ ও দরিদ্রতায় লিপ্ত হইবে না। (কাশীখণ্ড ১৩ অঃ)

(১২০) কোটিলিঙ্গেশ্বর—ত্রিলোচন মন্দিরের দক্ষিণভাগে দেবসভা ও বিখ্যাত কোটিলিঙ্গেশ্বর মূর্ত্তি বিরাজিত। এই লিঙ্গটী দুইহাত উচ্চ, লিঙ্গের অঙ্গ এরূপে গঠিত যে, দেখিলেই শত শত শিবলিঙ্গের একত্র অধিষ্ঠান বলিয়া বোধ হয়।

কুষ্মাণ্ডেশ কংখলেশ কৌণ্ডিল্যেশ তথা
ক্রন্থীশ্বর কথেশ্বর কর্দ্দমেশ যথা ॥৬৯
কাশ্যপেশ কিকসেশ কালরাজেশ্বর।
কলিঙ্গেশ কালকেশ কালনাথেশ্বর ॥৭০
কুন্তীশ্বর কঠেশ্বর খুরকত্রীশ্বর।
খট্টাঙ্গেশ খঞ্জাঙ্গেশ খড়গপাণীশ্বর ॥৭১
গোপ্রেক্ষেশ গোকর্ণেশ গণাধ্যক্ষেশ্বর।
গালবেশ গায়ত্রীশ গণাধিপেশ্বর ॥৭
গন্ধর্ব্বেশ গোভিলেশ গদাধরেশ্বর।
গর্গেশ্বব গুহেশ্বর গণেশ্বরেশ্বর ॥৭৩
গভস্তীশ গয়াধীশ শ্রীগরুড়েশ্বর।
গঙ্গেশ্বর গণেশ্বর শ্রীগৌতমেশ্বর ॥৭৪
গৌরীশ্বর গদেশ্বর গুণগ্রামেশ্বর।
ঘনটঙ্কারকেশ্বর ঘণ্টাকর্ণেশ্বর ॥৭৫
চন্দ্রেশ্বর চণ্ডীশ্বর চতুর্ব্বেদেশ্বর।
চ্যবনেশ চতুর্থেশ চিত্ররথেশ্বর ॥৭৬
চণ্ডেশ্বর চক্রেশ্বর চতুঃসাগরেশ।
চিত্রাঙ্গদেশ্বর তথা সচিত্রগুপ্তেশ ॥৭৭
চতুর্মুখেশ্বর তথা চৈত্ররথেশ্বর।
চিরকালেশ্বর তথা চিত্রকামেশ্বর ॥৭৮
ছগলাণ্ডেশ্বর তথা ছাগমুণ্ডেশ্বর।
ছাগবক্ত্রেশ্বর তথা ছত্রভোগেশ্বর ॥৭৯

জয়ন্তীশ জাবালীশ জ্যোতীরূপেশ্বর।
জ্যেষ্ঠেশ্বর জলেশ্বর জলপ্রিয়েশ্বর ॥৮০
জারধীশ জালকেশ জমদগ্নীশ্বর।
জটীশ্বর জালেশ্বর জাতুকর্ণেশ্বর ॥৮১
জম্বুকেশ জনকেশ জাম্বুবতীশ্বর।
জৈমিনীশ জালন্ধেশ জরাসন্ধেশ্বর ॥৮২
জ্বলেশ্বর জ্বরেশ্বর জ্বরনাশেশ্বর[১২১]।
জননেশ জালকেশ জরাহরেশ্বর ॥৮৩
জাঙ্গলীশ জালমেশ জঙ্ঘাবক্রেশ্বর।
জীমূতবাহনেশ্বর জৈগীষব্যেশ্বর ॥৮৪
ঝঞ্ঝাবাতেশ্বর তথা ঝণৎকারেশ্বর।
ঝিল্লীকেশ ঝর্ঝরীশ তথা ঝিণ্টীশ্বর ॥৮৫
টঙ্কনেশ টিট্টিভেশ টঙ্কধরেশ্বর।
ঠাকুরেশ ঠবর্গেশ ঠনৎকারেশ্বর ॥৮৬
ডাকিনীশ ডম্বরেশ শ্রীডুণ্ডুভেশ্বর।
ঢুণ্টীরাজেশ্বর তথা ঢক্কানাদেশ্বর ॥৮৭
ত্রিলোচন ত্রিপিষ্টপ[১২২] ত্রিপুরান্তকেশ।
ত্রিশূলেশ ত্র্যম্বকেশ শ্রীতিলপর্ণেশ ॥৮৮

(১২১) জ্বরহরেশ্বর—বাগীশ্বরী মন্দিরের নিকটেই জ্বরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। অনেকের বিশ্বাস, জ্বরহরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। এইরূপে সিদ্ধেশ্বর মানবের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

(১২২) ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ—ত্রিলোচনের দক্ষিণদিকে পিলিপিলাতীর্থে অর্থাৎ

ভৃঙ্গেশ্বর তাণ্ডবেশ তিলভাণ্ডেশ্বর।
ভৃম্বুরেশ তক্ষকেশ তপশ্চণ্ডেশ্বর ॥৮৯
তারেশ্বর[১২৩] তপোশ্বর ত্বষ্টৃ সত্যক্ষেশ।
ত্রিসন্ধ্যেশ ত্রিপুরেশ তমেশ তম্বেশ ॥৯০
থাভিল থোতুরেশ্বর থরহরেশ্বর।
থৈথৈনাদেশ্বর তথা থিথিনাদেশ্বর ॥ ১
দণ্ডীশ্বর দীপ্তীশ্বর দেবদেবেশ্বর।
দক্ষেশ্বর[১২৪] দৈত্যেশ্বর ভীমচণ্ডেশ্বর ॥৯২
দধিচীশ দমনেশ দধিখণ্ডেশ্বর।
দিবসেশ দুর্ব্বাসেশ দত্তাত্রেয়েশ্বর ॥৯৩
দিলীপেশ দ্বারকেশ দেবযানীশ্বর।
দারুকেশ দালিভেশ দাক্ষায়ণীশ্বর[১২৫] ॥৯৪
দিগেশ্বর দ্বারেশ্বর দধিকল্পেশ্বর।

যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া যমুনা, সরস্বতী ও নর্ম্মদা নদী হাস্ত করিতেছেন, তথায় ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। উক্ত পাপনাশিনী নদীগুলি যেন ত্রিপিষ্টপলিঙ্গকে স্নান করাইবার জন্যই এখানে সমবেত হইয়াছেন। বিরজা নামক প্রসিদ্ধ পীঠেও ইহাঁর অবস্থান জানা যায়।

(১২৩) তারকেশ্বর—মণিকর্ণিকার ঠিক সম্মুখে তারকেশ্বরের মন্দির। অন্তিমকালে এই তারকেশ্বরই কাশীবাসীকে তারকব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। (সৌরপু০ ৬।৮)

(১২৪) দক্ষেশ্বর—বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির মধ্যেই দক্ষেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

(১২৫) দাক্ষায়ণীশ্বর—রত্নেশ্বরলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে পার্ব্বতী দাক্ষায়ণীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (কাশীখ০)

দক্ষিণসমুদ্রেশ্বর দশহরেশ্বর[126] ॥৯৫

দিবোদাসেশ্বর[127] তথা দশাশ্বমেধেশ[128]।

দুর্গমেশ দেবরেশ দ্রোণেশ দৃঢ়েশ ॥৯৬

দ্যাব্যাভূমীশ্বর তথা দেবসংঘেশ্বর।

ধর্ম্মেশ্বর ধ্রুবেশ্বর[129] ধন্বন্তরীশ্বর ॥৯৭

(১২৬) দশহরেশ্বর—দশাশ্বমেধঘাটের উপর অবস্থিত।

(১২৭) দিবোদাসেশ্বর—গঙ্গার পশ্চিমতটে মীরঘাটের উপর দিবোদাসেশ্বরের মন্দির। কাশীপতি রিপুঞ্জয় দিবোদাস এখানে একটী শিবালয় ও তাহাতে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। (কাশীখ০ ৫৮।২:১-১২)

বর্ত্তমান মন্দির বড় অধিক দিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

দিবোদাসেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির মধ্যে "বিংশবাহুক" নামে আরও এক দেবমূর্ত্তি আছে, তাঁহাব ২০ খানি হাত।

যেখানে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত, সেই স্থানই "ভূপালশ্রী" তীর্থ বলিয়া অভিহিত।

(১২৮) দশাশ্বমেধ—ব্রহ্মা রাজা দিবোদাসের সাহায্যে কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যে স্থানে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেইস্থান দশাশ্বমেধ তীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত। পুরাকালে এই তীর্থ 'রুদ্রসরোবর' নামে খ্যাত ছিল। ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি তাহার দশাশ্বমেধ নাম হইয়াছে। (কাশীখ০ ৫২।৫৩-৬০)

এইস্থানে ব্রহ্মা "দশাশ্বমেধেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দশাশ্বমেধতীর্থে স্নান করিলে মানবগণ রোগশূন্য এবং দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। (মৎস্যপু০ ১৮৩।৭১)

এই দশাশ্বমেধ তীর্থে তিনটি মাত্র আহুতি দিলে অগ্নিহোত্রযাগের ফল লাভ হয়। (কাশীখ০ ৩৩।১৭৯) এখানে প্রায় ৭০০ মন্দির আছে।

(১২৯) ধ্রুবেশ্বর—সূর্য্যকুণ্ডের নিকটেই ধ্রুবেশ্বরের মন্দির, ধ্রুব এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। (কাশীখণ্ড)

ধরণীশ ধূর্জ্জটীশ ধুন্ধমারেশ্বর।
ধৌতপাপেশ্বর তথা ধর্ম্মরাজেশ্বর ॥৯৮
নন্দীকেশ নিবাসেশ নীলকণ্ঠেশ্বর।
নকুলীশ নৈধ্রুবেশ নন্দীসেনেশ্বর ॥৯৯
নৈগমেশ নারদেশ নন্দীশ্বর তথা।
নকুলেশ নির্জরেশ নিম্নগেশ যথা ॥১০০
নমুচীশ নৈঋতেয় নিষ্পাপেশবর।
নর্ম্মদেশ নক্ষত্রেশ নিষ্কলঙ্কেশ্বর ॥১০১
নলেশ্বর নাকেশ্বর নাকদানেশ্বর।
নিকুম্ভেশ নির্বিঘ্নেশ শ্রীনন্দনেশ্বর॥ ১০২
প্রণবেশ পর্ণাদেশ পিতামহেশ্বর।
প্রীতকেশ প্রয়াগেশ পশুপতীশ্বর ॥১০৩
প্রহ্লাদেশ প্রচণ্ডেশ পাপতক্ষকেশ।
পলিতেশ পর্ব্বতেশ পূর্ব্বসমুদ্রেশ ॥১০৪
পশ্চিম-সমুদ্রেশ্বর পুরবরেশ্বর।
প্রসন্নবদনেশ্বর পঞ্চচূড়েশ্বর ॥১০৫
পর্জ্জ্যন্যেশ পরণেশ পাপবিনাশেশ।
পিত্রীশ্বর প্রীতেশ্বর প্রপিতামহেশ। ১০৬
পুলস্তেশ পৌলস্ত্যেশ পরাশরেশ্বর।
পার্ব্বতীশ পিঙ্গলেশ পঞ্চশিখেশ্বর ॥ ১০৭
পিপ্পলেশ পরান্নেশ পঞ্চনদেশ্বর।
প্রসন্নেশ পিশাচেশ প্রিয়ব্রতেশ্বর ॥১০৮

পুষ্পদন্তেশ্বর তথা পুরহুতেশ্বর।
পিঙ্গলাক্ষেশ্বর তথা পঞ্চাক্ষরেশ্বর ॥ ১০৯
পরদ্রব্যেশ্বর তথা প্রতিগ্রহেশ্বর।
পঞ্চপাণ্ডবেশ তথা প্রহর্ষিতেশ্বর ॥ ১১০
পৃথ্বীশ্বর প্রভামহেশ্বর পাতালেশ।
ফাল্গুনেশ ফন্দুকেশ তথা ফেরবেশ ॥ ১১১
বিশ্বেশ্বর বীরেশ্বর বিশ্বকর্মেশ্বর।
ব্রহ্মেশ্বর[১৩০] বৃষেশ্বর বৃদ্ধকালেশ্বর ॥ ১১২
বরণাসঙ্গমেশ্বর বৃষভধ্বজেশ।
বিমলেশ বিজয়েশ বৃদ্ধবসিষ্ঠেশ ॥ ১১৩
বিঘ্নেশ্বর বল্লীশ্বর বিরূপাক্ষেশ্বর।
ব্যাঘ্রেশ্বর বৎসেশ্বর বামদেবেশ্বর ॥ ১১৪
বাণীশ্বর বেদেশ্বর বাজসনেয়েশ।
বৃষ্যুভেশ বভ্রবীশ বিম্বক্সেনেশ ॥ ১১৫
বিজ্বরেশ বিশাখেশ বৃহস্পতীশ্বর[১৩১]।
বিধীশ্বর বাণীশ্বর বালচন্দ্রেশ্বর ॥ ১১৬
বাণেশ্বর বক্রেশ্বর বৈরোচনেশ্বর।
বাসুকীশ বাস্কলীশ বভ্রাজকেশ্বর ॥ ১১৭
বরণেশ বরাহেশ বিশ্বদেবেশ্বর।
ব্যাসেশ্বর বাতেশ্বর বীরভদ্রেশ্বর ॥ ১১৮

(১৩০) ব্রহ্মেশ্বর—১২৯ পাদ টীকায় দশাশ্বমেধ বিবরণ দেখ।

(১৩১) যমেশ্বর—সঙ্কটাঘাটের কাছাকাছিই যমেশ্বর ঘাট। এই ঘাটও চন্দ্রপুষ্করিণী এবং অগ্নীশ্বরের মধ্যবর্ত্তী। এখানে যমেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত।

বিশ্বতীর্থেশ্বর তথা বভ্রাতকেশ্বর।
ভদ্রেশ্বর ভীমেশ্বর ভস্মগাত্রেশ্বর ॥১১৯
ভবেশ্বর ভূতেশ্বর ভরদ্বাজেশ্বর।
ভূর্ভুবেশ ভুবনেশ ভারভূতেশ্বর ॥১২০
ভূতীশ্বর ভৃঙ্গীশ্বর ভগীরথেশ্বর।
ভৈরবেশ ভরতেশ ভাগীরথীশ্বর ॥১২১
(ভীষ্মেশ্বর ভবানীশ ভূতনাথ তথা।
ভাবময়েশ্বর ভদ্রকালেশ্বর যথা ॥১২০
মহাদেব মহালিঙ্গ মণিকর্ণিকেশ।
মোক্ষদ্বারেশ্বর মহাতেজোবিধানেশ ॥১২১)
মহেশ্বর মৃদ্বীশ্বর মহাবলেশ্বর।
মধ্যমেশ মরুকেশ মহাকালেশ্বর ॥১২২
মাণ্ডবেশ মণ্ডলেশ মল্লিকার্জ্জুনেশ।
মাণ্ডুকেশ মতঙ্গেশ মিত্রাবরুণেশ ॥১২৩
মারুতেশ মগধেশ মহানদেশ্বর।
মণ্ডুকেশ মুকুন্দেশ মহাযোগীশ্বর ॥১২৪
মকারেশ মার্কণ্ডেশ মধুকৈটভেশ।
মালতীশ মরিচীশ মনঃপ্রকামেশ ॥১২৫
মোক্ষেশ্বর মুণ্ডেশ্বর মোহকূটেশ্বর।
মহাপাশুপতেশ্বর মহালয়েশ্বর ॥১২৬
মেঘেশ্বর মন্দ্রেশ্বর মহিষাসুরেশ।
ময়ূরেশ মোক্ষদেশ মহাস্বপ্নদেশ ॥১২৭

মুকুটেশ মাগধেশ মহালক্ষ্মীশ্বর।
মুণ্ডাসুরেশ্বর তথা মহামুণ্ডেশ্বর ॥১২৮
মদালসেশ্বর তথা মুখপ্রেক্ষণীশ।
মহাসিদ্ধীশ্বর তথা মাণ্ডকায়নীশ॥১২৯
মহাদেবেশ্বর তথা মুচকুন্দেশ্বর।
মধুপিঙ্গলেশ তথা মরুকোটেশ্বর ॥১৩০
মহাব্রতেশ্বর তথা শ্রীমহেন্দ্রেশ্বর।
যমেশ্বর যোগেশ্বর যজ্ঞবন্ধেশ্বর ॥১৩১
যযাতীশ যামুনীশ যমুনেশ[১৩২] তথা।
যমুনাসঙ্গমেশ্বর যোগীশ্বর যথা ॥১৩২
যাগেশ্বর যজ্ঞেশ্বর তথা যদিচ্ছেশ।
রত্নেশ্বর রুদ্রেশ্বর রম্ভেশ রাকেশ ॥১৩৩
রাবণেশ রাক্ষসেশ রুক্মাঙ্গদেশ্বর[১৩৩]।
রামেশ্বর রাধেশ্বর রাজরাজেশ্বর ॥১৩৪
রাঘবেশ রেবন্তেশ রুদ্রবাসেশ্বর।
রুক্মিণীশ রেবন্তীশ তথা রতীশ্বর ॥১৩৫
লাঙ্গলীশ লিখিতেশ লোকপালেশ্বর।
লক্ষ্মণেশ লোমকেশ লোকেশ্বর বর ॥১৩৬

(১৩২) যমুনেশ্বর শিবলিঙ্গ—ত্রিপিষ্টপলিঙ্গের পশ্চিমদিকে যমুনা নদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। (কাশীখ০ ৫৭।৫-১১)

(১৩৩) রুক্মেশ্বর বা রুক্মাঙ্গদেশ্বর—গঙ্গার ধারে চৌকীঘাটের উপর রুক্মেশ্বরের মন্দির, ইহার নিকটে অনেক নাগমুর্ত্তি বিরাজিত।

লোলার্কেশ লঙ্কাজয়ী রঘুনাথেশ্বর।
নহুষেশ ললিতেশ লঙ্কেশ্বর বর ॥১৩৭
বৃত্রেশ্বর বুধেশ্বর বৈশ্বানরেশ্বর।
বৈদ্যনাথ বেদ্যনাথ ব্রহ্মরাত্রেশ্বর ॥১৩৮
বায়ব্যেশ বিভাণ্ডেশ বৈবস্বতেশ্বর।
বৃদ্ধকেশ বসিষ্ঠেশ ব্রহ্মপাদেশ্বর ॥১৩৯
বিন্দতীশ বাস্কলীশ বিশালাক্ষীশ্বর।
বাগীশ্বর বলীশ্বর বিশ্বাবস্বীশ্বর ॥১৪০
বৃষাদেশ বাল্মীকেশ বাজিমেধেশ্বর।
বৈরাগ্যেশ বামকেশ ব্রহ্মনালেশ্বর ॥১৪১
ব্রাহ্মীশ্বর বন্দীশ্বর বলভদ্রেশ্বর।
বটেশ্বর বৈদ্যেশ্বর বিনায়কেশ্বর ॥১৪২
বাভ্রবেশ বিনতেশ বালিখিল্যেশ্বর।
বীরব্রহ্মেশ্বর তথা বীররামেশ্বর ॥১৪৩
শৈলেশ্বর শুক্রেশ্বর শশিভূষণেশ।
শিবেশ্বর সৃষ্টেশ্বর সালঙ্কায়নেশ ॥১৪৪
শ্রীকণ্ঠেশ শাণ্ডিল্যেশ শূলটঙ্কেশ্বর।
শঙ্করেশ শিলাদেশ শনৈশ্চরেশ্বর ॥১৪৫
শাখেশ্বর শূলেশ্বর শ্বেতদ্বীপেশ্বর।
সুতেশ্বর শুকেশ্বর শঙ্কুকর্ণেশ্বর ॥১৪৬
শৌনকেশ শশাঙ্কেশ শঙ্খচূড়েশ্বর।
শক্রেশ্বর শঙ্খেশ্বর শান্তনবেশ্বর ॥১৪৭

শান্তীশ্বর শুক্রেশ্বর শ্রীশক্রবিঘ্নেশ্বর।
শীতলেশ শৈলাদেশ তথা শশীশ্বর ॥১৪৮
ষড়ঙ্গেশ ষন্মুখেশ ষড়াননেশ্বর।
সূক্ষ্মেশ্বর স্থূলেশ্বর স্বর্গদ্বারেশ্বর ॥১৪৯
সত্যবতীশ্বর তথা স্থূলকর্ণেশ্বর।
স্বর্লীনেশ সনকেশ সহস্রাক্ষেশ্বর ॥১৫০
স্থাণুকেশ সনন্দেশ সনৎকুমারেশ।
সিদ্ধীশ্বর সতীশ্বর[১৩৪] সনৎসুজাতেশ ॥১৫১
সাবিত্রীশ সগরেশ স্বয়ম্ভুবেশ্বর।
স্বপ্নেশ্বর সিদ্ধেশ্বর সক্তুপ্রস্থেশ্বর ॥১৫২
সোমেশ্বর সীতেশ্বর সপ্ততপেশ্বর।
সুগ্রীবেশ সমূর্দ্ধেশ সুপ্রতীকেশ্বর ॥১৫৩
সংহারভৈরবেশ্বর স্বর্ণভারদেশ।
সরযূসঙ্গমেশ্বর সপ্তসাগরেশ ॥১৫৪

(১৩৪) সতীশ্বর—রত্নেশ্বরের পূর্ব্বদিকে সতীশ্বরলিঙ্গের অবস্থান। কাশীখণ্ডে শুনা যায় যে, ভগবতী ব্রহ্মার প্রার্থনায় দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবসন্তুষ্টির জন্য কাশীতে আসিয়া এক লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করেন। তাহাতে দেবাদিদেব মহাদেব যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া সতীকে বর দেন যে, হে দক্ষকন্যকে! অচিরাৎ তোমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইবে, অদ্য হইতে অষ্টম দিবসে তোমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তোমাকে আমায় সমর্পণ করিবেন। আর যে কোন কুমারী বা কুমার তোমার প্রতিষ্ঠিত এই "সতীশ্বর" লিঙ্গের আরাধনা করিবে, তাহারাও তাহাদের অভিলাষানুরূপ পতিপত্নী লাভ করিবে। ইহা বলিয়া মহেশ্বর সেই লিঙ্গ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। (কাশীখণ্ড ৯৩ অং)

সমুদ্রেশ সুকেশেশ শাতাতপেশ্বর।
স্বর্ণাক্ষেশ সুমুখেশ সুপ্রক্ষল্যেশ্বর ॥১৫৫
স্কন্দেশ্বর সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বতীর্থেশ্বর।
সূর্য্যেশ্বর সঙ্কেশ্বর সারস্বতেশ্বর[১৩৫] ॥১৫৬
সলিলসঙ্গমেশ্বর সোমনন্দীশ্বর।
সিদ্ধাষ্টকেশ্বর তথা সোমনাথেশ্বর ॥১৫৭
হরেশ্বর হৃৎকেশ্বর হিরণ্যগর্ভেশ।
হর্ষিতেশ হাটকেশ হিমবৎসরেশ ॥১৫৮
হরিতেশ হস্তকেশ হস্তিপাণীশ্বর।
হুণ্ডনেশ হেতুকেশ হনূমদীশ্বর ॥১৫৯
হারদীশ হিমাদ্রীশ হরিকেশেশ্বর।
হিরণ্যকশ্যপেশ্বর হরিশ্চন্দ্রেশ্বর ॥১৬০
হিমাচলেশ্বর তথা হিরণ্যাক্ষেশ্বর।
হেমকূটেশ্বর তথা হিমালয়েশ্বর ॥১৬১
ক্ষেত্রেশ্বর ক্ষেমঙ্করীশ্বর ক্ষৌণীশ্বর।
ক্ষমেশ্বর ক্ষেমেশ্বর ক্ষেত্রপালেশ্বর ॥১৬২
ইত্যাদি অসংখ্য লিঙ্গ কাশীপ্রকাশিত।
দেবাসুরনাগগণ সভার স্থাপিত ॥১৬৩

(১৩৫) সরস্বতীশ্বর—পিলিপিলা তীর্থে [illegible] নামে এই সরস্বতীশ্বর বা সারস্বতেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা ত্রিপিষ্টকালিঙ্গের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। (কাশীখ০ ৫৭।৫-১১)

গঙ্গার বালুকা যদি গণনা হইবে।
কাশীস্থিত শিবলিঙ্গ সংখ্যা কে করিবে ॥১৬৪
ভবানীশঙ্কর তথা জটাশঙ্করাদি।
বহু মূর্ত্তি বিরাজিত কে লিখে অবধি ॥১৬৫

পঞ্চমাংশ

ভগবতীর বিভিন্ন মূর্ত্তি কথন

ইতঃপর কহিব দেবীর নামাবলি।
যে নাম স্মরণে জন্ম যায় কুতূহলি ॥১৬৬
অন্নপূর্ণা অধঃকেশী অম্বা অম্বালিকা।
অম্বিকা অযুতভুজা অহজিহালিকা॥১৬৭
অজপা অপরাজিতা অন্তরম্মালিনী।
অশ্বারূঢ়া অষ্টবজ্রা অভয়কারিণী ॥১৬৮
অঙ্গারেশী অমৃতেশী অমর ঈশ্বরী।
অট্টহাসা অক্ষয়া অনন্ত আশাপুরী ॥১৬৯
ইন্দ্রাণী ইন্দ্রেশী ঈষদ্ধাসিনী ঈশানী।
উত্তরা উল্লুকা উষ্ট্রগ্রীবা উচ্চাটিনী ॥১৭০
ঊর্দ্ধকেশী ঊর্দ্ধনেত্রা উদ্ধৃক্ তাপিনী।
ঋক্ষনেত্রা ঋজুভারা একান্তবাসিনী ॥১৭১
একজটা একেশ্বরী শ্রী ঐন্দ্রী ঐদ্ধবী।
ওদনেশী ওজসেশী ঔদার্য্যেশী সেবী ॥১৭২

কাশীকর্ম্মিশক্তি কূষ্মী ক্রৌঞ্চী কমলাক্ষী।
কুব্জিকা কৌমারী কাকী কামাক্ষা কামাক্ষী ॥১৭৩
কোটরাক্ষি কাকতুণ্ডা কমলবাসিনী।
শ্রীকটপূতনা কালী কোটরবদনী ॥১৭৪
খগেশ্বরী খড়গধারী খঞ্জননয়না।
গণেশজননী গৌরী[১৩৬] গিরিজা গগনা ॥১৭৫
গর্ত্তেশী গরুড়তন্ত্রী ঘনটঙ্ককরা।
ঘনশ্বাসা চিত্রঘণ্টা[১৩৭] চণ্ডমুণ্ডধরা ॥১৭৬
চিত্রগ্রীবা চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চতুঃষষ্ঠী।
চিত্রগুপ্তেশ্বরী চণ্ডী চামুণ্ডপ্রনষ্টী ॥১৭৭
ছিন্নমস্তা ছাগবক্ত্রেশ্বরী জ্যেষ্ঠাগৌরী।
জ্বালামুখী জয়ন্তী জৃম্ভিনী জলেশ্বরী ॥১৭৮
জয়া জপাহ্বা জপসিদ্ধি ঝিণ্টেশ্বরী।
ঝিল্লীকেশী ঝঞ্ঝা টঙ্গনেশী টোকাবরী ॥১৭৯
ঠাকুরেশী ডামরেশী ডম্বুরেশী তথা।
ঢাকেশ্বরী ঢক্কাপ্রিয়া ত্রিজগতমাতা ॥১৮০

(১৩৬) গৌরী—কেদারেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বপ্রাচীর হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পাষাণ বাঁধান ঘাটের সিড়ির এক পার্শ্বে যে একটী কূপ আছে, তাহা কাশীখণ্ডে হরপাপহ্রদ বা গৌরীকুণ্ড নামে উক্ত হইয়াছে। এখানে গৌরীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

(১৩৭) চিত্রঘণ্টেশ্বরী—ঘণ্টাকর্ণহ্রদের নিকট চিত্রঘণ্টেশ্বরী বিরাজ করেন।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী গৌরী তালজঙ্ঘেশ্বরী।
ত্রিপুরারিবর্গফলদাত্রী তালেশ্বরী ॥১৮১
ত্রিপুরভৈরবী তারা ত্বরিতা ত্রিপুরা।
ত্রিনেত্রা ত্রিবক্ত্রা তথা ত্রিবর্গা ত্র্যক্ষরা ॥১৮২
ত্রৈলোক্যবিজয়া তপঃসিদ্ধি ত্রিপদেশী।
দনুজেন্দ্রক্ষয়করী দ্রৌপদী দ্বারেশী ॥১৮৩
দৈত্যসন্তাপিনী দুর্গা দন্দশূককরা।
দণ্ডহস্তা দীপ্তদংষ্ট্রা দৃষ্টিপাশহরা ॥১৮৪
ধৌতপাপা ধূম্রাবতী ধূস্তুরমালিনী।
নারসিংহী নারায়ণী নিগড়ভঞ্জিনী ॥১৮৫
প্রচণ্ডা পিঙ্গলা-গৌরী প্রেতসংহারিণী।
পদ্মাননা পরামৃতা পাপবিনাশিনী ॥১৮৬
প্রণবেশী পদ্মকেশী পদ্মা পদ্মাবতী।
পাশপাণি ফুলেশ্বরী ফুৎকার-সন্ততি ॥১৮৭
বিধিরূপা বিরূপা বারাহী[১৩৮] বিশালাক্ষী।
বিশ্বভুজা বরাহাখ্যা ব্রাহ্মী বিরূপাক্ষী ॥১৮৮
বারাণসী[১৩৯] বাগীশ্বরী বিজয়ভৈরবী।
বিকটা বিমলা বিশ্বা গৌরী বন্দী দেবী ॥১৮৯

(১৩৮) বারাহীদেবী—দশাশ্বমেধের উত্তরে মানমন্দিরঘাটের নিকট বারাহী-দেবীর মন্দির।

(১৩৯) বারাণসীদেবী—বারাণসীদেবীর মূর্ত্তি ত্রিলোচন শিবের মন্দিরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। প্রবাদ, এই মূর্ত্তি রাজা বনার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
[৮৭ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

বর্গা বরহিতা বরপ্রেক্ষণা বেত্রাস্থা।
বিন্ধ্যনিবাসিনী বৃহৎকুক্ষি বলাকাস্থা॥১৯০
ভদ্রকালী ভীমচণ্ডী ভীষণভৈরবী।
ভবানী ভৈরবী ভয়ঙ্করী ভীমাদেবী॥১৯১
মহামায়া মায়া মহালক্ষ্মী মহারুণ্ডা।
মহাগৌরী মুখনিভালিকা মহাতুণ্ডা॥১৯২
মিত্রনেত্রা মহাবক্ত্রা মাসোপবাসিনী।
মৃগশীর্ষা মোক্ষলক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনী॥১৯৩
মোহিনী মঙ্গলা গৌরী [১৪০] ময়ূরবাহনা।
মহোল্কাস্থা মাহেশ্বরী মৃগেন্দ্রলোচনা॥১৯৪
মৈত্রীকৃৎ মৃগাক্ষী মহাভদ্রিকা মার্জ্জারী।
মুখপ্রেক্ষলিকা মুণ্ডমালিকা মায়ূরী॥১৯৫
যমদংষ্ট্রা যোগসিদ্ধিযোগযোগকরী।
রক্ষোঘ্নী রক্তাক্ষী রণপ্রিয়া রামেশ্বরী॥১৯৬
রণোৎকটা রুধিরসম্প্রীতা রণেশ্বরী।
লোলজিহ্বা লোলনেত্রা শ্রীললিতাগৌরী [১৪১]॥১৯৭
বিদ্যুজ্জিহ্বা বিদ্যুৎপ্রভা বিকটলোচনা।
বার্ত্তালী বানরতুণ্ডা বিকটদশনা॥১৯৮

(১৪০) মঙ্গলাগৌরী—চোরঘাটে মঙ্গলাগৌরীর মন্দির।

(১৪১) ললিতাদেবী—মীরঘাটের উপর ললিতাদেবীর মন্দির, তাহারই নিকট জলশায়ী বিষ্ণুর মন্দির ও বাজবল্লভ দেবালয়

বজ্রতারা বহুতুণ্ডা ব্যোমকচরণা।
বিজয়া বায়বী বহুমায়া বৃষাননা ॥ ৯৯
শতনেত্রা শববাহা শ্রীশৃঙ্গারগৌরী।
শিবারাবা শবহস্তা শুকী শিবেশ্বরী ॥২০০
শোষিণী শঙ্খিনী শুষ্কোদরী শবাসনা।
শবচণ্ডী শিখিচণ্ডী শুভা শুভাননা ॥২০১
শিশুহরা শ্লিন্না শাকম্ভরী শৈলেশ্বরী।
ষড়াননেশ্বরী ষষ্ঠী ষড়ঙ্গ ঈশ্বরী ॥২০২
সঙ্কটা[১৪২] সৌভাগ্যগৌরী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
সম্বর্ত্তললিতা সিদ্ধালক্ষ্মী স্বপ্নেশ্বরী ॥২০৩
সিংহরূপা সহস্রাক্ষা সর্ব্বসিদ্ধকরী।
সর্পাস্যা সরভাননা সিদ্ধিসিদ্ধেশ্বরী ॥২০৪
সিদ্ধিবুদ্ধি স্মরাত্মিকা সেনা স্থূলনাসা।
সুরেশ্বরী সুরপ্রিয়া শ্যামা স্থূলকেশা ॥২০৫
স্তম্ভিনী স্থাণুনী সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বদা।
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বরী শঙ্করী স্বাহা স্বধা ॥২০৬
হিঙ্গুলা হুঙ্কারহেতি-হয়গ্রীবেশ্বরী।
হরসিদ্ধি হরকণ্ঠী ক্ষেমা ক্ষেমঙ্করী ॥২০৭
ইত্যাদি ক্ষেত্রস্থা নবকোটি মহাবলা।
পঞ্চক্রোশী পথস্থিত অসংখ্য অবলা ॥২০৮

(১৪২) সঙ্কটা—অগ্নীশ্বরের দক্ষিণে ও চক্রপুষ্করিণীর উত্তরে সঙ্কটাঘাট। এখানে সঙ্কটাদেবী আছেন।

ষষ্ঠ অংশ

ভৈরব-বেতালাদি কথন

পরে লিখি ভৈরব বেতাল অনুক্রম।
অসিতাঙ্গ[১৪৩] বরুচণ্ড ক্রোধন বিষম।২০৯
উন্মত্ত কপালী তথ্যভীষণ সংহার।
আনন্দভৈরব তথা বটুক প্রচার॥২১০
শ্রীকালভৈরব তথা শ্রীভীমভৈরব।
শ্রীআদিভৈরব ভূত[১৪৪]কঙ্কাল সম্ভব॥২১১
লোলজিহ্বা বৃকোদর ক্রূরস্থ লোচন।
ক্রূরাস্থ চক্রাস্থ উগ্র জম্ভক জিম্ভন॥২১২
কর্ম্মুশির জ্বলৎকেশ বিকটদংষ্ট্র।
খর্ব্বগ্রীব মহানাস তথা মহানেত্র॥২১৩
গর্ত্তনেত্র উচ্চনেত্র তথা জ্বালানেত্র।
ইত্যাদি বেতাল নানা কাশীতে সর্ব্বত্র॥২১৪
ষড়ানন সেনাপতি নৈগম বিশাখ।
নন্দানন্দাসেন ভৃঙ্গী মহাশাখ শাখ॥২১৫

(১৪৩) অসিতাঙ্গভৈরব—সূর্য্যকুণ্ডের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে অসিতাঙ্গ ভৈরবের মূর্ত্তি, হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজীব এই মূর্ত্তি অঙ্গহীন করিয়া দেন।

(১৪৪) ভূতভৈরব—কাশীদেবীর মন্দির হইতে কিছু উত্তরে ভূতভৈরব বা বিষমভৈরবের মন্দির। ভূতভৈরবের মূর্ত্তিও অদ্ভুত। ভূতভৈরবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী মহল্লায় বারগণেশ ও জগন্নাথদেবের মন্দির।

সোমনন্দী বীরভদ্র[১৪৫] মৃত্যু প্রকম্পন।
মহাগ্রীব মহাহনুমান দশানন ॥২১৬
দ্বিশিরা ত্রিশিরা শঙ্কুকর্ণ মহাকাল।
ঘণ্টাকর্ণ মহাদেব পিঙ্গল বিশাল ॥২১৭
তিলপর্ণ ময়ূরাক্ষ কালকুম্ভোদর।
কুক্কুট বিন্দতীভ্রমী চণ্ডকৃশোদর ॥২১৮
পিঙ্গলাক্ষ কপর্দ্দী তারক ছাগবক্ত্র।
প্রভাময় স্থূলকর্ণ ঐক্ষবহুনেত্র ॥২১৯
গোকর্ণ সুমুখ ভারভূত গজানন।
নিকুম্ভক কিরাতাক্ষ বিপক্ষ তর্জ্জন ॥২২০
জিতান্তক চতুর্ম্মুখ সুকেশ ক্ষোভন।
পঞ্চহস্ত দুরাধর্ষ বীর বিদ্রাবণ ॥২২১
পর্ব্বত বিগ্রহ স্থূল শিব বিকটাস্য।
অতিস্থূলবক্ত্র স্থূলকেশ অট্টহাস্য ॥২২২
আষাঢ়া ক্ষেমক খর্ব্ব গর্ভাণ্ড মালিক।
বেণুসুবাদন জিষ্ণু মূর্দ্ধজ বৈণিক ॥২২৩
প্রচণ্ড তাণ্ডবপ্রিয় দুঃসহ পঞ্চাস্য।
ক্ষেমধন্বা পিচিণ্ডাল মুহুর্ম্মুহুঃ হাস্য ॥২২৪

(১৪৫) বীরভদ্র—তিলভাণ্ডেশ্বরের নিকটে একস্থানে অশ্বথবৃক্ষের তলে একটী ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। তাঁহারই নাম বীরভদ্র। অনেকে ইহাঁকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। এই মূর্ত্তিতে যাদৃশ শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়, অধুনাতন ভাস্করগণ তাদৃশ নিখুঁত কাজ সহজে করিতে পারে না।

দণ্ড দণ্ডপাণি ভৃঙ্গরীট শূলপাণি।
দীর্ঘ দীর্ঘগ্রীব শিরপাণি পাশপাণি ॥২২৫
লম্বকর্ণ নম্রকর্ণ তথা কোকিলাক্ষ।
শিবারাব আদি করি গণেরা প্রত্যক্ষ ॥২২৬
সগণ পিশাচ শতকোটি পরিমিত।
কাশিকার রক্ষার্থে করেন অবস্থিত ॥২২৭
গণেশাদি গণান্ত পর্য্যন্ত যত নাম।
ক্ষমা কর ন্যূনাধিক যাহা লিখিলাম ॥২২৮
এ সকল নাম যেই প্রতিদিন স্মরে।
কাশীপ্রাপ্ত না হইয়া কাশীফলে তরে ॥২২৯
এ কাল পরমানন্দে করিয়া যাপন।
অন্তকালে করে সেই কৈলাসে গমন ॥২৩০
বিশ্বেশ্বর-পাদপদ্ম ভাবি অনুক্ষণ।
ছন্দবন্দে ভণে দ্বিজ জয়নারায়ণ ॥২৩১*

সপ্তমাংশ

নগর-বর্ণন

ইতঃপর নগরশোভন বিবরণ।
বর্ণন করিব যাহা হেরিল নয়ন ॥ ১

* মূল কাশীখণ্ডের এখানে ১০৫ অধ্যায়-সমাপ্ত।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা শোভে কাশীতলে।
যেন অর্দ্ধশশী শোভে শশিমৌলিভালে ॥২
অসিসঙ্গমাদি যাবৎ বরণাসঙ্গম।
লিখিব সমস্ত ঘাট বিশেষিয়া ক্রম ॥৩
অসিঘাট[১৪৬] ভদনী[১৪৭] পরেশনাথ[১৪৮] পরে।

(১৪৬) অসিঘাট—কাশীপুরীর সর্ব্ব দক্ষিণাংশে যেখানে অসিনাম্নী স্রোতস্বতী গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তথায় অসিঘাট। যাত্রিগণ এই স্থান হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিয়া বরণাসঙ্গমে গিয়া যাত্রা শেষ করেন। এই অসিঘাটের জগন্নাথ দেবের মন্দিরে স্নানযাত্রার মেলা হইয়া থাকে, সে সময় অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। রথযাত্রার সময়েও এখানকার জগন্নাথ মূর্ত্তি অসিঘাটে আনীত ও রথোপরি স্থাপিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে এখানে ৩ দিন ধরিয়া রথযাত্রা মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় ২৫ সহস্রাধিক লোক সমাগত হয়। এখানকার অসিসঙ্গমের নিকটস্থ লোলাককুণ্ডে ভাদ্র মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে লোলাক-ষষ্ঠী মেলা হয়। এই মেলায় দুষ্ট, গুণ্ডা ও নিম্নশ্রেণীর নর্ত্তকীগণ আসিয়া যোগ দিয়া থাকে।

(১৪৭) ভদনী বা ভদৈনীঘাট—অসিঘাটের পার্শ্বে লোলাককুণ্ডের নিকট ভদনীঘাট ও ভদনী মহল্লা। এখানকার লোলার্ক কুণ্ড অতি প্রাচীন, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের লোলাকশাখা কর্ত্তৃক এই কুণ্ডটী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাণী অহল্যাবাই, অমৃত-রাও ও কয়েক জন বেহাররাজের যত্নে এই কুণ্ডটীর সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই কুণ্ডেরই কিছু দূরে ভদ্রেশ্বর-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে এখানে অনর্কচতুর্দ্দশী মেলা হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, এই চতুর্দ্দশী রাত্রিতে হনুমান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পর দিন প্রত্যূষে বহু নরনারী নব শীতবস্ত্র পরিধান করিয়া এখানকার হনুমান্ মন্দিরে আসিয়া থাকে।

(১৪৮) পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ ঘাট—উপরোক্ত ভদনী ঘাটের পরেই পার্শ্বনাথ-ঘাট। এখানে কয়েকটী জৈন দেবমন্দির আছে। জৈন যতিগণের বিশ্বাস, ২৩শ

অক্রূর সাজাদা বৈদ্যনাথ[১৪৯] তদন্তরে ॥৪
নির্জ্জলী[১৫০] নির্ব্বাণী[১৫১] হিঙ্গু[১৫২] দণ্ডীঘাট[১৫৩] দুই।

তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথস্বামী বারাণসীপতি অশ্বসেনের গৃহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এই পূত-সলিলা জাহ্নবীতটে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৭৭৭ অব্দে পার্শ্বনাথ নির্ব্বাণ লাভ করেন এবং সকল জৈনশাস্ত্র-মতে এই বারাণসী-পুরীই তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞানলাভের স্থান। এরূপ স্থলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কাশীধামে জৈন মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈন-শাস্ত্রমতে সপ্তম তীর্থঙ্কর সুপার্শ্ব-নাথ এই বারাণসীধামে জন্ম ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীর নানাস্থানে জৈনপ্রভাবের প্রাচীন নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। রাজা দিবোদাস কর্ত্তৃক বারাণসীতে যে দেবনিগ্রহের উল্লেখ কাশীখণ্ডাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জৈন-প্রভাবেরই রূপক-বর্ণনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

(১৪৯) বৈদ্যনাথঘাট—বৈজনাথের মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। শিব-রাত্রির দিন এখানে উৎসব হয়; তাহাতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

(১৫০) নির্জ্জলীঘাট—জ্যৈষ্ঠমাসের নির্জ্জলা একাদশীতে এখানে মেলা হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ, মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই দিন একাদশীর উপবাস করেন। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একপ্রকার অচেতন হইয়া পড়েন। তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গ চেতনাসম্পাদনের জন্য তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। তদনুকরণে কাশীবাসী বহু হিন্দু এই দিন সন্ধ্যাকালে নির্জ্জলীঘাটে স্নান করিতে আসেন। পূর্ব্বে এখানে গঙ্গাপার হইবার জন্য সন্তরণ-সংগ্রাম হইত, কিন্তু এখন আর সেরূপ আমোদ দেখা যায় না।

(১৫১) নির্ব্বাণী—পূর্ব্বে এই ঘাটে নির্ব্বাণপ্রিয় বৌদ্ধ ও জৈনযতিগণের আড্ডা ছিল, সেইজন্য বোধ হয় এই নাম হইয়াছে।

(১৫২) হিঙ্গু—স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, হিঙ্গুনামে এক ব্যক্তি এই ঘাট বাঁধাইয়া দেন, তন্নামানুসারে এই ঘাটের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু হিঙ্গু কে ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, এই হিঙ্গুনামটী নিতান্ত

হনূমান অওধ শ্মশানঘাট খুই ॥৫

আধুনিক নহে। বৌদ্ধগণের নিকট অতি প্রাচীন কাল হইতে এই নাম পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ বৌদ্ধ তীর্থ মৃগদাবদর্শনে আগমন-কালে এখানকার গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানকার গঙ্গাকে তিনি 'হেঙ্গ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (See Laidley's Pilgrimage of Fa Hian, p. 307,) সম্ভবতঃ হিন্দু শব্দ চীন পরিব্রাজকের নিকট 'হেঙ্গ' রূপ ধারণ করিয়াছে।

(১৫৩) দণ্ডীঘাট—কাশীতে চিরদিনই দণ্ডীর প্রভাব ছিল। এখানে পূর্ব্বে বহুতর দণ্ডী আসিয়া বাস করিতেন,তাই এই স্থান দণ্ডীঘাট নামে প্রসিদ্ধ। কাশীতে এখনও অনেক দণ্ডী দৃষ্ট হয়। এই দণ্ডীদিগের মধ্যে বহু বিদ্বান্ পাওয়া যায়। তাঁহারা মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। বহু দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিকট নানাবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়া থাকেন। ইঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী, ত্যক্তযজ্ঞোপবীত। বংশদণ্ড ও কমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের এ আশ্রমগ্রহণে অধিকার নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণও পিতা, মাতা ও স্ত্রীপুত্র বর্ত্তমানে এই আশ্রমগ্রহণ করিলে, গুরুশিষ্য উভয়ে রৌরবাখ্য নরকগামী হন।

উপরিবর্ণিত বন্ধুগণবিরহিত বিষয়বিরাগী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে নিতান্ত সমুৎসুক হইলে, কোন দণ্ডীগুরুর নিকট গমন করেন। দণ্ডীগুরু তাঁহার নিকট প্রশ্নাদি দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া এবং তদীয় আকার ইঙ্গিত ভাবভঙ্গী দেখিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে, ইহার বিষয়ে বিরক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য নিতান্তই উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

মন্ত্রপ্রদানের নিয়ম এই,—গুরু প্রথমে শিষ্যশরীরে ফুৎকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পরে তাহার অন্নাশনাদি সংস্কারগুলিও পুনঃসম্পন্ন এবং পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে নূতন নাম প্রদান করেন। অনন্তর দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। শিষ্য এই মন্ত্রকে মূলমন্ত্রস্বরূপ জপ করিতে থাকেন। মন্ত্রগ্রহণ-

যেখানে বিরাজমান শ্রীশ্মশানেশ্বর।
মৃতগণে মুক্তিদাতা লিখি তদন্তর ॥৬
লালীঘাট[১৫৪] কেদারহাড়ার[১৫৫] ঘাট লিখি।

কালে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ভস্মীভূত করিতে হয়। এইরূপে যথাবিহিত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করা হইলে পর শিষ্য গুরুর নিকট দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিকবস্ত্র প্রাপ্ত হন। এই দণ্ডই দণ্ডীদিগের একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ, কেননা তাঁহারা ইহার উপর মহামায়ার কল্পনা করিয়া পূজা করেন;

দণ্ডীদিগের গৈরিক বস্ত্রপরিধান, ভস্মবিলেপন, রুদ্রাক্ষমালা-ধারণ ও মস্তকমুণ্ডনাদি করিতে হয়। তাঁহাদের অগ্নি, ধাতু ও ধাতব পাত্রাদি স্পর্শ নিষিদ্ধ, সুতরাং আহারাদি সম্বন্ধে বিলক্ষণ কঠোরতা দৃষ্ট হয়, কেননা এতদবস্থায় নিজের রন্ধনাদি করা অসম্ভব এবং আশ্রমধর্ম্মানুসারে কোন ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন অযাচিত ভাবে গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকট অন্নভোজন বা দ্বিভোজন ইহাঁদের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শয়ন জন্য কুশাসন ও উপাধান ভিন্ন অন্য কোন রূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারেন না। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শেষে দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া পরমহংস আশ্রম গ্রহণ করিবার বিধি আছে। কিন্তু কেহ কেহ এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অগ্রেই দণ্ড পরিত্যাগ করেন, কেহ বা কিছুদিন পর পর্য্যন্তও এ আশ্রমে থাকেন। ইহারা সাধারণতঃ সাত্ত্বিকাচারী হইলেও তান্ত্রিক দণ্ডীদিগের মধ্যে কেহ কেহ (প্রাণতোষিণী-মতে) অতি গুপ্তভাবে মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার করেন এবং অনেকে করেন না।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই দণ্ডীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। তবে যাঁহারা এরূপ উপাসনা করিতে অক্ষম, তাঁহারা শিবাদির উপাসনা করেন।

মৃত্যুর পর দণ্ডীদের শব দাহ করা হয় না। মৃত্তিকাতে প্রোথিত বা নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

(১৫৪) লালীঘাট—মুসলমান অধিকার কালে লাল শা নামে এক বিখ্যাত

কোণ্ডরস্বামীর ঘাট ক্ষেমেশ্বর দেখি ॥৭
সদানন্দ-ঘাট[১৫৬] পরে মান-সরোবর[১৫৭]।
নারদ পাঁড়ের ঘাট মানহার পর ॥৮
সর্ব্বেশ্বর চোড়োপস্থ চৌষট্টি-যোগিনী[১৫৮]।

ফৌজদার ছিলেন, তিনিই এই ঘাট বাঁধাইয়া দেন। কেল্লার নিকট এই লাল শা নির্ম্মিত একটী স্থন্দর মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়, তাহা "লালশাহের গড়" নামে খ্যাত।

(১৫৫) কেদারহাড়া—কেদারেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাচীর হইতে কেদারহাড়ার সোপানশ্রেণী আরম্ভ। ঐ সোপানের ধারে বহু ক্ষুদ্র মন্দির আছে, ও নিম্ন-ভাগে একটী কূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই ত্রিবিধ জ্বরহর গৌরীকুণ্ড।

(১৫৬) সদানন্দঘাট—কায়স্থ জাতীয় লালা সদানন্দ নামে কাশীরাজ চৈৎসিংহের একজন রাজস্বসচিব ও প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত চৈৎ-সিংহের যখন গোলযোগের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে লালা সদানন্দ কাশীপতির দোষক্ষালনের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত অনেক লেখালেখি করেন এবং নিজেও হেষ্টিংসের শিবিরে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনিই সাধারণের স্থবিধার জন্য এই ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

(১৫৭) মানসরোবরঘাট—কেদারহাড়ার প্রায় আধপোয়া পশ্চিমে মান-সরোবর-ঘাট, মানসিংহ এই ঘাট বাঁধাইয়া দেন। এই ঘাটের উপর শত শত দেব দেবী মূর্ত্তি বিরাজিত ও মানসিংহ-প্রতিষ্ঠিত মানসরোবর। মানসরোবরের নিকটেই মানসিংহপ্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের মন্দির দৃষ্ট হয়।

(১৫৮) চৌষট্টি-যোগিনীঘাট—সচরাচর চৌষট্টি নামে খ্যাত। এখানে চৌষট্টি-যোগিনীর মূর্ত্তিসঙ্কলিত দেবীমন্দির বিরাজিত। এখানে চৈত্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে ধরন্দী মেলা হয়। পূর্ব্বরাত্রের হোলিকাস্তূপের (মেড়া-পোড়ার) ভস্ম লইয়া এই দিন সকলে সেই ছাই মাখামাখি করিয়া গঙ্গাস্নান ও বাস পরিবর্ত্তন করে। তৎপরে সকলে কুরুচিপূর্ণ হাব ভাব ও বেশ ভূষা দেখাইতে দেখাইতে দশাশ্বমেধে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে গঙ্গাতটে ও গঙ্গাগর্ভে নৌকোপরি তামাসা দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাবেশ হয়।

রাণা সপ্তঋষির[১৫৯] কেবল গিরিজানী ॥৯

অহল্যা[১৬০] দশাশ্বমেধ[১৬১] রামানন্দ পরে।

(১৫৯) সপ্তর্ষিঘাট—পূর্ব্বে এখানে সপ্তর্ষি কুণ্ড ছিল। প্রবাদ, এই ঘাটে সপ্তঋষি আসিয়া স্নান করিতেন।

(১৬০) অহল্যাঘাট—সুপ্রসিদ্ধ রাণী অহল্যাবাইর নামে এই ঘাট প্রসিদ্ধ, তিনি এই ঘাটের অনেকাংশ বাঁধাইয়া দেন। কাশীর নানাস্থানে অহল্যাবাইর কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অহল্যাবাই কে ছিলেন, তাহা হয়ত অনেকের জানা নাই। এজন্য সাধারণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য অতিসংক্ষেপে অহল্যাবাইর জীবনী উদ্ধৃত হইল :—

মালবে খণ্ডরাও রাজত্ব করিতেন, অহল্যাবাই তাঁহার পট্টমহিষী। তাঁহার গর্ভে মল্লরাও জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মল্লরাও পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে বেশী দিন রাজ্যসম্পদ ভোগে আসিল না। অল্পকাল পরেই ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জননী অহল্যাবাই নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় ধর্ম্মশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। কিন্তু তিনি আপনার হাতে রাজ্যভার লইলে গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে একজন রাজপুরোহিত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাণী একজন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিলে তিনি নিজে রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া থাকিতে পারিবেন। কিন্তু অহল্যাবাই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাঘব-দাদা নামে মহারাষ্ট্রীয়নায়কের পিতৃব্য, গঙ্গাধরের সপক্ষ হইয়া অহল্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া অহল্যাবাই, পেশবা মাধোরাওকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। মাধোরাও পত্র পাইয়া আপনার ভাইপো রাঘব-দাদাকে বিরোধ হইতে ক্ষান্ত করিলেন। কাজেই আর যুদ্ধ ঘটিল না।

তাহার পর অহল্যাবাই গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী করিলেন। এদিকে তুকাজী হোলকর নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। তুকাজী অতি বিচক্ষণ লোক। সে জন্য শীঘ্রই তিনি অন্য অন্য কাজেরও ভার

পাইয়াছিলেন। অহল্যাবাই নিজে মহিস্থরে থাকিয়া সাতপুরা-পর্ব্বতের উত্তরে যে সকল দেশ আছে, তাহার রাজস্ব আদায় করিতেন। এ দিকে মালব, নিমাড় এবং দক্ষিণ অঞ্চলের করও তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিত। তুকাজী সাতপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণে থাকিয়া হোলকরের অধিকারস্থ সকল দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

অহল্যাবাইয়ের সময়ে রাজ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ছিল না। সকল কর্ম্মচারীই নিয়মিতরূপে বেতন পাইত। কর্ম্মচারীদের বেতন দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত, যুদ্ধাদির ব্যয়ের নিমিত্ত তাহা সঞ্চয় রাখা হইত। দিন দিন অহল্যাবাইয়ের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের সকল রাজার উকীল ও প্রতিনিধি আসিয়া তাঁহার সভাতে উপস্থিত থাকিতেন। এ দিকে অহল্যারাণীরও প্রতিনিধি পুণা, হায়দরাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতা নগরে থাকিয়া তথাকার সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য্যের এমন সুব্যবস্থা পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই।

হিন্দু মহিলারা অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকেন, কিন্তু অহল্যাবাই রাজসভায় বসিয়া মন্ত্রী ও পরিষদ্‌বর্গকে লইয়া সকল কাজের পরামর্শ করিতেন। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া আগে স্নানাদির পর প্রাতঃকৃত্য সারিতেন। পূজা আহ্নিকের পরে কিছুকাল ধর্ম্মগ্রন্থ পড়া হইলে নিজ হাতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া শেষে আপনি ভোজন করিতেন। তিনি মৎস্য মাংস খাইতেন না। ভোজনান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া বেলা আড়াই প্রহরের সময় রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়া সভায় যাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরবার হইত। সায়ংকৃত্য এবং রাত্রিতে ভোজনের পরেও আবার তিনি সভায় বসিতেন।

পূর্ব্বে ইন্দোর অতি সামান্য গ্রাম ছিল। অহল্যাবাইয়ের যত্নে ক্রমে এইস্থান সমৃদ্ধিশালী ও একটী প্রসিদ্ধ নগর হইয়া উঠিল। তিনি কখন প্রজার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতেন না। তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন হোলকর রাজা হইতে তিনি দুই কোটি টাকা পাইয়াছিলেন। এই টাকা সৎকর্ম্মেই ব্যয় করা হইয়াছিল।

প্রথমে তিনি কয়েকটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বিন্ধ্য-

পর্ব্বতের উপরে জাম নামক দুর্গে একটী রাস্তা বাঁধাইয়া দেন। কেদারনাথের যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটী ধর্ম্মশালা ও একটী কুণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ধর্ম্মশালা মন্দর নামক স্থানের উত্তরে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। মহিসুরে এবং মালব প্রদেশেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক ধর্ম্মশালা ও কূপ আছে। এতদ্ভিন্ন সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্রাবিড় এবং শ্রীক্ষেত্রেও তাঁহার কএকটী কীর্ত্তি রহিয়াছে। কিন্তু সকল স্থানের চেয়ে তাঁহার গয়াধামের কীর্ত্তিই অধিক প্রশংসনীয়। গয়ায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবালয় আছে, তাহার মধ্যে বিষ্ণুপদ মন্দির এবং লাট মন্দির অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। মন্দিরের কারিকরিগুলি বিশ্বকর্ম্মা যেন নিজের হাত দিয়া গড়িয়াছেন। উপরের খিলান অতি চমৎকার,—যেন শূন্যের উপরে ঝুলিয়া রহিয়াছে। আর একটী মন্দিরে রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি ; নিকটে অহল্যাবাই,—ভক্তিভাবে বসিয়া শিবপূজা করিতেছেন। কাশীতে তাঁহার ব্যয়ে যে সকল কার্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা এই পরিক্রমার স্থানে স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে।

অহল্যাবাইয়ের সমস্ত দেবালয়েই বৎসর বৎসর বিস্তর অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি দান করা হইত। তদ্ভিন্ন তিনি নিত্য দরিদ্র লোকদিগকে ভোজন করাইতেন। গ্রীষ্মকাল আসিলে পথিকদের জন্য স্থানে স্থানে জলসত্র দিতেন। শীতকালে দরিদ্রলোককে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। পশুপক্ষীর নিমিত্তও খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ছিল। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্রে পাখী বসিতে দিত না। অসংখ্য অসংখ্য পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপরে উড়িয়া বেড়াইত, কিন্তু কিছুই খাইতে পাইত না। অহল্যারাণী, কৃষকদের কাছে ফসলের ক্ষেত কিনিয়া পাখীদের খাইবার নিমিত্ত তাহা ছাড়িয়া দিতেন। এইরূপে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল সুখে রাজত্ব করিয়া ষাট বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

(১৬১) দশাশ্বমেধ ঘাট—কাশীর মধ্যে এই ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ। এই ঘাটের উপর যত দেবালয় আছে, কাশীর আর কোথাও এত নাই। কোন কোন কাশীবাসী বৃদ্ধের মতে দশাশ্বমেধে সহস্রাধিক দেবালয় ও লক্ষাধিক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বিজয়াদশমীর দিন এখানে মহা ধুমধাম হইয়া থাকে। এই দিন কাশীবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণ স্ব স্ব পুজিত দুর্গা-প্রতিমা এই

প্রযাগ শ্রীমানসিংহ[১৬২] দুইঘাট করে ॥ ১০
ত্রিপুর-ভৈরবী মীর[১৬৩] ললিতার লিখি।

ঘাটে বিসর্জ্জন করিতে আসেন। তাহা দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের সমারোহ হয়।

(১৬২) মানসিংহঘাট—এখন মানমন্দিরঘাট নামে খ্যাত। এই ঘাটের উপরই প্রসিদ্ধ মানমন্দির। সেই বেধালয়ের জন্যই এই ঘাট খ্যাত, সুশোভিত ও সাধারণের মনোরম্য।

অম্বরপতি মানসিংহ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে মানমন্দির প্রস্তুত করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু গৃহের কোন কোন স্থানের প্রস্তরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া শিল্পশাস্ত্রবেত্তারা অনুমান করেন যে, উহা আরও প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। তীর্থসম্বন্ধে ইহার সহিত লোকের কোন বিশেষ সংস্রব না থাকিলেও ইহা সাধারণ জ্ঞানপ্রেপ্সুগণের বিশেষতঃ জ্যোতির্ব্বিদ্ মাত্রেরই নিকট যারপর নাই আদরের জিনিস। হিন্দুগণ এককালে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এই মানমন্দির দেখিলে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। অম্বররাজবংশীয় সবাই জয়সিংহ দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নক্ষত্রাদির গতিনির্ণয়ার্থ প্রাচীন আর্য্যজ্যোতিষের সাহায্যে 'জয়প্রকাশ', 'রামযন্ত্র' ও 'সম্রাট্ যন্ত্র' নামে যে তিনটী সুবৃহৎ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। শেষোক্ত যন্ত্রটীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১২ হাত হইবে। রাজা ঐ যন্ত্রবলেই পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ হিপার্কাস, টলেমি প্রভৃতির প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিজনক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই কএকটী যন্ত্র ও তাঁহার আবিষ্কৃত ভিত্তিযন্ত্র, চক্রযন্ত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যন্ত্র এই মানমন্দির মধ্যে আছে।

মানমন্দিরের কারুকার্য্যগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহার বাতায়নাবলীর গঠনপ্রণালী ও সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে পরিলক্ষিত হইলে, শতমুখেও নির্ম্মাতার সুখ্যাতি-গীতি কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না।

(১৬৩) মীরঘাট—বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে জাহ্নবীতীরে

রাজরাজেশ্বরীঘাট বিশ্বেশ্বর দেখি ॥১১
জলশায়ীঘাট[১৬৪] রাজবল্লভ-মসান[১৬৫]।
মণিকর্ণী[১৬৬] বীরেশ্বর সঙ্কটা[১৬৭]বাখান ॥১২
যমেশ[১৬৮] গুলর আগ্নি[১৬৯] শ্রীরাম[১৭০] প্রচার।

মীরঘাট। এই ঘাটটী তেমন বড় নয়, তবে ইহার সোপানশ্রেণি অতি দৃঢ়, ইহাতে নামিতে উঠিতে আদৌ কষ্ট হয় না। ঘাটে নামিবার সময় বামদিকে উজ্জ্বল ও নয়নতৃপ্তিজনক সারি সারি দেবালয় দৃষ্ট হইবে। ঘাটের কোণে ডান ধারে আবার রাধাকৃষ্ণের মন্দির। এখানকার রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দেখিবার জিনিস। এই ঘাটে অলর্কচতুর্দ্দশী উৎসব হইয়া থাকে।

(১৬৪) জলাশায়ী—জলাশায়ী বিষ্ণুমন্দিরের জন্য এই ঘাট প্রসিদ্ধ। উক্ত মন্দির গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়াছে। ঠিক যেন জলে ভাসিতেছে এরূপ বোধ হয়; এই কারণ ইহার জলশায়ী নাম হইয়াছে।

(১৬৫) রাজবল্লভমসান—ললিতাদেবীর মন্দিরের নিকট রাজবল্লভ দেবালয়, তাহারই পার্শ্বে রাজবল্লভমসান। ইহা গঙ্গাতীরস্থ একটী প্রাচীন শ্মশান।

(১৬৬) মণিকর্ণিকাঘাট—কাশীর সর্ব্ব প্রধান পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। প্রতিদিন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এই মণিকর্ণিকার বারি স্পর্শ করিতে আইসে। এই ঘাটের নিকটই সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজের ব্যয়ে নির্ম্মিত মনোহর সান বাঁধান ঘাট আছে। [২৮ পৃষ্ঠায় মণিকর্ণিকা সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

(১৬৭) সঙ্কটাঘাট—সঙ্কটা দেবীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে সঙ্কটাঘাট। ঘাটের সোপানশ্রেণীর উপর মহাবীর হনুমানের সুবৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সোপানের নিম্নাংশে চূড়াশোভিত একটী ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। মন্দির মধ্যস্থ লিঙ্গের উর্দ্ধদেশে একখানি পাত্রবিলম্বিত। তাহার ছিদ্র দিয়া লিঙ্গমস্তকে নিরতই জলবিন্দু পতিত হইয়া থাকে।

(১৬৮) যমেশ বা যমঘাট—যমদ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এখানে মহা-ধুমধাম হইয়া থাকে। এই দিন যমী ভ্রাতা যমের কপালে তিলক দিয়াছিলেন। তদনুসারে ভ্রাতৃবৃন্দ যমযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের আশায় এই দিন ভগিনীর

হস্তে তিলক লইয়া থাকে ও তাহার গৃহে ভোজন-আমোদ করিয়া ভগিনী-দিগকে সাধ্য মত উপহার দিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, এই যমঘাটের সম্মুখেই যমুনা প্রবাহিত। ঐ দিন এখানে স্নান করিলেও অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়। শত শত যাত্রী আসিয়া যমেশ্বরের পূজা দেয়।

(১৬৯) অগ্নি বা অগ্নীশ্বর ঘাট—কাশীখণ্ডে ইহাই অগ্নিতীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জৈন-মন্দির ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত। এই ঘাটের উপর অগ্নীশ্বরের মন্দির ব্যতীত আরও বহুতর দেবালয় আছে।

(১৭০) রামঘাট—সঙ্কটাঘাটের উত্তরে রামঘাট। [১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] এই ঘাটের সোপানশ্রেণির উপর রামেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে রামানুচর ও অপর দেবদেবীগণের নানা বিকট ও বিভৎসজনক, অথচ সুসজ্জিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৭১) চৌরাখ্য বা চৌথাঘাট—এই ঘাটের উপরও বহু দেবালয় আছে। এখানে আষাঢ়া পূর্ণিমায় বাতাসপরীক্ষা মেলা হইত। এখন বিজয়াদশমী মেলা ও বরুণা-পিয়ালা মেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আষাঢ়ী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে এই ঘাটে নানাস্থান হইতে জ্যোতির্বিদগণ আসিয়া একত্র হইত এবং বায়ু পরীক্ষা করিয়া ভাবী শস্যের অবস্থা, বৃষ্টিপাত ও অপর শুভাশুভ নির্ণয় করিতেন। কিন্তু এখন এ পরীক্ষা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম শনি বা মঙ্গলবারে "বরণাপিয়ালা" উৎসব হয়। এই দিন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই ঘাটে আসিয়া কালিকা ও সহজা দেবীর উদ্দেশে মদ অথবা সরবত উৎসর্গ করিয়া থাকে। এখান হইয়া তাহারা শিবপুরে গিয়া তথায় আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া পরদিন ফিরিয়া আইসে।

(১৭২) মঙ্গলাগৌরীঘাট—বর্ত্তমান পঞ্চগঙ্গা ঘাটেরই একাংশ। কাশীখণ্ড মতে ধূতপাপা, ধর্ম্মনদ, কিরণনদী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই পঞ্চনদী পঞ্চগঙ্গাঘাটে মিলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মঙ্গলাগৌরীর তপস্যাকালে সূর্য্যের ঘর্ম্ম হইতে যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই কিরণনদী। এই স্রোতস্বতীর উপরই বর্ত্তমান মঙ্গলাগৌরীঘাট।

শ্রীবিন্দুমাধব[১৭৪] দুর্গা ব্রহ্মাঘাট দুই।
শ্রীরাজমন্দির[১৭৫] লালসাহাগড়[১৭৬] থুই ॥১৪
ত্রিলোচন[১৭৭] দুই ঘাট পরে মৎস্যোদরী[১৭৮]।

(১৭৩) নৃসিংহ-দাঁড়ার ঘাট—বৈশাখ মাসে নৃসিংহচতুর্দ্দশীর দিন এখানে মেলা হইত। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিত। এখন আর পূর্ব্ববৎ উৎসব হয় না। তবে ঐদিন এখনও বড়া গণেশ মহল্লায় সামান্য ধুমধাম দেখা যায়। সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া অনেকে সন্ধ্যার পর এখানে নরসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু-বিদারণ অভিনয় দেখিতে আসিত।

(১৭৪) বিন্দুমাধবঘাট—বিন্দুমাধবের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের নিকটস্থ ঘাট।
[৫০ পৃষ্ঠা দেখ]

(১৭৫) রাজমন্দিরঘাট—এই ঘাট মাড়োয়ারী ও দেশোয়ালীরাই ব্যবহার করিয়া থাকে। চৈত্রমাসের তৃতীয়াতিথিতে এখানে গো-গৌর মেলা হয়। সন্ধ্যাকালে মাড়োয়ারী ও দেশোয়ালারা সস্ত্রীক এই ঘাটে উপস্থিত হইয়া মেলায় যোগদান করিয়া থাকে।

(১৭৬) লালসাহাগড়—মুসলমান আমলের বরণাসঙ্গমের উপরে উচ্চ ভূমির উপর পরিখাবেষ্টিত গড় নির্ম্মিত হয়, লালশাহ নামে এক রাজপুরুষ এই গড় পত্তন করেন। ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত লালসাহাগড় স্বনামে প্রসিদ্ধ ছিল। কাশীধামে ইংরাজাধিপত্য বিস্তারের পর হইতেই ঐ গড়টী পরিত্যক্ত ও ধ্বংসমুখে পতিত হয়, এমন কি পরবর্ত্তীকালে অনেকে গড়ের নামটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। অবশেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহের সময় এই গড়ের উপর ইংরাজরাজপুরুষগণের দৃষ্টি পতিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহের আশঙ্কায় ঐ প্রাচীন গড়ের জমিতে দুর্ভেদ্য দুর্গ করিয়া লইলেন। ক্রমে গবর্মেণ্টের যত্নে ঐ গড়টী উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ দুর্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

(১৭৭) ত্রিলোচনঘাট—ত্রিলোচন শিবের মন্দির ছাড়াইয়া নিকটেই ত্রিলোচন ঘাট। [৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

তেলিয়া-নালার ঘাট[১৮০] লিখিব বিচারি ॥১৫
পাষাণে নির্ম্মিত ঘাট অতি পূর্ব্বে ছিল।
বহুকাল ভগ্নশিলা পড়িয়া রহিল ॥১৬
অদ্যাবধি সে শিলা আনিতে যদি যায়।
দংশন কারণ ভীমরুলকুল ধায় ॥১৭
পরন্তু প্রহ্লাদঘাট[১৮১] রাজঘাট[১৮২] লিখি।

(১৭৮) মৎস্যোদরী—প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জেমস্ প্রিন্‌সেপের যত্নে মৎস্যোদরী তীর্থ-লোপের সহিত এই ঘাটটীও এক প্রকার পরিত্যক্ত ও শ্রীবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।
[৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

(১৭৯) মৎস্যোদরী—৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৮০) তিলিয়ানালার ঘাট—যেথানে তিলিয়ানালা গঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে, পূর্ব্বকালে এই নালা গড়খাইরূপে প্রাচীন কাশীপুরীকে বেষ্টন করিয়াছিল। এখন ইহার অনেক স্থানে স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ষার সময় অনেকটা স্রোত দেখা যায়। গঙ্গাসঙ্গমে এই ঘাটের অনতিদূরে উচ্চভূমির উপর প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন স্তম্ভমালা ও নানা শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তরখণ্ড দেখিলে সহজেই মনে হইবে যে পূর্ব্বকালে এ অঞ্চল অতিসমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহারই কিছুদূরে পাষাণময়ী অট্টালিকার ভিত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল প্রাচীনকীর্ত্তি কিরূপে বিলুপ্ত হইল? এই তিলিয়ানালার পার্শ্বেই মুসলমানদিগের দরগা 'মক্‌দুম সাহেব' দেখিতে পাইবে। এই পীরস্থলের হাংশসংলগ্ন স্তম্ভাদি দেখিলেই মনে হইবে যে, ঐ সকল স্তম্ভাদি প্রাচীন হিন্দুমন্দির বা বৌদ্ধবিহারেরই জিনিস। প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া তাহারই মালমসলায় মক্‌দুম সাহেব গঠিত হইয়াছে।

(১৮১) প্রহ্লাদঘাট—৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১৮২) রাজঘাট—প্রহ্লাদঘাটের উত্তরে রাজঘাট। এখানকার প্রাচীন হিন্দুদুর্গ এবং বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু প্রাধান্যকালে প্রতিষ্ঠিত বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির

ডঙ্কিন-গঞ্জের ঘাট[১৮৩] ইদানীন্তন দেখি ॥১৮
সবিতাবাদের ঘাট বরণাসঙ্গম।
কাশীতে সপ্ততি ঘাট পরে লিখি ক্রম ॥১৯
অসিঘাট শ্মশান সমান যমেশ্বর।
গুলরাখ্য রাজাখ্য ডঙ্কিনগঞ্জপর ॥২০
সবিতাবাদের এই অষ্টঘাট কাঁচা।
সাজাদা পুস্তার ঘাট ইটে চূণে রচা ॥২১
তেলিয়া-নালার ঘাট হইয়াছে সিকস্ত।
বাকি ষাটিঘাট শিলানির্ম্মিত সমস্ত ॥২২
ষষ্টি সিঁড়ি অবধি অশীতি সিঁড়িধরা।
কদাচিত অনির্ণীত যেই আছে জরা ॥২৩

ধ্বংসাবশেষ হেতু এইস্থান সাধারণের দেখিবার জিনিস। প্রবাদ এইরূপ, গঙ্গা ও বরণার সঙ্গমে কাশীপতি রাজা বনার একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কালে সেই দুর্গ বিধ্বস্ত হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানে গড়খাই করিয়া ইংরাজগণ শত্রুহস্ত হইতে স্ব স্ব মানসম্ভ্রমরক্ষা ও নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে এখানে কিছুদিন গোরাবারিক ছিল, কিন্তু এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্করীকুণ্ডে যেরূপ বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, এখানেও সেইরূপ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্কর-কুশলতাসম্পন্ন বহুতর কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিদ্যমান। এখানকার সুপ্রাচীন শিল্পকৌশল দেখিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, এখন সেই প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের একটীও অক্ষুণ্ণ নাই। মুসলমান বিজেতার হস্তে একটীও রক্ষা পায় নাই।

(১৮৩) ডঙ্কিনগঞ্জ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারের প্রাক্‌কালে ডনকান (Jonathan Duncan) নামে কাশীতে এক রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁহার নামানুসারে এইস্থানের নামকরণ হয়।

গঙ্গাতীরে বারাণসী দুই ক্রোশ পথ।
তার মধ্যে দেড় ক্রোশ লোকের বসত ॥২৪
পাষাণের পুস্তা জত কত বিচারিব।
মীরের পুস্তাকে সর্ব্বপ্রধান গণিব ॥২৫
ঊর্দ্ধে ষষ্টি হাত দীর্ঘে ত্রিশত প্রমাণ।
যেমত পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু প্রধান ॥২৬
আর যত পুস্তা তার অনুজ মধ্যম।
দেখিতে পর্ব্বতাকার শোভন উত্তম ॥২৭
সাজাদা পুস্তার ঘাট রাজঘাট যথা।
খাপরেলি একতালা দোতালা সর্ব্বথা ॥২৮
চতুঃষষ্টি ঘাট হইতে গোঘাট যাবৎ।
দোতালা তেতালা চৌতালা ক্রমাগত ॥২৯
ইতিমধ্যে সর্ব্বঘাটে ঘাটিয়া বসতি।
এক এক বেদির পরে বড় বড় ছাতি ॥৩০
ভদ্রলোক যতজন গঙ্গাস্নানে যায়।
দ্রব্যাদি রক্ষণ করি সঙ্কল্প করায় ॥৩১
যখন স্নানাদি কর্ম্ম হয় সমাপন।
রোলি ছাবা তিলক করয়ে সমর্পণ ॥৩২
পরন্তু সকলে করে ভবনে পয়ান।
চাউল কড়ি তাম্রখণ্ড দ্বিজে দিয়া দান ॥৩৩
চৈত্রাদি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ প্রখর তপন।
কহি শুন তার অপরূপ বিবরণ ॥৩৪

পশ্চিমা পবন যবে প্রচণ্ড বহিল।
যাবদীয় জীবজন্তু সুদগ্ধ হইল ॥৩৫
উত্তপ্ত সকল স্থান দালান পাষাণ।
কেবল নির্ম্মল জল করকাসমান ॥৩৬
পরন্তু পূর্ব্বের বায়ু যখন বহিল।
সলিল গোমূত্র সম তখন হইল ॥৩৭
এই মত সর্ব্বকাল বায়ু নিয়োজিত।
উত্তর দক্ষিণা বায়ু বহে কদাচিত ॥৩৮
সেইকালে গঙ্গাতীরে বহু পুণ্যজন।
প্রতিঘাটে ছায়া করে দিয়া নিজ ধন ॥৩৯
মীরঘাট অবধি ব্রহ্মার ঘাট যথা।
তেতলা চৌতলা পাঁচতলা শোভে তথা ॥৪০
কদাচিৎ ছয়তলা সাততলা সাজে।
উত্তম মন্দির কত মধ্যে মধ্যে রাজে ॥৪১
উত্তম মধ্যমাধম মরি পরিপাটী।
গঙ্গাতীরে শোভা করে কত কোটি কোটি ॥৪২
তার মধ্যে পঞ্চগঙ্গা-ঘাটের উপর।
শ্রীমাধব-রায়ের ধরারা[১৮৪] নামধর ॥৪৩

(১৮৪) মাধবরায়ের ধরারা—হিন্দুস্থানীর নিকট "মাধোদাস্‌কা দেহরা"নামে খ্যাত। 'দেহরা' অর্থ অট্টালিকা, মাধব দাস একজন ধনী, এই সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। গঙ্গাগর্ভ হইতে এই অট্টালিকার ভিত্তি আরম্ভ। প্রবলতরঙ্গা জাহ্নবী-স্রোতেও ইহার ভিত্তি অটুট রহিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণকৌশল দেখিলে চমৎকৃত

সুমেরুর দুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ।
মনে লয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ ॥৪৪
একশত পনর হস্তের পরিমাণ।
নবতি হস্তের পর বসিবার স্থান ॥৪৫
তাহার উপর যদি কোন জন যায়।
সেই সে কাশীর শোভা দেখিবারে পায় ॥৪৬
ইহার অপূর্ব্ব কথা কিঞ্চিৎ লিখিব।
শুনিলাম দেখিলাম তাহাই কহিব ॥৪৭
একজন ক্ষেত্রী হৈয়া মোহিনী মোহিত।
মোহিনীর সহ করি নির্ব্বন্ধ বিহিত ॥৪৮
ধরারা উপর হৈতে স্বেচ্ছাতে পড়িল।
তিন দিন মিলন করিয়া সে মরিল ॥৪৯
আর একজন অতি বিবেকী হইয়া।
নিধনের হেতু তার উপরে চড়িয়া ॥৫০
তথা হৈতে পড়ি তার মরণ নহিল।
কিছুকাল দুঃখান্তরে সে সুস্থ হইল ॥৫১
অন্য একজন সেই ধরারাতে চড়ি।
কার্য্যক্রমে তথা হৈতে তরু' পরে পড়ি ॥৫২
তরুডাল সহ পুন হইয়া ভূমিষ্ঠ।
অনায়াসে নিজ ঘরে হইল প্রবিষ্ট ॥৫৩

হইতে হয়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস যখন কাশীরাজ চৈৎসিংহের বিরুদ্ধে আগমন করেন, তৎকালে তিনি ঔস্যানগঞ্জ মহল্লায় উক্ত মাধবদাসের বাগানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব দৈবের লীলা কে জানিতে পারে।
তিনি রাখিলেন যারে কেবা মারে তারে ॥৫৪
এ সকল পুরি মঠ পাষাণে নির্ম্মিত।
কাষ্ঠ ইষ্টকালয় রচিত কদাচিত ॥৫৫
মহাজন-টোলিমধ্যে রাস্তাতে সর্ব্বথা।
দিনকর হিমকর করহীন যথা ॥৫৬
এ কারণ নিশিযোগে পথিকের প্রীতি।
দীপদান করে সভে নিজ খিড়িকিতে ॥৫৭
শরীরের যত নাড়ী নির্ণয় হইবে।
কাশিকায় কুচা পথ প্রমিত নহিবে ॥৫৮
এই মত তিন দিগে কাশীর বসতি।
যে যে লোক বাস করে কহিব সম্প্রতি ॥৫৯
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
বর্ণসঙ্করাদি বহু যবন প্রভৃতি ॥৬০
বিশেষি কহিব এবে দ্বিজ পরিপাটী।
মহারাষ্ট্র[১৮৫] দ্রাবিড়[১৮৬] নাগর[১৮৭] গুজরাটী[১৮৮] ॥৬১

(১৮৫) মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ—মহারাষ্ট্রে প্রধানতঃ দুই শ্রেণির ব্রাহ্মণের বাস, দেশস্থ ও কোঙ্কণস্থ। দেশস্থেরা ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যজুর্ব্বেদীদিগের মধ্যে মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব এই দুই শাখা আছে, তন্মধ্যে মাধ্যন্দিনের সংখ্যাই বেশী। ঋগ্বেদীয় দেশস্থেরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় আহ্নিক করেন। যজুর্ব্বেদীয় দেশস্থেরা মধ্যদিনে আহ্নিক করেন, এই কারণেই ইহাঁদিগের অপর নাম মাধ্যন্দিন। দেশস্থেরা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত, অন্যান্য ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগের অপেক্ষা সামাজিক প্রথায় নিকৃষ্ট। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ বা অদ্বৈতবাদী স্মার্ত্ত, কেহ বা

দ্বৈতবাদী ভাগবত। ইঁহারা সমস্ত দেবদেবীর পূজা করেন ও ব্রতউপবাসাদিও করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাই গৃহকার্য্য করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মত তাঁহা-দিগকে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া জীবনধারণ করিতে হয় না, তাঁহারা অনেকটা স্বাধীনা। সামাজিক গোলযোগে শঙ্কেশ্বরের শঙ্করাচার্য্যের অনুমতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদবহেলায় জাতিচ্যুতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল, এখন সামাজিক ব্যবহারে তাঁহার ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় দেশস্থ পরস্পরের সহিত পানভোজনাদি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। সগোত্রেও বিবাহ নিষেধ আছে। সাতারায় দেশস্থ ব্রাহ্মণের আথর্ব্ব নামে আর এক শাখা আছে। বেলগাঁর দেশস্থদিগের মধ্যে আপস্তম্ব নামে আর এক শাখা দেখা যায়। ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া ইঁহাদিগের মধ্যে গৌরবের বিষয়। কোন কোন স্থলে মাতুল আবার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়া থাকেন। কাণ্ শাখার দেশস্থগণ পূর্ব্বে হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেন, এখন তাঁহারা সমাজে উন্নত হইয়াছেন। মাধ্যন্দিনেরা ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেন না। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী ও শুক্লযজুর্ব্বেদী পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। বিজা-পুরের দেশস্থ ব্রাহ্মণ স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব ও সওয়াশ এই তিন ভাগে বিভক্ত। ধারবারে বৈষ্ণব দেশস্থদিগের অন্য নাম মাধ্ব। এই বংশে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হনূমান্ মধ্বাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরাই—মরাঠী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখন প্রধান। মহারাষ্ট্ররাজ পেশবা এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁহার অভ্যুদয়ে এই জাতিও প্রবল হইয়া উঠেন। কোঙ্কণ ও পুণাজেলায় ইহাদের প্রধানতঃ বাস। পেশবার অধিকারকালে ইঁহারা ভারতের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বিশ্বনাথের অভ্যুদয়ে ইঁহারা কোঙ্কণস্থ বা সপ্তকোঙ্কণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহারা পরশুরাম-শৈলের নিকটস্থ চিপ্‌লুন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত পরশুরামের মূর্ত্তি পূজা করেন, এইজন্য এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া অনেকে এই ব্রাহ্মণশ্রেণীকে পরশুরামের সৃষ্ট বলিয়া থাকেন। আবার চিৎপাবনেরা (কোঙ্কণস্থ) বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত অম্বা যোগাই নামক স্থান হইতে পুণা জেলার

আগমন করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরশুরাম যে চৌদ্দজন ব্রাহ্মণকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষও একজন। কাহারও মতে, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগ্নতরী হইয়া সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া কোঙ্কণে আসিয়া পড়েন আবার অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণবীর পেশবার অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, অনেকেই ইহাদিগকে শূদ্রবৎ ঘৃণা করিত। আবার কেহ কেহ ইঁহাদের শ্বেতবর্ণ, কটা চক্ষু ও সুন্দর আকৃতি দেখিয়া ভগ্নতরীর প্রবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বলেন যে, ইহারা পারসিক সন্তান, খোসরু পারবিজের বংশে জন্ম। সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে, কোঙ্কণজ ব্রাহ্মণ চাণ্ডালসেবিত দুষ্টদেশসমুদ্ভব, আচারহীন, সর্ব্বকার্য্যে বর্জ্জনীয় ও দুর্জ্জন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, মেধাবী, দূরদর্শী, চতুর, স্বার্থপর, আত্মাভিমানী এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বিশেষ পটু। মহাধনবান্ হইতে ভিক্ষুজীবী নিতান্ত দরিদ্র পর্য্যন্ত ইঁহাদের মধ্যে আছে। কেহ ঋগ্বেদের শাকলশাখাভুক্ত ও কেহ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী। ঋগ্বেদীরা আশ্বলায়নসূত্র অনুসারে এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীরা হিরণ্যকেশীর সূত্র-অনুসারে শ্রৌত ও গৃহ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অত্রি, কপি, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, কৌশিক, গর্গ, জামদগ্ন্য, নিরঞ্জন, ভরদ্বাজ, বৎস, বাভ্রব্য, সিষ্ঠ, বিষ্ণুবৃদ্ধ ও শাণ্ডিল্য গোত্র আছে। সগোত্রে বা একপ্রবরে বিবাহ হয় না। ইহাঁদের আচার ব্যবহারাদি দেশস্থ ব্রাহ্মণ হইতে অনেক ভিন্ন। ইহাঁদের মাতৃভাষা কোঙ্কণী ও মরাঠী, তবে স্থানভেদে কেহ কেহ কনাড়ী বা তেলঙ্গী ভাষাতেও কথা কন।

(১৮৬) দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বদক্ষিণাংশবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণী। ইঁহারা তামিলভাষী। ত্রিচীনপল্লী, তঞ্জোর, অরুকট, তিরুনেলবেলি, কুম্ভকোণ ও মদুরা জেলায় ইঁহাদের প্রধানতঃ বাস। ইঁহারা প্রধানতঃ দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত—স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব। স্মার্ত্তেরা প্রধানতঃ শৈব, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। শৃঙ্গেরির মঠাধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য্যই ইঁহাদের পরম গুরু। শক্তি বা বিষ্ণুপূজক ইঁহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার দ্বিবিধ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়;—বৈদিক ও লৌকিক। যাঁহারা কেবল বেদাধ্যয়ন করেন ও বৈদিক কর্ম্ম-

কাণ্ডে লিপ্ত থাকেন, তাঁহারাই বৈদিক। আর যাঁহারা দেবপূজাদি পৌরোহিত্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা লৌকিক। এ ছাড়া আর বৈদিক লৌকিকে কোন প্রকার ভেদ নাই। পরস্পর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও কোন বাধা নাই। এই স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের চলিত উপাধি 'আয়র'। তবে পাণ্ডিত্যখ্যাতি অনুসারে শাস্ত্রী, দীক্ষিত প্রভৃতি উপাধিও প্রচলিত আছে। ইঁহাদের মধ্যেও আবার ৪টী ধারা দৃষ্ট হয়,—১ বর্ম্ম, ২ বৃহচ্চরণ, ৩ অষ্টসহস্র, ও ৪ সঙ্কেত।

বর্ম্মদিগের মধ্যে আবার কোলদেশ, বর্ম্মদেশ, মবয়র, জাবালি প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা আছে। বর্ম্মদিগের মধ্যে আবার জাতীয় তিলকচিহ্ন দুইপ্রকার প্রচলিত আছে, কেহ বা কপালে চন্দন বা বিভূতির টানা রেখা আঁকেন, কেহ বা গোপীচন্দনের একটী লম্বা ফোঁটা কাটেন। কুলমর্য্যাদায় বর্ম্মের পর বৃহচ্চরণ, বৃহচ্চরণেরা কপালে গোপীচন্দনের একটী গোলক আঁকিয়া তাহার মধ্যে শ্বেত চন্দনের রেখা টানেন। অষ্টসহস্রেরা অপর ধারা অপেক্ষা দেখিতে শ্রীমান্; ভ্রূ-যুগলের উপর হইতে শ্বেতচন্দন বা অঙ্গারের গোল ফোঁটা আঁকেন। সঙ্কেতেরা কেরলদেশেও গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কৌশিক সঙ্কেতী ও বেত্তদপর সঙ্কেতী এই দুই থাক আছে।

দ্রাবিড়শ্রেণির বৈষ্ণবেরা সকলেই প্রায় রামানুজের শিষ্য। নারায়ণমহিষী শ্রীর পূজা করেন বলিয়া ইঁহারা শ্রীসম্প্রদায় বলিয়া গণ্য। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুই থাক আছে, বড়গল ও তেঙ্গল। বড়গল অর্থ উত্তর ভাষা এবং তেঙ্গল অর্থে সাধুকথিত ভাষা। বড়গড়েরা সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তেঙ্গলেরা সেই সকল প্রাচীনশাস্ত্রের মহাজন কর্ত্তৃক তামিল অনুবাদকেই মুলের সমান প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন।

(১৮৭) নাগর ব্রাহ্মণ—গুজরাতের অন্তর্গত নগর বা বড়নগরে ইঁহাদের আদিবাসহেতু ইঁহারা নাগর নামে খ্যাত। স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে এই শ্রেণির উৎপত্তি ও গোত্রাদির বিশেষ বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তীকালে গুজরাতের বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ইঁহারা বড়নগর, বিশলনগর, ষঠোড়া, প্রশ্নোরা, কৃষ্ণোরা, ও চিত্রোরা প্রভৃতি স্থানীয় নামে আখ্যাত ও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত

হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে বোম্বাই প্রদেশের সকল প্রধান স্থানেই অল্পাধিক নাগর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের মধ্যে আচার্য্য, ভট্ট, পাণ্ডা, রাউল, ঠাকুর, ব্যাস ইত্যাদি উপাধি আছে।

ইঁহারা সচরাচর দেখিতে সুশ্রী, সুগঠিত ও নাতিদীর্ঘ। ইঁহাদের মস্তকের বার আনা অংশ শিখাবেষ্টিত। পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ অধিক সুশ্রী ও রূপবতী, তাঁহাদের হাত পা ছোট খাট, সুদীর্ঘ নাসিকা ও সুচিক্কণ কেশজাল।

নাগর ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই নিরামিষাশী। অনেকেই তৈল পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব, বৈষ্ণবেরা সংখ্যায় অ ।। শৈবেরা রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন; স্ত্রীলোকেরাও অঙ্গরক্ষা ও মাথায় উড়ানী জড়াইয়া থাকেন। ইঁহারা কখন পরচুলা ব্যবহার করেন না, মাথায় ফুল গোঁজেন না বা অলঙ্কার পরেন না।

নাগরদিগের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। যাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাঁহারাও তাঁহাদের যজমান গুজরাতী বণিয়া ব্যতীত আর কাহারও কাছে ভিক্ষা করেন না।

ইঁহাদের মধ্যে শাঙ্খায়ন শাখার ঋগ্বেদী ও মাধ্যন্দিন বাজসনেয় শাখার যজুর্ব্বেদী দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই স্মার্ত্ত, তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে পরমগুরু জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা ষোড়শবিধসংস্কারই পালন করেন; যাঁহাদের অবস্থা ভাল নয়, তাঁহারা উপনয়ন, বিবাহ ও ঔর্দ্ধদেহিক এই তিনটী মাত্র সংস্কার পালন করিয়া থাকেন।

(১৮৮) গুজরাটী ব্রাহ্মণ—ইঁহাদের মধ্যে আবার ঔদীচ্, দিশাবল, খেড়াবল, মোধ, নাগর, শ্রীগৌড়, শ্রীমালী প্রভৃতি থাক আছে। ইঁহারা স্বভাবতঃই পরিষ্কার, সৎ, কর্ম্মঠ, চতুর ও আতিথেয়। ইঁহাদের অনেকেই বাণিজ্য-ব্যবসা হইতে পৌরোহিত্য পর্য্যন্ত নানা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ জমী ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়াছেন এবং ঐ জমীতে প্রজা বন্দোবস্ত করিয়া জাত দ্রব্যের অর্দ্ধেক খাজনা স্বরূপ লইয়া থাকেন।

গুজরাটী ব্রাহ্মণের মধ্যে পিতৃ ও মাতুলগোত্রে বিবাহ হয় না। ইঁহাদের 'ত্রিব্দিমেব্দাস' শাখায় ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য ও বশিষ্ঠ এই তিনটী গোত্র চলিত দেখা যায়। ইঁহারা যজুর্ব্বেদী এবং সকলেই শঙ্করাচার্য্যকে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান-প্রদর্শক

কর্ণাট[১৮৯] তৈলঙ্গ[১৯০] পঞ্চ-দ্রাবিড়ে[১৯১] বৰ্ত্তিল।

বলিয়া ভক্তি করেন। গণপতি, মহাদেব ও বিষ্ণু ইঁহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইঁহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। ঐ বিভিন্ন থাকের লোকেরা একত্র আহারাদি বা পরস্পর দান গ্রহণ করেন না। ইহাদের মধ্যে আচার্য্যে, ভট্, পাণ্ড্য, রাউল, ঠাকুর ও ব্যাস এই কয়েকটী উপাধি প্রচলিত।

(১৮৯) কর্ণাট—দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের ৪র্থ শ্রেণী তাঁহারা অপর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের নিকট আভিজাত্যে ও মর্য্যাদায় নিকৃষ্ট। অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদিগকে কন্যাদান করেন না। কিন্তু অন্নগ্রহণ করিতে কাহারও বাধা নাই। অপর স্থানের ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন, কর্ণাট ব্রাহ্মণদিগের ভাগ্যে তেমন সম্মান, তেমন আদর অভ্যর্থনা ঘটে না।

তাঁহারা এদেশের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজমান দ্বারা পরিপোষিত না হওয়ায় কাজেই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। এমন কি অনেকে পেটের দায়ে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণেরা ঋক্ অথবা যজুর্ব্বেদী। তাঁহারা প্রধানতঃ সপ্তশাখায় বিভক্ত—১ হৈগ, ২ কাত, ৩ শীবেলরী, ৪ বর্গীনার, ৫ কান্দাব, ৬ কর্ণাটক, ৭ মহিসুর-কর্ণাটক, ৮ শীরনাদ (শ্রীনাথ)। কর্ণাট ব্রাহ্মণেরা উত্তর ও দক্ষিণ কাণাড়া, তুলব, মলবার, কোচিন ও মহিসুরে বাস করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক হইবে। কর্ণাট ব্রাহ্মণের দেহের গঠন সুশ্রী, দেখিতে অনেকটা উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়।

(১৯০) তৈলঙ্গ—এই ব্রাহ্মণেরাও পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্তর্গত। ইহারা অধিকাংশই যজুর্ব্বেদী আপস্তম্ব শাখা। দুই এক ঘর ঋগ্বেদীও দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে স্মার্ত্ত, শ্রীবৈষ্ণব ও মাধ্ব এই তিন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। স্মার্ত্তেরা শৈব শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। ইহাঁদের মধ্যেও আবার নিয়োগী ও বৈদিক এই দুইশ্রেণী আছে। নিয়োগীরা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা যোগ [illegible] স্বীকার করেন। ইহারা অপ্রতিগ্রাহী, মন্ত্রদান করেন বটে, কিন্তু পৌরোহিত্য করিতে চান না। অথবা কাহারও নিকট শ্রাদ্ধাদি অথবা অপর কোন [illegible]র্য্যের দানগ্রহণ করেন না।

কান্যকুব্জ[১৯২] সারস্বত[১৯৩] মৈথিল[১৯৪] উৎকল[১৯৫] ॥৬২

বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই সাধারণতঃ পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। নিয়োগীদের ৬টী থাক আছে,—১ অরবেলুবর, ২ তেলিঙ্গন, ৩ নন্দরিক্ষ, ৪ পকুলমতি, ৫ যাজ্ঞবল্ক্য ও ৬ কর্ণাটকম্ম। বৈদিকদিগের মধ্যেও ৭টী থাক দৃষ্ট হয়,—১ বেলনাড়ু, ২ বেঙ্গিনাড়ু, ৩ কমলনাড়ু, ৪ মূলকিনাড়ু, ৫ তেলঙ্গনাড়ু, ৬ যাজ্ঞবল্ক্য-বৈদিক ও ৭ কনাড়া-কম্ম-বৈদিক। শ্রীবৈষ্ণবেরা রামানুজের মতাবলম্বী। ইহাঁরা সাধারণতঃ আন্ধ্র বৈষ্ণব নামেই খ্যাত। দ্রাবিড়-শ্রীবৈষ্ণব আসিয়াও তৈলঙ্গ-সমাজে মিলিত হইয়াছেন।

মাধ্বেরা মধ্বাচার্য্যের মতানুগামী। তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শাক্ত অতি-বিরল। এই শ্রেণির ব্রাহ্মণেরা সকলেই নিরামিষাসী। মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অধিকাংশ লোকে ধূমপান পর্য্যন্ত করেন না।

(১৯১) পঞ্চদ্রাবিড়—বজ্রসূচী উপনিষদে লিখিত আছে—

"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়া স্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়া স্মৃতাঃ॥"

আন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটী লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়।

(১৯২) কান্যকুব্জ—ইহাঁরা পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত; কনৌজে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস থাকায় ইহাঁরা কনৌজিয়া বা কান্যকুব্জ নামে খ্যাত। এদেশে যেমন কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও কষ্টশ্রোত্রিয় ইত্যাদি রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কুলমর্য্যাদা দৃষ্ট হয়; কনৌজিয়াদের মধ্যে খটকুল (ষট্‌কুল), পঞ্চাদরী ও ধাকর এই ত্রিবিধ কুলবিভাগ দৃষ্ট হয়। এই তিন প্রকারের মধ্যে ষট্‌কুলই প্রধান বা কুলীন বলিয়া গণ্যমান্য। কাত্যায়ন, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, সাঙ্কৃতি, উপমন্যু ও ভরদ্বাজ এই ছয় গোত্র লইয়া ষট্‌কুল, এই ষট্‌কুলই বিশুদ্ধ কনৌজীয়া বলিয়া গণ্য। সামাজিক সম্মানে ইহাঁদের নিম্নে পঞ্চাদরী; পঞ্চাদরীরা বলেন, তাঁহারা ষট্‌কুল হইতে সমুদ্ভূত; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বকালে সমাজত্যাগ করায় শ্রেষ্ঠ সম্মান-লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যেও দুইটী থাক আছে,—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ; ধাকরের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই অশুদ্ধ। ধাকরেরা সম্মানে অতি হীন; ইহাঁরা ধূমপান ও নিজ হস্তে কৃষি করেন বলিয়াই নিতান্ত হেয়

হইয়াছেন। এ ছাড়া ভু-নি-হাই-কি পঙ্কাদরী নামে আর একদল আছেন, তাঁহারা ষট্‌কুল হইতে উৎপন্ন হইলেও সম্বন্ধ দোষে ধাকর অপেক্ষা সম্মানে হীন; ষট্‌কুলেরা স্ব স্ব থাকের মধ্যেই ভিন্ন গোত্রে পরিবর্ত্ত (অদল বদল) করেন; এরূপ স্থলে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পরে আদানপ্রদান করিতে পারে না। পাঁচ পুরুষ গত হইলে আর আপত্তি নাই। ষট্‌কুলেরা একটী বিবাহ করেন এবং তাহা ঐ ষট্‌কুলের মধ্যেই হইয়া থাকে। প্রথম বিবাহ অন্য কুলে করিবার রীতি নাই; দ্বিতীয় বার বিবাহের প্রয়োজন হইলে ও সুবিধা মত অর্থ পাইলে তাহা পঙ্কাদরীর মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ষট্‌কুলের মধ্যে বালকে-শুক্ল গোষ্ঠি মুখ্য বা প্রধান; ইঁহারা ছিন্নমস্তার উপাসক। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে স্থানে স্থানে মহুতুর, গোহিয় ও ধাকর এই ত্রিবিধ কুল দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে আবার উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট ঘর আছে।

(১৯৩) সারস্বত—ইহাঁদের আদিপুরুষগণের সরস্বতীতীরে বাসনিবন্ধন সারস্বত নাম হইয়াছে। ইহাঁরা পঞ্চগৌড়ের মধ্যে আদিগৌড় বলিয়া খ্যাত; ইহাঁদের মধ্যে বহুগোত্র ও বহুকুল দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পঞ্চজাতি বা পঞ্জাতি, অষ্টান বা অষ্টকুল, বারাহি বা বারকুল ও বামন (৫২) জাতি বা দ্বিপঞ্চাশৎ কুল। গর্ভাদানাদি দ্বাদশ সংস্কারই ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে; ইহাঁদের আচার ব্যবহার অনেকটা সরবরিয়া ব্রাহ্মণদের মত; প্রভেদের মধ্যে এই, কাহারও মৃত্যু হইলে সারস্বতেরা সপ্তদশ ও সরবরিয়ারা ত্রয়োদশ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া থাকেন। বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে তাঁহার জন্য ইহাঁরা আমোদ প্রমোদ করেন; মৃতাহ হইতে ১০ম দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা গান করেন এবং তদুপলক্ষে পান ও মিষ্টান্ন বিতরিত হইয়া থাকে। এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সারস্বত ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, বোম্বাইপ্রদেশে ইহাঁরা সেন-বি (ছেয়ানব্বই) নামে খ্যাত; ইহাঁদের মধ্যে শৈব ও শাক্তের সংখ্যাই অধিক। গুজরাট, কচ্ছ ও পঞ্জাবের ক্ষত্রিগণ ইহাঁদের যজমান; মোজাম্বিক ও আফ্রিকাবাসী কচ্ছ-বণিক্‌দিগের নিকট হইতে বার্ষিক আদায় করিবার জন্য সুদূর সমুদ্রযাত্রা করিতেও ইহাঁরা কুণ্ঠিত নন।

(১৯৪) মৈথিলব্রাহ্মণ—মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। ইহাঁরা পঞ্চগৌড়েরই অন্তর্গত। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বাঙ্গালায় দুই একঘর মৈথিলশ্রেণী আসিয়া বাস

করিয়াছেন। বঙ্গে স্থানবিশেষে ইঁহারা বৈদিকশ্রেণীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, সাবর্ণ, পরাশর, কৌশিক, গর্গ ও কৃষ্ণাত্রেয় এই একাদশ গোত্র আছে। এদেশীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গাঁঞির মত উক্ত একাদশ গোত্রের মধ্যে আবার বাসস্থানানুসারে ১৭৭টি "ডি" বা "মূল" আছে। তন্মধ্যে বাৎস্যগোত্রে ৪৬, শাণ্ডিল্যগোত্রে ৫৮, ভরদ্বাজগোত্রে ১৩, কাশ্যপগোত্রে ১৭, কাত্যায়নগোত্রে ৬, গৌতমগোত্রে ১, সাবর্ণগোত্রে ৭, পরাশরগোত্রে ৩, কৌশিকে ১, গর্গগোত্রে ১, ও কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রে ১টী মূল পাওয়া যায়।

মৈথিলশ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ পঞ্চকুল দৃষ্ট হয়—১ শ্রোত্রিয় বা শোতে, ২ যোগ, ৩ পঞ্জিবদ্ধ, ৪ নাগর ও ৫ জৈবার। এই পঞ্চকুলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কুল যথাক্রমে পরবর্ত্তী কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। মৈথিল কুলশ্রেষ্ঠগণ সচরাচর পণ্ডিত, পঞ্জি-কার ও ঘটক সঙ্গে লইয়া ত্রিহুতের নানাস্থানে গিয়া কুলের সমীকরণ করিয়া থাকেন, এইরূপ সমাজিকসাম্মিলনে কুলের দোষগুণ আলোচনা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ বংশশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলে আদানপ্রদান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালায় কুলীন বরের যেমন ক্রমশঃই দর বাড়িতেছে, মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা অল্প বিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেমন নিকষকুলীন বা স্বকৃত ভঙ্গেরা বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, 'বিকৌয়া' (বিক্রেতা) নামক একশ্রেণীর মৈথিলেরা একজনে নিজেই হউক বা পুত্রের বিবাহ দিয়াই হউক, নিম্নঘর হইতে বহু কন্যাগ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। শ্রোত্রিয় বা নাগর শ্রেণীর 'বিকৌয়া' বড় একটা দেখা যায় না। যোগ ও পঞ্জিবদ্ধদিগের মধ্যে 'বিকৌয়া'র সংখ্যা অধিক। বিকৌয়ারা কুলের তারতম্য অনুসারে ও কন্যাকর্ত্তার বংশমর্য্যাদা অনুযায়ী তাঁহার নিকট পণ পাইয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অনেক বেশী।

(১৯৫) উৎকল—উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরাই উৎকলশ্রেণী; আদি উৎকলশ্রেণী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত; অনেকের বিশ্বাস, সেই আদি উৎকলশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে। গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের সময় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া যাজপুরে

ছরোরিয়া[১২৬] সোনরিয়া[১২৭] তথাহি বাঙ্গালী[১২৮]।

বাস করেন ; তাঁহারাই বর্ত্তমান কালে উৎকলশ্রেণী বলিয়া গণ্য। ইহাঁরা আবার উত্তরশ্রেণী ও দাক্ষিণাত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ; যাজপুর অঞ্চলে যাঁহাদের বাস আছে, তাঁহারা উত্তরশ্রেণী এবং জগন্নাথদেবের পূজার জন্য যাঁহারা পুরী জেলাতে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরেরা দাক্ষিণাত্যশ্রেণী বলিয়া অভিহিত হন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যেও আবার শ্রোত্রিয় বা শাসনী ও অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আছেন ; বৈদিক, উপাধ্যায়, ভট্টমিশ্র, ও সামন্ত ইহাঁরা শ্রোত্রিয় ; সরুয়াপাণ্ডা বা বার্দ্ধুষিক, মুড়িয়াপণ্ডা বা দেবলক, গ্রামযাচক, মহাস্থান বা হালিয়া ব্রাহ্মণেরা অশ্রোত্রিয়, এ ছাড়া রঘুনাথিয়া ও পুর্ব্বিয়া নামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। বঙ্গ বা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ দেখা যায় না ; কিন্তু উৎকলশ্রেণীর মধ্যে চারিবেদী ব্রাহ্মণ আজও বিদ্যমান।

(১২৬) ছরোরিয়া বা শরবরিয়া—কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের একটী শাখা ; সরযূর পরপারে বাসহেতু এই নাম। প্রবাদ আছে—শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য কনৌজিয়াদিগকে আহ্বান করেন, যাইবার সময় তাঁহাদের পিতৃগণ তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া দেন, এদিকে দান না হইলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। কাজেই রামচন্দ্র পাণের খিলির মধ্যে হীরা পুরিয়া কৌশলে দান করেন। গৃহে আসিলে পর ঐ সকল ব্যাপার ধরা পড়িল, প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ সমাজ-চ্যুত হইলেন ও ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্রকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলেন! অযোধ্যাপতি তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের বাসার্থ ভূমিদান করিলেন। রাম একটী শর নিক্ষেপ করেন, সেই শর যতদূর গিয়া পতিত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এই শর নিক্ষেপহেতুই তাঁহাদের নাম শরবরিয়া হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যেও গর্গ, গৌতম, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ ও কাশ্যপ এই ছয়টী গোত্র ও আটাইশটী ডিহি বা গাঞি আছে ; ইহাদের মধ্যেও কতকটা কুলমর্য্যাদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুলীনেরা সাধারণতঃ পাঁতিহ বা পঙ্‌ক্তিপাবন এবং টুটাহ বা ভঙ্গ। টুটাহেরা ক্ষত্রিয়ের পক্কান্ন গ্রহণ করেন, কিন্তু পাঁতিহেরা তাহা করেন না। গর্গ, গৌতম ও শাণ্ডিল্য গোত্র মধ্যেই পাঁতিহ বা কুলীন দৃষ্ট হয়, ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা টুটাহের কন্যা গ্রহণ করেন

এ সকল পঞ্চ-গৌড়ে[১৯] সমস্ত প্রণালী ॥৬৩

তাঁহারাও ভঙ্গ হইয়া পড়েন। এইরূপে পাঁতিহের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে।

(১৯৭) সোনরিয়া—কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের একটী উপশাখা ও সনাঢ্য ব্রাহ্মণের একটী শাখা বলিয়া পরিচিত। এক সময়ে ব্রাহ্মণসমাজে ইহঁদিগের মান সম্ভ্রম ছিল; এখন ইহারা গুণ ও কর্ম্মদোষে নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি অনেকে ইহঁাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত; ইহঁারা বলেন, রাবণ-বধ করিয়া রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, পাপক্ষালনের জন্য তিনি এক মহা-যজ্ঞের আয়োজন করেন, সেই যজ্ঞে ভোজন করিয়া ইহঁাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পতিত হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যায় যে, চৌর্য্যবৃত্তিই প্রধানতঃ ইহঁাদের উপজীবিকা হইয়াছে।

(১৯৮) বাঙ্গালী—বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা কাশীবাসী হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্যবৈদিক ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণি দৃষ্ট হয়।

(১৯৯) পঞ্চগৌড়—ব্রাহ্মণগণের একটী বিভাগ। সারস্বত,কান্যকুব্জ,গৌড়,মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ শ্রেণীকে লইয়া পঞ্চগৌড় বিভাগ কল্পিত হয়। কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে 'আদি গৌড়' নামে পরিচয় দেন। বৈদিক যুগে সরস্বতী-তীরবাসী ব্রাহ্মণগণই সারস্বত নামে অভিহিত ছিলেন। এই যাজ্ঞিক সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপলক্ষে কান্যকুব্জ, গৌড় প্রভৃতি স্থানে বাস করিলে, তথায় তাঁহা-দের সন্তান সন্ততিগণ কান্যকুব্জাদি আখ্যা লাভ করেন। সারস্বত, কান্যকুব্জ প্রভৃতি নামগুলি দেশবাচী। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে:—

"ব্রাহ্মণা দশধা প্রোক্তা পঞ্চগৌড়াশ্চ দ্রাবিড়াঃ।"

"ব্রাহ্মণা দশধা চৈব ঋষিহ্যুৎপত্তিসম্ভবাঃ।
দেশে দেশবিধাচারা এবং বিস্তারিতা মহী॥" (সহ্য৹ ২।১।১৫)

পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড় এই দশবিধ ব্রাহ্মণ ঋষিসম্ভব এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস হেতু তত্তৎ দেশাচারাবলম্বী।

মালবী[২০০] হিরন্য[২০১] গৌড়[২০২] দায়মা[২০৩] গূর্জ্জর[২০৪]।

(২০০) মালবী ব্রাহ্মণ—উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীর একটী শাখা। বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চলে এই শ্রেণীর অনেকের বাস দেখা যায়। ইঁহারা প্রধানতঃ লেখ্যবৃত্তি ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহই প্রায় যাজনাদি করেন না। মধ্য-ভারতে ষড়্‌জ্ঞাতি (ছন্নাতি) ব্রাহ্মণ নামে ছয়টী স্বতন্ত্র থাক আছে, তাঁহারাও আপনাদিগকে মালব-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রায় ৩০ পুরুষ হইতে তাঁহারা জন্মভূমি মালব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থানে যাইয়া বাস করিয়াছেন।

মালবী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সাড়ে তেরটী গোত্র প্রচলিত আছে। ভরদ্বাজ চৌবে, পরাশর দোবে, আঙ্গিরস চৌবে, ভার্গব চৌবে প্রভৃতি গোত্র ও উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ ঋগ্বেদী। শাণ্ডিল্য দোবে, কাশ্যপ চৌবে, কৌৎস দোবে প্রভৃতি যজুর্ব্বেদী। বৎস, ব্যাস ও গৌতম তিবারী, লোহিত তিবারী ও কৌণ্ডিন্যগোত্রধারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদী। পরে ইঁহাদের মধ্যে কাত্যায়ন, পাঠক ও মৈত্রেয় অর্দ্ধ গোত্ররূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। বিবাহাদি ক্রিয়ায় ইঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের মত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের পৌরোহিত্য করেন।

(২০১) হিরণ্য (হরিয়াণা)—গৌড় ব্রাহ্মণের একটী ক্ষুদ্র শাখা। হরিয়াণা প্রদেশে বাসহেতু ঐ নাম হইয়াছে। [২০২ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

(২০২) গৌড়ব্রাহ্মণ—পঞ্চগৌড়ের অন্যতম। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বেহারে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বসবাস আছে। গৌড়ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, তাঁহারা গৌড়রাজ্য হইতে উত্তরপশ্চিমে গিয়াছেন। দিল্লীসুবায় এই শ্রেণীর বসবাস অধিক। হিন্দীজাতিমালামতে—ইঁহাদের মধ্যে ছয়টী শাখা আছে, গৌড়, পারিখ, বহীনু, খন্দেলবাল, সারস্বত ও সন্দবেল। কিন্তু কোন কোন গৌড় ব্রাহ্মণ এরূপ শাখা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে গৌড় ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪২টী বিভাগ আছে, ইহার ভিতর আধ, জুগদ; কৈথল, গূজর, ধরম্ ও সিন্ধ গৌড় এই কয় ঘর প্রধান।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গৌড়ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রধানতঃ এই শাখাগুলি দেখা যায়। যথা—১ গৌড় বা কেবল-গৌড় (হরিদ্বারবাসী কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী), ২ আদিগৌড় বা

ছিলাওড়[২০৫] ছেখোয়াড়[২০৬] পারিখ[২০৭] তৎপর ॥৬৪
এ সকল দেশোয়াল[২০৮] লিখিল প্রধান।
পরে যেই দ্বিজ তার কহিব প্রমাণ ॥৬৫

শুক্লবাল (কুরুক্ষেত্র ও জয়পুরবাসী—শুক্লযজুর্ব্বেদী), ৩ সনাঢ্য, ৪ শ্রীগৌড় ৫ গুজর বা গুর্জ্জরগৌড়, ৬ তেকবারগৌড়, ৭ চমার গৌড়, ৮ হরিয়াণা গৌড়, ৯ কীর্ত্তনিয়া গৌড়, ১০ শুক্লগৌড়, ১১ দধিচ বা দায়মা, ১২ শিখবাল, ১৩ পারিখ, ১৪ সারস্বত।

(২০৩) দায়মা (দায়মিয়া)—গৌড়ব্রাহ্মণদিগের সনাঢ্য শাখার একটী থাক। [২০২ পাদটীকা দেখ]

(২০৪) গুজর—গৌড়ব্রাহ্মণের একটী শাখা। ইঁহারা 'গুজরগৌড়' নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে নানাস্থানে গুজর নামে যে রাজপুত শ্রেণী দেখা যায়, তাঁহাদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

[২০২ পাদটীকা দেখ।]

(২০৫) ছেলাওড় বা সেরাওলী—কেদার ও বদরীনাথবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দেরাদুনে অনেকের বাস দেখা যায়।

(২০৬) শেখোয়াড়—(শিখবাল) রাজপুতনার ব্রাহ্মণশ্রেণিভেদ। 'শেখাবতী' নামক স্থানে বাস হেতু 'শেখাবৎ' অপভ্রংশে 'ছেখোয়াড়' বা শিখবাল নাম হইয়াছে। ইঁহারা গৌড়ব্রাহ্মণের একটী শাখা। [২০৩ পাদটীকা দেখ।]

(২০৭) পারিখ—গৌড়ব্রাহ্মণের একটী শাখা। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই জয়পুররাজের পুরোহিত; ইঁহারা আপনাদিগকে বশিষ্ঠের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন।

(২০৮) দেশোয়াল—অর্থাৎ দেশবাস। এই নামে গৌড়ব্রাহ্মণের এক নিম্ন শাখাও দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে, গৌড়তগা নামে যে জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেণি আছে, দেশোয়ালেরা সেই শ্রেণিভুক্ত।

কামরূপী[২০৯] কাশ্মীরী[২১০] দ্বিধা খানদেশী[২১১]।
বঘেলা[২১২] মাবলা[২১৩] ওট লিখিল বিশেষী ॥৬৬
দেশস্থ[২১৪] গুর্জ্জর[২১৫] আর হুসেনী ব্রাহ্মণ[২১৬]।

(২০৯) কামরূপী—আসামবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণিভেদ। গৌড়াগত কনোজীয় ও মৈথিলব্রাহ্মণ হইতে ইঁহাদের উৎপত্তি। বিভিন্ন হিন্দুরাজার রাজত্বকালে কামরূপে বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল, কামরূপীরা তাঁহাদেরই সন্তান। বৈদ্যদেব-প্রমুখ কামরূপী ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ শাসন করিয়াছিলেন।

(২১০) কাশ্মীরী—কশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ। দুই প্রকার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, কাশ্মীরী ও দোগড়া। কাশ্মীরীরা অতি সুশ্রী, দেখিলেই প্রকৃত বৈদিক আর্য্যঋষির বংশধর বলিয়া মনে হয়। দোগড়া সংস্কৃত দ্বিগর্ত্ত বা ত্রিগর্ত্ত শব্দের অপভ্রংশ। যাঁহারা পুরাণোক্ত ত্রিগর্ত্ত (বর্ত্তমান কাঙ্গ্‌ড়া) দেশে বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ 'দোগড়া' নামে খ্যাত। ইহারাও দেখিতে বেশ সুশ্রী, তবে পার্ব্বত্যভাবব্যঞ্জক। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে যাজনবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় চাকুরীতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত। বহু দিন হইল, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করেন যে, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে অনেক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ। কাশ্মীরে গিয়া জাতিগোপন করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। (Elliot's Races of N.W.P., vol.1.p.309.)

(২১১) খান্‌দেশী [খান্‌দেলী] (খন্‌দেলবাল)—আদিগৌড় ব্রাহ্মণের একটী শাখা। জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত শেখাবতীর পার্শ্ববর্ত্তী খন্‌দেল নামক স্থানে ইহাদের আদি বাস, সেইজন্য খান্‌দেলী নামে পরিচিত।

(২১২) বঘেলা—রেবা বা বঘেলখণ্ডবাসী ব্রাহ্মণ-শাখাভেদ।

(২১৩) মাবলা (মাবলী)—পুণার পশ্চিমাংশস্থিত মাবলের অধিবাসী ব্রাহ্মণ, ইঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত। [১৮৫ পাদটীকা দেখ।]

(২১৪) দেশস্থ—মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের প্রধান শাখা। [১৮৫ পাদটীকা দেখ।]

(২১৫) গুর্জ্জর—অর্থাৎ গুজরাটী ব্রাহ্মণ। [১৮৮ পাদটীকা দেখ।]

পরে গঙ্গাপুত্র[২১৭] কাশীবাসি-দ্বিজগণ ॥৬৭
এই স্থলে লিখিল সপ্তবিংশতি প্রকার।
বিশেষ লিখিলে হয় গ্রন্থের বিস্তার ॥৬৮

(২১৬) হোসেনী ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ-নামধারী এক শ্রেণির পুরোহিত-সম্প্রদায়, মুসলমান সাধু হোসেন হইতে ইঁহারা হোসেনী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্জাবে ইঁহারা 'মুসলমান ব্রাহ্মণ' এবং উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও পূর্ব্ববঙ্গে হোসেনী ব্রাহ্মণ নামেই খ্যাত। কোন কোন পুরাবিদ্ মনে করেন যে, দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণীরাজ-বংশের সংস্রবে এই 'হোসেনী-ব্রাহ্মণ' আখ্যা হইয়া থাকিবে। ইঁহারা নিম্নশ্রেণির নিকট হিন্দু দেবদেবীর নামে এবং মুসলমানদিগের নিকট "আল্লার" নামে পূজার জিনিস লইয়া থাকেন। ইঁহারা আধা হিন্দু আধা মুসলমান। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করেন, আবার মসজিদে গিয়া প্রয়োজন হইলে নমাজও করিয়া থাকেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও পূর্ব্ব-বঙ্গে অনেক হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এখনও এককালে হিন্দু-রীতি-নীতি ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, হোসেনীব্রাহ্মণেরা সচরাচর ঐরূপ মুসলমানবংশধরগণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন।

(২১৭) গঙ্গাপুত্র—নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণভেদ, এ দেশে 'মড়াপোড়া বামুন' নামে খ্যাত। গঙ্গার তীরে অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইঁহারা সেই সকল কার্য্যে পৌরোহিত্য ও দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঘাটের কার্য্য সকল সম্পন্ন করেন বলিয়া "ঘাটিয়া" নামেও পরিচিত। গঙ্গাপুত্রেরা বলেন যে, ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন, সেই সময় তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গাতীরের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, গঙ্গাপুত্রেরা তাঁহাদেরই বংশধর। গঙ্গাতীরে কোন উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করেন না। এ কারণ গঙ্গাযাত্রীরা সকল সময়েই স্নানযাত্রিগণের নিকট বিস্তর অর্থলাভ করিয়া থাকেন। এ কারণ অনেক নিঃস্ব গৌড়, কনৌজিয়া ও সরোরিয়া ব্রাহ্মণ এই দলে মিশ্রিত হইয়াছেন। কোন ভদ্র ব্রাহ্মণই এই পতিত ব্রাহ্মণকে কন্যা দেন না, এ কারণ গঙ্গাপুত্রেরা স্বঘরেই অনেক সময়ে আদানপ্রদান করিয়া থাকেন।

ইতঃপর লিখি বেদপাঠ-বিবরণ।
পঞ্চ দ্রাবিড়েতে ইহা সিদ্ধি প্রকরণ ॥৬৯
যখন বসন্ত ঋতু প্রবৃত্ত হইল।
নিশি যোগে প্রতি ঘরে বেদ আরম্ভিল ॥৭০
সামবেদ যজুর্ব্বেদ তথা ঋগথর্ব্ব।
বেদপাঠ করেন সকলে করি গর্ব্ব ॥৭১
খরজ* রিখব† তথা গান্ধার মধ্যম।
পঞ্চম ধৈবত তথা নিখাদ‡ সপ্তম ॥৭২
মন্দ মন্দ প্রথমে আরম্ভ করি পরে।
ক্রমে ক্রমে সপ্ত স্বর উচ্চ উচ্চ ধরে ॥৭৩
দশ বার জন বিপ্রে করিয়া বিভাগ।
সম্মুখা সম্মুখে বেদগানে অনুরাগ ॥৭৪
বেদ মুদ্রাঙ্গুলি-মূলে করিয়া ধারণ।
বেদধ্বনি অনুমানি স্পর্শিল গগন ॥৭৫
এই রূপে চারিবেদ ক্রমে পাঠ চলে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ পুষ্পমালা গলে ॥৭৬
প্রমিত দক্ষিণা পরে করিয়া গ্রহণ।
গমন করয়ে সভে নিজ নিকেতন ॥৭৭

* খরজ—ষড়জ।

† রিখব—ঋষভ।

‡ নিখাদ—নিষাদ।

দ্বিজ সংখ্যা কি কহিব আমি কাশীপুরে।
ব্রাহ্মণভোজন কেহ যদি ইচ্ছা করে ॥৭৮
একদিনে একলক্ষ ভোজন করিবে।
এই সংখ্যা কহিলাম অন্যথা নহিবে ॥৭৯
অন্য ভদ্র লোক তার কি কহিব সীমা।
নিজ নিজ ব্যবসায় সভার গরিমা ॥৮০
ইতঃপর প্রতিদিন দিন যেই কর্ম্ম।
সর্ব্বলোকে করে কহি বিশেষিয়া মর্ম্ম ॥৮১
নিশি শেষে সাধুগণ করি গাত্রোত্থান।
প্রাতঃকৃত্য আদি ক্রিয়া করি সমাধান ॥৮২
কেহ রামনাম কেহ শিবনাম বলে।
কেহ হরিনাম স্মরি গঙ্গাস্নানে চলে ॥৮৩
সন্ধ্যাদি তর্পণ করি ইষ্টের অর্চ্চন।
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা করিয়া দর্শন ॥৮৪
কেহ নিত্যযাত্রা কেহ তিথিযাত্রা করে।
কেহ নিজ কার্য্য হেতু যায় নিজ ঘরে ॥৮৫
দুই দণ্ড দিবা মধ্যে প্রস্তুত বাজার।
শাক তরি তরকারি হাজার হাজার ॥৮৬
বিকিকিনি* করি সভে লৈয়া ঘরে যায়।
দশ দণ্ডাভ্যন্তরে সমস্ত লোক খায় ॥৮৭

* বিকিকিনি (দেশজ=বিকি—বিক্রয়+কিনি—ক্রয়)—অর্থাৎ কেনা বেচা।

পরে নিজ নিজ কর্ম্মে সভার গমন।
কেহ বেদাধ্যায়ী কেহ লিখন পঠন ॥৮৮
কেহ কোঠী যায় কেহ করেন চাকরি।
উদর ভরণ করে কেহ ভিক্ষা করি ॥৮৯
কেহ বা দোকানদার* কেহ বা দালাল†।
কেহ হাথিয়ার-বন্দ‡ দেখিতে বিশাল ॥৯০
কাশীমধ্যে বহুতর জনার বসতি।
তাহারা যে কার্য্য করে কহিব সম্প্রতি ॥৯১
কিম্‌খাপ[২১৮] জামদানিপা সাড়ী একপাটা।

* দোকানদার=(আরবী দুক্কান+পারসী দার)—যার দোকান বা আপণ আছে, যে দোকানে বিক্রয় করে।

† দালাল (আরবী 'দল্লাল' শব্দজ)—১ (মৌলিক অর্থ) যে (ক্রেতা ও বিক্রেতাকে) চালায়। ২ যে ক্রেতাকে অভীষ্ট দ্রব্য দেখাইয়া তদর্থে বিক্রেতার নিকট কিছু আদায় করে।

‡ হাথিয়ারবন্দ=(হিন্দী হথিয়ারবন্দ)—অস্ত্রধারী।

(২১৮) কিংখাব—স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্রে গ্রথিত রেশমীবস্ত্রই কিংখাবনামে পরিচিত। যেমন রেসমী কাপড়ে রেশমের ভাঁজ থাকে কিংখাবেও সেইরূপ স্বর্ণসূত্র বা রৌপ্যসূত্র থাকে, এ কারণ কিংখাবকে সোণার কাপড়ও বলা যায়। তাম্রসূত্রের তামার ঝুটা জরিতেও কিংখাব প্রস্তুত হয়। এ কিংখাবের দাম বেশী নহে। আসল কিংখাবের দাম অনেক। পূর্ব্বে সঙ্গতিপন্ন ধনিগণ কিংখাবের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এখন য়ুরোপীয় অনুকরণকল্পে আর তেমন আদর নাই। তথাপি ভারতের নানাস্থানে এখনও কিংখাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখনও কাশীতেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিংখাব তৈয়ারি হয়। উত্তর ভারতে যেমন কাশীধাম, দাক্ষিণাত্যে আরুঙ্গাবাদ ও সুরাতেও সেইরূপ কিংখাব হইতে দেখা যায়।

গোলাপী, কমলা, জরদা, সাদা প্রভৃতি নানা বর্ণের বহুবিধ কিংখাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবার বুটিবার, বেলদার, জঙ্গলা, মিনা, জালদার, শিকারগা, চাঁদতারা, চসমফুল, মোহরবুটি প্রভৃতি ভেদ দৃষ্ট হয়। নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত আরঙ্গাবাদে নিজামের ব্যবহারের জন্য কিংখাবের কারবার আছে।

(২১৯) জামদানী—জরির ফুল দেওয়া উৎকৃষ্ট মসলিন্ বস্ত্রবিশেষ। সাধারণ বস্ত্রনির্ম্মাণপ্রণালী অনুসারে টানা পড়েন দিয়া বুনিতে হয়। উৎকৃষ্ট জামদানী বুনিতে দুইজন লোক চাই। যেরূপ ধরণের জামদানী হইবে, বুনিবার সময় সেইরূপ চিত্রিত কাগজ সূতার তলে রাখিয়া দেয়। ঠিক সেই চিত্র ধরিয়া পড়েন চালায়। ফুল বা চিত্র শেষ হইলে মাকু তুলিয়া ফেলে। এই প্রণালীতে কাজ চলিতে থাকে। নানা রকমের জামদানী দেখা যায়। কাজ বা চিত্র অনুসারে জামদানীর বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যথা—করেলাফলের মত বুনান থাকিলে করেলা, এইরূপ তোড়াদার, বুটিদার, তেরচা, জালদার, পন্না, হাজরা, তুরিয়া, গেন্দা, শাবুর্ণা। যে সকল জামদানীতে চিকণ থাকে, তাহাকে 'চিকনদাজী', মুগার কাজ থাকিলে 'কসিদা', কার্পাসসূত্র ও রেশম নির্ম্মিত এক প্রকার জামদানীর নাম 'ঝাপান'।

ঢাকার জামদানী জগদ্বিখ্যাত। ইহার মধ্যে কসিদা আবার আরব, পারসিক ও তুর্কীদিগের বড় আদরের জিনিস। ২ গজ বহর ১১ গজ লম্বা এক একখানি জামদানী ৩০৲ হইতে ৯০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এক একখানি ৫ গজা কসিদা ১১৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকায় এখন পাওয়া যায়।

(২২০) সাড়ী—বারাণসীসাড়ী জগদ্বিখ্যাত। বিলাতী নানাবিধ সাড়ীর আমদানী হইলেও এখনও বারাণসীসাড়ীর আদর যায় নাই। দেশীয় প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ঘরেই এখনও উৎসবাদির সময় বারাণসীসাড়ীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। রেশমের উপর অপূর্ব্ব জরির কাজের জন্যই বারাণসীসাড়ী নয়ন-মনোরম। ২০৲ টাকা হইতে সহস্রাধিক টাকা মূল্যের বারাণসীসাড়ী এখনও বাজারে বিক্রীত হয়।

(২২১) একপাটা—অতি সূক্ষ্ম এক সূতায় প্রস্তুত মলমল, ইহা 'একসূতি' নামে খ্যাত। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় এখন এই বস্ত্রের ব্যবসা এক প্রকার লোপ হইতে বসিয়াছে।

সাঙলা[২২২] গুদড়[২২৩] তাস পরে ধন্মুকপাটা[২২৪] ॥৯২
কারচোব[২২৫] এ সকল জরিবার হয়।
দ্বিশত পর্য্যন্ত থানে মূল্য বিনির্ণয় ॥৯৩
সাড়ি ধুতি উপর্থা (?) রেসমীপাড়ী[২২৬] জরি।
পরন্তু রেসমীবাব[২২৭] রেসমকিনারী[২২৮] ॥৯৪
অপর লিখিব গোলবদন[২২৯] মস্রু[২৩০]।

(২২২) সাঙলা—'সাঙ্গী' নামেও খ্যাত। ইহা একপ্রকার রেশমী অন্তর্বাস। হিন্দুস্থানী রমণীগণ এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(২২৩) গুদড়—মোটা রেশমী বস্ত্রভেদ।

(২২৪) ধন্মুকপাটা—সাদা রেসমের জমির উপর অতি সরু জরির ফিতা পাড় থাকিলে সেই বস্ত্রবিশেষের নাম ধন্মুকপাটা। হিন্দুস্থানী ধনিগণ এই বস্ত্র ব্যবহার করেন।

(২২৫) কারচোব—ভেল্ভেটের উপর খুব ভারী ও জাঁকাল সল্মার কাজকে কারচোব বলে। কারচোবের কাজে প্রথমে জমি কোন বর্ণে চিত্রিত বা অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর কালাবতুন বসাইয়া যায়। ঘাঘরা, অঙ্গরাখা, নানাবিধ বস্ত্র, হস্তিপৃষ্ঠের বা অশ্বপৃষ্ঠের ঝালর প্রভৃতি নানা জিনিসে কারচোবের কাজ দৃষ্ট হয়। কাশীধামে এখনও কারচোবের উৎকৃষ্ট কাজ হইয়া থাকে। পাটনা ও মুর্শিদাবাদেরও কারচোবের কাজ বিখ্যাত।

(২২৬) রেশমীপাড়ী—রেশমপাড়যুক্ত বস্ত্রবিশেষ।

(২২৭) রেশমীবাব—রেশমে প্রস্তুত বস্ত্রভেদ।

(২২৮) রেশমকিনারী—যে কাপড়ের কিনারায় বা ধারে রেশমের ফিতা (Lace) দেওয়া থাকে।

(২২৯) গোলবদন (গুল্বদন)—ডুরি বা ফুলদার রেশমী বস্ত্রভেদ। ইহাতে ইজার প্রস্তুত হয়। মুসলমান ও শিখদিগের ইহা অতিশয় প্রিয়। মুসলমান আমলে এমন কি শিখপ্রভাবকালেও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই গোলবদন

হরেক প্রকার বাব ফুলাম[২৩১] আমারু[২৩২] ॥৯৫
সাদাতে রেসমপাড়ি কত রঙ্গ করে।
শুদ্ধ সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে ॥৯৬
সত্রঞ্চি[২৩৩] দুলিচা[২৩৪] আর কম্বল[২৩৫] আসন।

ব্যবহার করিতেন। এ কারণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বাণিজ্যপ্রধান সকল সহরেই এই কাপড় তৈয়ার হইত। শিখজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গোলবদনের কাজও যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে। এখনও অমৃতসরে উৎকৃষ্ট গোলবদন প্রস্তুত হয়। এই কাপড়ে সচরাচর সবুজ ও লাল, নীল ও রক্ত, পীত ও লালবর্ণের ডুরি থাকে।

(২৩০) মস্রু (চলিত মশ্রু)—তুলামিশাল একপ্রকার রেশ্মী কাপড়। প্রধানতঃ সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে সাটিনের মত উজ্জ্বল। কাশী, হায়দরাবাদ ও আহ্মদাবাদে এখনও উৎকৃষ্ট মসরু প্রস্তুত হয়।

(২৩১) ফুলাম্ বা ফুলকারী—ফুলকার্পাস—বস্ত্রভেদ। রেশমের বুটি ও ফুল থাকায় ইহার নাম 'ফুলাম্' বা 'ফুলকারী' হইয়াছে। পঞ্জাব ও রাজপুতানায় এই কাপড় তৈয়ারী হয়। নানাবর্ণের ফুলকারী দেখা যায়। য়ুরোপীয়েরা ফুলকারীর যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন, একারণ এই বস্ত্রের ব্যবসা সেরূপ হ্রাস হয় নাই। য়ুরোপীয়েরা ইহাতে পরদা করেন। জাটরমণীগণ ফুলকারীর উড়ানী গায়ে দেন।

(২৩২) আমারু (চলিত নাম হিম্রু)—ফুলদার রেশমী বস্ত্রভেদ। মুসলমান সমাজে এই বস্ত্রের এখনও যথেষ্ট আদর আছে। ইহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জামা প্রস্তুত হয়। আরঙ্গাবাদে ও সুরাটে উৎকৃষ্ট আম্রু প্রস্তুত হয়। সুরাটের নবাবেরা পুরুষানুক্রমে এক প্রকার অম্রু ব্যবহার করিতেন, তাহা এক্ষণে 'নবাবী হিম্রু' নামে খ্যাত। আরবদেশে এই বস্ত্র বহু রপ্তানি হইয়া থাকে।

(২৩৩) সতরঞ্চি—মেজেতে পাতিবার আসন বিশেষ। ভারতের সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার সতরঞ্চি প্রচলিত। আলিগড় ও আগ্রায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়।

উত্তম মধ্যমাধম কে করে গণন ।৯৭
এ সকল লোক সদা শিরে পাগ ধরে ।
কেহ ধুতি কেহ পায়জামা অঙ্গা* পরে ॥৯৮
কদাচিত জামা কার পটুকা† কমরে ।
এই মত যত লোক কাশীতে বিহরে ॥৯৯
দ্বিজ ক্ষত্রী রজঃপুত তুঁয়ার আহীর ।
এ সকল জাতি মধ্যে বহু বাঁকা বীর ॥১০০
কোমরে কাটার ছুরি ঢাল তলআর ।
কাছড়ি‡ কোমরবন্ধ যমের আকার ॥১০১
যার সঙ্গে যাহার আক্রোশ রোষ থাকে ।
অনায়াসে নির্ঘাত আঘাত করে তাকে ॥১০২
এই মতে প্রতিমাস প্রায় হয় দ্বন্দ্ব ।
ক্ষত মাত্রে গড়াগড়ি যায় কত কন্ধ§ ॥১০৩
মহাজন লোকমাত্র অস্ত্র নাহি ধরে ।
নিজ নিজ ব্যবসা করিয়া সদা ফিরে ॥১০৪

(২৩৪) দুলিচা—মোটা সতরঞ্চি ভেদ। মীর্জাপুরে উৎকৃষ্ট দুলিচা প্রস্তুত হয়।

(২৩৫) কম্বল—পশমে বোনা স্থূল বস্ত্রভেদ। হিমালয়ের শীতপ্রধান দেশে যে সকল ছাগ মেষাদি জন্মে, তাহার লোমে কম্বল প্রস্তুত হয়। ভোটের কম্বলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভারতের নানাস্থানে কম্বল প্রস্তুত হয়।

* আঙ্গা—আঙ্‌রাখা, জামা।

† পটকা—পেটী, কোমরবন্ধ।

‡ কাছড়ি—কাছ।

§ কন্ধ—স্কন্ধ।

কেহ হুণ্ডী† দেয় কেহ বা জৌহরি‡।
কেহ সোণারূপা বেচে কেহ মনোহারী* ॥১০৫
কার টাকা কড়িতে বণিক কারবার।
এইমত সর্ব্ব মহাজনের ব্যাপার ॥১০৬
দশনামী[২৩৬] সন্ন্যাসীর কত শত মঠ।

† হুণ্ডী (হিন্দী) A bill of exchange.

‡ জৌহরী (জহরী) [আরবী জহর=হীরা] হীরা মুক্তাদির ব্যবসাকারী, যে, জহর বা হীরা চেনে।

* মনোহারী—যে সাধারণের মনোমত সকল প্রকার তৈজসাদি বিক্রয় করে।

(২৩৬) দশনামী—অদ্বৈতবাদপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এই চারিশিষ্যের আবার প্রত্যেকের শিষ্য ছিল। পদ্মপাদের দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই শিষ্য বন ও অরণ্য; মণ্ডনের তিন শিষ্য—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর এবং তোটকের তিন শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। এই দশজন হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীর উৎপত্তি হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠ, তাঁহার উক্ত দশজন প্রশিষ্যের শিষ্যপরম্পরা চলিতেছে, তন্মধ্যে পুরি, ভারতী ও সরস্বতীর শিষ্যেরা শৃঙ্গগিরির মঠে, তীর্থ ও আশ্রমের শিষ্যেরা শারদামঠে, বন ও অরণ্যের শিষ্যেরা গোবর্দ্ধন-মঠে এবং গিরি-পর্ব্বতের ও সাগরের শিষ্যেরা জ্যোষীমঠের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেকগুলি আখড়া নামে ক্ষুদ্র মঠ আছে। প্রত্যেক দশনামী উক্ত মঠচতুষ্টয়ের কোন না কোনটীর অন্তর্গত।

প্রত্যেক মঠের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহাকে মহন্ত বলে। প্রত্যেক মহন্তই তাঁহার অধীনস্থ মঠ ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

দশনামীদিগের মধ্যে অরণ্য-সম্প্রদায় একরূপ দেখা যায় না বলিলেই হয়। সাগর ও পর্ব্বতসম্প্রদায়ও অতি অল্প।

বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপঠ ॥১০
সদাগরি মহাজনি ব্যবসা সভার।
এক এক জনার বাটী পর্ব্বত আকার ॥১০৮
সোণার কদম্ব-ফুল সহিত জিঞ্জির* ।
কার কর্ণে শোভা করে যেমত মিহির† ॥১০৯
মণিসহ স্বর্ণগুল্‌ফ‡ কার কার গলে।
প্রবাল কনকমালা কার গলে দোলে ॥১১০

দশনামীরা নির্গুণ উপাসক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অনেকেই প্রথমে শিবমন্ত্র গ্রহণ ও শিবস্তোত্র পাঠ করেন। ইঁহাদের কতকগুলি লোক বাস্তবিক নির্গুণ উপাসক বা আত্মজ্ঞানী।

দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত, গ্রন্থকার ও অধ্যবসায়শীল পর্য্যটক দেখা গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের জীবনী-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার কৃত সূত্রভাষ্য প্রভৃতির টীকা প্রস্তুত করেন। সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকরণানন্তর বেদভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং বিদ্যারণ্যস্বামী নামে খ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ের অনেকে এখনও সেতুবন্ধ, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, কৈলাসপর্ব্বত ও মানস-সরোবর, এমন কি বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত স্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পুরাণপুরি তিব্বত ও রুষিয়ায় গিয়াছিলেন।

ইঁহারা কৌপীন ধারণ করেন, ইঁহাদের মৃত্যু হইলে শব দাহ করা হয় না, হয় নদীতে নিক্ষেপ করা হয়, না হয় মৃত্তিকাতে প্রোথিত করা হয়। কাশী মীর্জ্জা-পুর অঞ্চলে প্রস্তরপেটিকা স্থাপিত করিয়া তাহাতে দশনামীর সমাধি দেয়।

* জিঞ্জির—শৃঙ্খল।

† মিহির—সূর্য্য।

‡ স্বর্ণগুল্‌ফ—কর্ণাভরণবিশেষ।

কার করে সোণার রূপার তার বালা।
এ সব ভূষণ ধরে যেই প্রিয় চেলা ॥১১১
বসন গেরুয়া রঙ্গ সভে অস্ত্রধারী।
তুরঙ্গম রঙ্গে কেহ করে আসোয়ারি* ॥১১২
পরে কিছু কহিব দণ্ডীর[২৩৭] বিবরণ।
অনেক স্বধর্ম্ম কর্ম্ম করেন পালন ॥১১৩
কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী।
বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী† ॥১১৪
শরীর তৈজসোপম‡ দিব্য কলেবর।
শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি যেন রাজরাজেশ্বর ॥১১৫
অবধূত বিভূতি-ভূষিত সর্ব্বঅঙ্গ।
দিগম্বর জটাজূট শিরে কত রঙ্গ ॥১১৬
কেহ বা কৌপিন পরে কেহ বাঘছাল।
শৃঙ্গ সহ কৃষ্ণাজিন কাহার বিশাল ॥১১৭
কেহ ঊর্দ্ধ একবাহু কেশ দুইবাহু।
নিস্পৃহ পরমহংস দিগম্বর কেহু ॥১১৮
এই মত কত শত অবধূতগণ।
মণিকর্ণিকার তীরে করিলা আসন ॥১১৯

* আসোয়ারি—অশ্বারোহী সৈন্যের কার্য্য।

(২৩৭) দণ্ডী—[১৫৩ পাদটীকা দেখ।]

† রাজধানী—রাজবাটী।

‡ তৈজসোপম—সূর্য্যতুল্য।

অনেকে সুখাদ্যদ্রব্য আনিয়া যোগায়।
আবাহন করিয়া কাহুকে লইয়া যায় ॥১২০
কেহ মাধুকুরি* করি উদর ভরেন।
এই মত সভে কালযাপন করেন ॥১২১
ইহা অতিরিক্ত কেহ অন্য অন্য স্থানে।
আপন সাধন হেতু আছেন গোপনে ॥১১২
ইতঃপর লিখিব কিঞ্চিৎ দেবসেবা।
বিস্তারিয়া কহিতে পারিবে কোথা কেবা ॥১২৩
তথাপি মনের আকিঞ্চনে কিছু লিখি।
অপূর্ব্ব সেবার পরিপাটী যথা দেখি ॥১২৪
পাষাণে নির্ম্মিত চারিবাটী দেবালয়।
তাহে চিত্র বিচিত্র সর্ব্বত্র রঙ্গময় ॥১২৫
জয়দুর্গা উত্তরবাটীতে প্রকাশিতা।
দক্ষিণবাটীতে শ্যামমূর্ত্তি বিরাজিতা ॥১২৬
মধ্যবাটীগত পূর্ব্বে বিশালাক্ষী দেখি।
দক্ষে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি সহ এক সখী ॥১২৭
উদগ্দিকে রাজে বাল-দামাল-গোপাল।
গুহ্যস্থানে তারা মূর্ত্তি দেখিতে বিশাল ॥১২৮
সর্ব্বত্র ভূষণ যত কনকে রচিত।
শ্যামা অঙ্গে শোভাকরে রতনে খচিত ॥১২৯

* মাধুকুরি—ভিক্ষোপজীবীর পঞ্চস্থান হইতে ভিক্ষাসংগ্রহ।

মধ্যে মধ্যে শিবলিঙ্গ অপূর্ব্ব পাষাণে।
নদিয়ার কারিগর করিল নির্ম্মাণে ॥১৩০
ঘড়িখানা* নবৎখানা† পথের উপর।
রসাল দুন্দুভি‡ সানী§ বাজিছে সুন্দর ॥১৩১
ছত্রবাটীগত¶ দ্বিধা দুর্গোৎসব হয়।
এ সর্ব্ব যোগানে আর বাটী পাঁচ ছয় ॥১৩২
কোনখানে ভাণ্ডার রন্ধন কোনখানে।
কোনখানে ভোগসজ্জা করেন গোপনে ॥১৩৩
কোনখানে ভোজন করেন দণ্ডিগণ।
কোনখানে অতিথি সেবন অগণন ॥১৩৪
কি কহিব রাণীর মহিমা অনুপাম।
কাশীক্ষেত্রে খ্যাত অন্নপূর্ণা যার নাম ॥১৩৫
আরএক কীর্ত্তি দেখি দুর্গার মন্দির।
একশত একচূড়া গণনাতে স্থির ॥১৩৬
পাষাণের খোদগারি কি কহিব সীমা।
পঞ্চাশ হাজার ব্যয় যাহার গরিমা ॥১৩৭

* ঘড়িখানা—যেখানে ঘটিকা থাকে, বা ঘটিকা বাজে।

† নবৎখানা—(পারসী নহবৎখানা) যেখানে বসিয়া লোকে নহবৎ বাজায়।

‡ দুন্দুভি—নাগরা।

§ সানী—(পারসী সানাই) বাদ্যভেদ।

¶ ছত্রবাটী—ছত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাটী, যেখানে সাধারণ অতিথিকে অন্ন দেওয়া হইয়া থাকে।

* রাণী—সুপ্রসিদ্ধা রাণীভবানী।

একমাত্র বিধিত্রুটি মনোমধ্যে জাগে।
নহিল ভবন পূর্ণ নাটঘর আগে ॥১৩৮
এইমত কত কীর্ত্তি কাশী প্রকাশিত।
আরাম তড়াগ হ্রদ পাষাণে নির্ম্মিত ॥১৩৯
কতস্থানে শিবলিঙ্গ হইল স্থাপন।
বিশেষি লিখিলে হয় বিস্তার কারণ ॥১৪০
ইদানীং অহল্যাবাই[২৩৮] হইল প্রচার।
বিশ্বেশ্বরবাটী করে অপূর্ব্ব ব্যাপার ॥১৪১
আপাদমস্তক সর্ব্ব পাষাণনির্ম্মিত।
দুই মঠমধ্যে নাটমন্দির শোভিত ॥১৪২
পশ্চিম মন্দির রাজে দণ্ডপাণীশ্বর।
পূর্ব্বদিকে বিরাজিত স্বয়ং লিঙ্গবর ॥১৪৩
অগ্নিকোণে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ রাজে।
নৈর্ঋতেতে শ্রীমাধব লক্ষ্মীসহ সাজে ॥১৪৪
বায়ুকোণে কনকের পার্ব্বতী প্রতিমা।
ঈশকোণে* আনন্দভৈরবের গরিমা ॥১৪৫
পাষাণের খোদগারি‡ অতি পরিপাটী।
ফুলফল লতাপাতা কত কোটি কোটি ॥১৪৬

(২৩৮) অহল্যাবাই—[১৩০ পাদটীকা দেখ।]

† ঈশকোণ—ঈশানকোণ।

‡ খোদগারি—ভাস্করকার্য্য (Sculpture)

মর্ম্মরের বিশাল বৃষ বিরাজে দক্ষিণে।
নবৎখানা ঘড়িখানা বাজে পরিমাণে ॥১৪৭
সুচিত্র বিচিত্র বাটী দক্ষিণ দুয়ার।
সমস্ত অঙ্গন পথ পাষাণে প্রচার ॥১৪৮
কনক কলস শোভে মন্দির উপর।
তিনলক্ষ ব্যয়ে যেই নহিল কাতর ॥১৪৯
পরে মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর।
অপূর্ব্ব নির্ম্মিত দুই মন্দির সুন্দর ॥১৫০
নবৎখানা ঘড়িখানা তথা সদা বাজে।
ব্রহ্মপুরী ছত্রঘাট সেতু কত রাজে ॥১৫১
তদনন্তর লিখিব শ্রীঅন্নপূর্ণা বাটী।
এক মুখে কি কহিব তার পরিপাটী ॥১৫২
বিষ্ণু মহাদেব নামে মহারাষ্ট্র জাতি।
এ বাটী নির্ম্মাণ করে সেই মহামতি ॥.৫৩
উদঙ্মুখ বাটী সর্ব্ব পাষাণে নির্ম্মাণ।
অতিশয় পরিসর ত্রিদিকে উঠান ॥১৫৪
পূর্ব্বে শ্রীমন্দির নাটমন্দির পশ্চিমে।
আর মূর্ত্তি যে যে স্থানে তাহা কহি ক্রমে ॥১৫৫
বায়ুকোণে বিরাজিত পরশুরামেশ্বর।
ঈশকোণে সপ্তাশ্ববাহন দিনকর ॥১ ৬
অগ্নিকোণে শোভাকরে গণেশের মূর্ত্তি।
নৈঋর্তে কুবেরেশ্বর কুবেরের কীর্ত্তি ॥১৫৭

পশ্চিমে শ্রীরামচন্দ্র ইদানীং শোভিত।
বিষ্ণু মহাদেব কর্ম্মকর্ত্তার স্থাপিত ॥১৫৮
চারিদিকে সুদীর্ঘ দালান চারি তথা।
শত শত ব্রাহ্মণ ভোজনস্থান যথা ॥১৫৯
সুচিত্র বিচিত্র বাটী অতি মনোহর।
পাষাণের খোদগারি লিখিতে বিস্তর ॥১৬০
চূড়ার উপরে শোভে কনক কলস।
দুইলক্ষ ন্যূন নহে ব্যয়ের পৌরুষ ॥১৬১
ইতঃপর লিখিব বৈষ্ণবসেবা কথা।
অনেক আখেড়াধারী[২৩৯] আছেন সর্ব্বথা ॥১৬২
তার মধ্যে গোপাললালের সিদ্ধ বাটী।
লক্ষমুদ্রা যাহার সেবার পরিপাটী ॥১৬৩
সতত বৈষ্ণবগণ গানবাদ্যে রত।
মৃদঙ্গ তম্বুরা বীণা আদি যন্ত্র কত ॥১৬৪

(২৩৯) আখড়াধারী—যে সকল সন্ন্যাসী বা বৈরাগী আখড়ায় থাকিয়া তত্ত্বাবধান করেন। সন্ন্যাসী ও হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সাতটী করিয়া প্রধান বা মূল আখড়া আছে। সন্ন্যাসীদের মূল আখড়ার নাম—১ নির্ব্বাণী, ২ নিরঞ্জনী, ৩ অটল, ৪ আহ্বান, ৫ যুনা, ৬ আনন্দ ও ৭ বড় আখড়া। হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদিগের মূল আখড়া কয়টীর নাম—১ নির্ব্বাণী, ২ খাকী, ৩ সন্তোষী, ৪ নির্মোহী, ৫ বলভদ্রী, ৬ টাটম্বরী ও ৭ দিগম্বরী। মূল আখড়ার অধীন শাখা-আখড়াও নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। হিন্দুস্থানে কি শৈব-সন্ন্যাসী কি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব সকলেই কোন না কোন আখড়ার অধীন। মঠে যেমন মহন্তের প্রভুত্ব, আখড়ায় সেইরূপ সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর প্রভুত্ব। আখড়ায় কর্ত্তাই সচরাচর আখড়াধারী নামে পরিচিত।

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বা বাজায়।
এই মত কত বা আগত কত যায় ॥১৬৫
বৃন্দাবনে গোবিন্দের ঝাঁকি দরশন।
যেমত তেমত হেরি ক্ষণেক শোভন ॥১৬৬
অন্যত্র অনেক আছে বৈষ্ণবের সেবা।
প্রত্যেক বর্ণিতে পারে আছে শক্ত কেবা ॥১৬৭
রামানন্দী[২৪০] শ্যামানন্দী[২৪১] নিমানন্দী[২৪২] কত।

(২৪০) রামানন্দী বা রামাৎ—রামানন্দপ্রবর্ত্তিত এক উপাসকসম্প্রদায়। রামানন্দ রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে একজন, কাহারও মতে ইনি রামানুজের শিষ্যপরম্পরায় ৪র্থ, আবার কাহারও মতে ৫ম ব্যক্তি। রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ বা দেবাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য হরিহরাচার্য্য বা হরিনন্দ, তাঁহার শিষ্য রাঘবানন্দ, এই রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ। রামানুজমতাবলম্বিগণের পক্ষে ভোজ্য ও ভোজন-ক্রিয়া গোপন করা কর্ত্তব্য। রামানন্দ নানা তীর্থপর্য্যটনকালে তাহা পালন করিতে পারেন নাই বলিয়া রাঘবানন্দ তাঁহাকে পৃথক্ ভোজন করিতে আদেশ করেন। তাহাতে রামানন্দ অপমানিত জ্ঞান করিয়া সতীর্থ ও গুরুর সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বনামে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিষ্যগণই পরে "রামানন্দী" বা "রামাৎ" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। ইঁহাদের মধ্যে বিষয়ী ও ধর্ম্মব্রতী এই দুই প্রকার শ্রেণী আছে। ধর্ম্মব্রতীরা আবার গৃহস্থ ও উদাসীন এই দ্বিবিধ। উদাসীনেরাই প্রধান বলিয়া সম্মানিত। তাঁহারা সচরাচর তীর্থপর্য্যটন, ভিক্ষা অথবা কোন প্রকার ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ের মঠ বা আখড়া আছে, ভ্রমণকালে উদাসীনেরা ঐরূপ কোন মঠে বিশ্রাম করিতে করিতে যাত্রা করেন। বয়োধিক বা জরাতুর হইলে ঐরূপ মঠে কালযাপন করেন।

কাশীতে রামানন্দীদিগের অনেক বড় বড় মঠ আছে। ঐ সকল মঠে পঞ্চায়ৎ বসে। হিন্দুস্থানের রামাতেরা ঐ পঞ্চায়তের মত লইয়া চলে।

রামানন্দীরা রামচন্দ্রের উপাসক। ইঁহারা রামানুজ বা শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় রামসীতার পৃথক্ বা যুগলমূর্ত্তির পূজা করেন, অপরাপর বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তুলসী ও শালগ্রাম শিলাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পূজার আড়ম্বর দেখাইতে ভাল বাসেন না। নিয়ত রাম ও কৃষ্ণের নামোচ্চারণই শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীবৈষ্ণবদিগের কঠোর নিয়মাদি পালন সকল সময়ে অসুবিধাজনক বুঝিয়াই রামানন্দ এরূপ সহজ উপায় প্রকাশ করেন। পানভোজন বিষয়েও রামাৎদিগের মধ্যে বাঁধাবাঁধি নাই। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ করিতে পারেন। ইহাঁদের বীজমন্ত্র "শ্রীরাম"।

রামানন্দ জাতিভেদ মানিতেন না। এ কারণ সকল জাতির মধ্যেই তাঁহার শিষ্য দেখা যায়। তাঁহার মত সার্ব্বজনিক ও সহজসাধ্য বলিয়া উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে অনেকেই রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। আজও হিন্দুস্থানে অন্যান্য উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে রামানন্দীর সংখ্যাই বেশী। কবীর, রয়দাস, পীপা প্রভৃতি মহাজনগণ রামানন্দের শিষ্য ও প্রথমে সকলেই রামানন্দী ছিলেন।

(২৪১) শ্যামানন্দী—কবি জয়নারায়ণ "শ্যামানন্দী" উপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের বিষয় কেহই অবগত নহে। রাজকবি কোথায় এই নাম পাইলেন, আমরা তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না।

(২৪২) নিমানন্দী বা নিমাৎ—বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ইহা চতুর্থ সম্প্রদায়। নিম্বাদিত্য ইহার প্রবর্ত্তক, এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে নিম্বার্ক বা নিমাৎ নামে অভিহিত করেন। এই সম্প্রদায়ের অপর একটী নাম সনকাদি-সম্প্রদায়।

ইঁহাদের বিশ্বাস, নিম্বাদিত্য সূর্য্যের অবতার এবং ইনি পাষণ্ডদলনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে ইঁহার বাস ছিল।

ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নিয়মাদি কোন গ্রন্থে লিখিত নাই। ইঁহারা বলেন,—সম্রাট্ অরঙ্গজেব-বাদশাহের রাজত্ব সময়ে মুসলমানগণ মথুরায় তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিষয়ক সমুদায় গ্রন্থাদি পুড়াইয়া ফেলে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ইঁহাদের একমাত্র উপাস্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত ইহাঁদের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ। ইঁহারা ললাটদেশে গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধ রেখা করেন এবং উহার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার একটী তিলক অঙ্কিত করিয়া থাকেন। অনেকে গল-

নানক[২৪৩] কবীরপন্থী[২৪৪] অঘোর[২৪৫] সম্মত ॥১৬৮

দেশে ধারণ করিবার জন্য এবং নাম জপ করিবার জন্য তুলসীকাষ্ঠের মালাও ব্যবহার করে।

নিম্বাদিত্যের কেশবভট্ট ও হরিদাস নামক দুই শিষ্য হইতে 'বিরক্ত' এবং 'গৃহস্থ' এই দুইটী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যমুনাতীরে মথুরাসন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্র পাহাড়ের উপরে নিম্বার্কের গদি আছে।

(২৪৩) নানকপন্থী—শিখগুরু নানক যে নূতন ধর্ম্মপ্রচার করেন, উহার বিস্তার জন্য তিনি নানাস্থানে উক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া নানাজাতীয় লোককে স্বধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। যে সমস্ত লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী হন, তাঁহারা নানকপন্থী নামে খ্যাত।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে, (সম্বৎ ১৫২৬) লাহোরে সরকপুর তহসীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদীতীরস্থ তলবন্দী গ্রামে (বর্ত্তমান রায়পুরে) গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় বহ্‌লোল লোদী দিল্লীর অধীশ্বর। নানকের পিতার নাম কালু। নানকের জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জ্জনবাস ও ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত হয়। সহচর ও সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ থাকিবার মানসে, তিনি অতি শৈশবেই মধ্যে মধ্যে স্বগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গহনকাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইতেন। সময়ে সময়ে এই কাননবাস এত দীর্ঘকালব্যাপী হইত যে, তাঁহার পিতামাতা মনে করিতেন, হয়ত তিনি কাননে পথহারা হইয়াছেন অথবা হিংস্রক জন্তুগণ তাঁহাকে উদরসাৎ করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইত যে, তিনি ফকিরবেশে নিশ্চিন্তভাবে ভ্রমণ করিতেছেন।

নানক নবম বর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত উপবীত ধারণ করিবার জন্য পুরোহিত আনাইয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া পাঠান। সকলে সমবেত হইলে উপনয়নের পূর্ব্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের পর পুরোহিত নানককে উপবীত ধারণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু নানক বলিয়াছিলেন, 'উপবীত ধারণে তাঁহার অবস্থা কিছু মাত্র উন্নত হইবে না।' এই সম্বন্ধে তিনি দর্শনসম্মত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত তর্কে নিরুত্তর

হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

সাংসারিক দ্রব্যাদি রক্ষা-সম্বন্ধে নানকের ঐকান্তিক শিথিলতাদর্শনে বিবাহ দ্বারা এই অনাস্থার তিরোধান সম্ভব মনে করিয়া, নানকের পিতা তাঁহাকে ষোড়শ-বর্ষ বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। গুরুদাসপুর জেলায় বতালার অন্তর্গত লাখোকীর অধিবাসী ছত্রীবংশীয় মূলার কন্যা সুলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়।

দৌলতখাঁর নিকট কার্য্য করার সময়, ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রীচাঁদ। তাহার চারিবৎসর পরে লক্ষ্মীদাস নামে তাঁহার আর একটী পুত্র হয়। লক্ষ্মীদাস যখন অত্যন্ত শিশু, তখন নানক সংসারের মায়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ফকিরবেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মর্‌দানা নামক এক বীণা-বাদক, লহনা (যিনি পরিশেষে নানকের উত্তরাধিকারী হন), বালা ও রামদাস এই চারি ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিলেন।

ঈশ্বরের প্রশস্তি-উদ্দেশে নানক যে সমস্ত পদ্য রচনা করিতেন অথবা শিষ্য-দিগকে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিতেন, মর্‌দানা বীণায় বাজাইতেন। কথিত আছে, তিনি ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ, পারস্য, কাবুল এবং এসিয়ার অন্যান্য স্থানে, এমন কি মক্কা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

নানক জালন্ধর জেলায় কর্ত্তারপুর নগর স্থাপন করিয়া তথায় এক ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করেন। শিখদিগের নিকট এই স্থানটী অতি পবিত্র। এইস্থানে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে নানক পরলোকগত হন।

নানক বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বর এক ও তিনি মনুষ্যের অগোচর, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন যে, জগতে কেবলমাত্র একটী বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্ম সৃষ্ট হয় ও মনুষ্যেরা সকলেই সমান বা একধর্ম্মী ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও সমাজগত বিরোধভঞ্জন এবং উভয় ধর্ম্মের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা, তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এ বিষয়ে তিনি কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, ধর্ম্মপথ অবলম্বন, ও সর্ব্বত্র চিরশান্তিবিস্তারই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার উপদেশ।

নানকপন্থীরা সাতভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক শাখার লোকেরাই নানককে

তাঁহাদের আদি-গুরু বলিয়া স্বীকার করেন এবং বিভিন্ন আচার প্রচার বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট উপদেষ্টা হইতে তাঁহাদের এই সম্প্রদায় বিভাগের একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পশ্চিমভারতে তাহারা ভিক্ষুকশ্রেণীর মধ্যে এক নীচ সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। কাশীধামে তাঁহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন ও চিরকাল অবিবাহিত থাকেন। নানক প্রণীত 'গ্রন্থ' নামক পুস্তকই তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক, কিন্তু তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরই বাটীতে ভোজন করিয়া থাকেন।

(২৪৪) কবীরপন্থী—কবির মতাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায়ভেদ। কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, এ বিষয় কবীরপন্থীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ হইতেই জানা যায় ;—

"প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্হা।
চারি বরন মোহিঁ কাহু ন চীন্হা॥
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু।
গুরু পূজা কছু হামসে লেহু॥" (রেখ্‌তা)

আমি প্রথমে জোলা ছিলাম, চারি জাতির মধ্যে কেহ আমাকে জানিত না ; হে গুরু রামানন্দ! আপনি আমাকে দীক্ষিত করিয়া আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ গুরুপূজা গ্রহণ করুন।

"জাতি পাঁতি কুল কাপরা যেহ সোভা দিন চারি।
কহে কবীর সুন হে রামানন্দ যেউ রহে ঝকমারি॥
জাতি হমারী বাণী কুল করতা উর মাহি।
কুটম্ব হমারে সন্ত হায় কোই মুরখ সমঝত নাহি॥" (রেখ্‌তা)

জাতি, পাঁতি, কুল, কাপড় এ সমুদায়ের শোভা দুই চারি দিন মাত্র, কবীর কহে হে রামানন্দ! এ সংসার কেবল ঝকমারি,—আমার বচনই আমার জাতি এবং হৃদয়েশ্বরই আমার কুল ও সাধুগণই আমার কুটম্ব,—একথা কোন মুর্খেই বুঝে না।

কবীর আপনাকে জোলা (মুসলমান) বলিয়া পরিচয় দিলেন অথচ তিনি রামানন্দ স্বামীর শিষ্য, ইহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে। একদিন প্রত্যুষে রামানন্দ স্বামী মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাতঃস্নান করিতে যান, এমন সময় তথাকার সোপানোপরি শায়িত কবীরের শরীরে তাঁহার পদস্পর্শ হইবামাত্র তিনি ত্রস্ত হইয়া

"রাম রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীর স্বামীর মুখে ঐরূপ রাম নাম শুনিয়া তাহা ইষ্টমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া হৃদয়-ভাণ্ডারে ন্যস্ত করিলেন এবং তখন হইতেই একাগ্রচিত্তে নিয়ত নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামমূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

রামানন্দ স্বামীর নিকট কবীরের মন্ত্রগ্রহণপ্রবাদ,—রামানন্দী ও অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাব ও ব্যবহারিক সম্বন্ধ এবং সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা থাকায় কবীরপন্থীদিগকে সকলে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কোন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান বা দেবতাদির উপাসনা আবশ্যক বোধ করেন না। ইহাঁদের মধ্যে যাহারা সংসারী, তাঁহারা স্বকীয় বর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন; পরন্তু কেহ কেহ তাহারও ব্যতিক্রম করিয়া সচরাচর প্রচলিত দেবতাদির উপাসনা করিয়া থাকেন; আর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা অনন্যচিত্তে কেবলমাত্র নয়নাতীত কবীর দেবেরই ভজনা করেন। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে যথারীতি মন্ত্রগ্রহণ বা অভিবাদনাদির প্রচলন নাই, ধর্ম্মসংগীতই তাঁহাদের প্রধান উপাসনা। তাঁহাদের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্রের কিছু বিশেষত্ব নাই, কেহ কেহ বা উলঙ্গপ্রায় হইয়াই ভ্রমণ করেন, তবে শীলতা ও সম্ভ্রমরক্ষার জন্য বস্ত্রাদির পরিধানের প্রয়োজন হইলে তাহাতে আপত্তি করেন না। মহন্তেরা মস্তকে টুপী ধারণ করেন। কবীরপন্থী সাম্প্রদায়িকগণ অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তিলকসেবা (ললাটাদিতে গোপীচন্দনাদি দ্বারা হরিনাম ও শঙ্খচক্রাদি চিহ্নাঙ্কিত) হস্তে জপমালা ও কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করেন বটে, কিন্তু তাহা বাহ্য আড়ম্বরমাত্র, এবিষয়ে তাঁহাদের মনোগত কোনরূপ শ্রদ্ধা নাই; কেবল অন্তঃশুদ্ধিই নিতান্ত ইষ্ট ও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সম্প্রদায়ীরা কহেন—"কবীর দেবের স্বরূপজ্ঞান লাভ করাই ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য; সকল জীবেরই জীবাত্মা সমান, ইনি পাতকাদি দোষবিমুক্ত হইলে স্বেচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু জীবাত্মা যতদিন নিজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে না পারেন, তাবৎকালপর্য্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করেন, যৎকালে কোন নক্ষত্রপতন বা উল্কাদিপাত হয়, তখন ইনি কোন একটী গ্রহশরীর আশ্রয় করেন। স্বর্গ নরক মায়ার কার্য্য, অতএব ঐ উভয়ের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই, হিন্দুরা যাহাকে স্বর্গ ও মুসলমানেরা যাহাকে বহেস্ত বলেন, বস্তুতঃ তাহাই এই পৃথিবীর সুখ, আর নরক বা জাহান্নমই পৃথিবীর দুঃখ।"

ফকির[২৪৬] সুখরাসাহী[২৪৭] বৌদ্ধযতিগণ[২৪৮]।

এই সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ সমুদায় কবীরের শিষ্যদিগের ও তাঁহার উত্তর-কালবর্ত্তী গুরুদিগের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

কবীরের প্রতি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সমান শ্রদ্ধা ছিল ; জনশ্রুতি আছে,—তাঁহার দেহ সৎকার বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে উৎকট বিরোধ উপস্থিত হয়। হিন্দুদিগের ইচ্ছা তাহার শব দাহ করে, মুসলমানদিগের ইচ্ছা সমাধিগর্ভে নিহিত করে। এইরূপ ঘোরতর বিরোধ সময়ে কবীর স্বয়ং বিবাদ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া "আমার মৃতদেহের আবরণবস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখ" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে তাহারা দেখেন,—বস্ত্রতলে শব নাই, কেবল পুষ্পরাশি মাত্র পতিত রহিয়াছে। কাশীর রাজা বীরসিংহ উহারই অর্দ্ধভাগ নিজ রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক দাহ করিয়া একটী স্থানে নিহিত করেন। ঐস্থান এক্ষণে "কবীরচৌড়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুসলমান-দলাধিপতি বিজিলিখান পাঠান উহার অপরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া গোরখপুরের নিকট কবীরের মৃত্যুভূমি মগরাগ্রামে সংস্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি এক সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। মনসুর আলিখান ঐ বিষয় সমাধানার্থ শেষোক্ত স্থান ও সেই সঙ্গে আর কয়েক খানি গ্রাম একেবারে দান করেন। উল্লিখিত কবীরচৌড়া ও শেষোক্ত সমাধিক্ষেত্র উভয়ই কবীরপন্থীদিগের তীর্থস্থান।

(২৪৫) অঘোরপন্থী—উপাসক সম্প্রদায় ভেদ। মদ্য-মাংসভক্ষণ, সর্পাদির অস্থি ও পশ্বাদির কপাল ধারণ এবং অন্যান্য নানাবিধ ঘৃণিত ও কুৎসিত ব্যবহার করে। বিশেষ এই যে, ইহারা যোগী। এই জন্য কণ্‌ফট্-যোগীদের মত কর্ণ-যুগলে একরূপ দর্শন অর্থাৎ কুণ্ডল পরিয়া থাকে। ইহারা শিবের উপাসক, এ নিমিত্ত অস্থিমালা ও ঠুমরা প্রভৃতি তীর্থচিহ্ন ধারণ করে। তাহারা ক্ষৌরী করে না ; কেশ ও শ্মশ্রু রাখিয়া দেয়।

অঘোরী হইতে হইলে, প্রথমে যথানিয়মে সন্ন্যাস লইয়া পশ্চাৎ অঘোর-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। সন্ন্যাসীরা ঐ মন্ত্রকে অতীব প্রভাববান্ এবং অঘোরী-দিগকে দৈবশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

(২৪৬) ফকীর—সাধারণতঃ ভিক্ষাজীবী। এক্ষণে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ফকির

গৌড়ীয়া বৈরাগী২৪৯ কত কে করে গণন ॥১৬৯
ইয়ত্তা কি দিব হিন্দুলোক যথা তথা।
সর্ব্বত্রের লোক বৈসে কাশীতে সর্ব্বথা ॥১৭০
তদন্তর কহি কিছু স্ত্রীলোক বর্ণন।
হেন স্বর্গে আছে কি না আছে লয় মন ॥১৭১
প্রাতে নিত্য গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া।

নামে একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় লোকই আছে। অধিকাংশই মুসলমান্, হিন্দুর ভাগ অতি অল্প। হিন্দু ফকিরেরা সকলেই গৃহী, মুসলমান্‌দিগেরও মধ্যে উদাসীনের ভাগ অতি অল্প।

(২৪৭) সুখরাশাহী—(সুখরা নামেই খ্যাত) এক ক্ষুদ্র উপাসক-সম্প্রদায়। প্রবাদ আছে, ব্রহ্মগিরি নামে এক দশনামী সন্ন্যাসী গুরু গোরক্ষনাথের প্রসাদ লাভ করিয়া "অওঘড়" মত প্রচার করেন। গোরক্ষনাথ তাঁহাকে মন্ত্রদান না করিয়া কর্ণকুণ্ডলাদি কএকটী প্রিয় চিহ্ন দিয়া যান। ব্রহ্মগিরি আবার তাহাই সুখরা প্রভৃতি নিজ শিষ্যকে প্রদান করেন। তদনুসারে সুখরা উভয় কর্ণে খেচরী মুদ্রা (তাম্র বা পিত্তলনির্ম্মিত কুণ্ডল) ধারণ করিতেন। তিনি খর্পরে ধূপ জ্বালাইয়া ভিক্ষা করিতেন এবং কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে স্নান, বিভূতি-প্রদান, বস্ত্রপরিধাপন ও সমাধি প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতেন। তাহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল, তাঁহারাও শিষ্যপরম্পরায় খেচরীমুদ্রাধারণ, খর্পরে ধূপপ্রজ্বালন, সন্ন্যাসীর অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা এই মতপ্রবর্ত্তক সুখরাশাহের নামানুসারে সুখরাশাহী নামেও খ্যাত।

(২৪৮) বৌদ্ধ যতি—চীন, ভোট ও ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধশ্রমণ। ইহারা অনেকটা মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কাশীপুরীর নিকটস্থ সারনাথ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থ, এই তীর্থদর্শনে নানাস্থান হইতে বৌদ্ধ যতিগণ আসিয়া থাকেন।

(২৪৯) গৌড়ীয়া বৈরাগী—বঙ্গদেশবাসী চৈতন্যসম্প্রদায়ভক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। ইহাদের মধ্যে সংসারী ও গৃহস্থ এই দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়.

মণিকর্ণিকাতে সভে স্নানাদি সারিয়া ॥১৭২
নানাবর্ণে পট্টাম্বর পরিধান করি।
রূপ্যতাম্রপিত্তলের করে অম্বুঝারি ॥১৭৩
বামে নানা পুষ্পপাত্র চন্দন সহিত।
কুঙ্কুম কস্তূরী শর্করা তণ্ডুলে মিশ্রিত ॥১৭৪
এই মত পূজাসজ্জা লৈয়া নিজ করে।
ললাটে রুলির টীকা আড়ে শোভা করে ॥১৭৫
নানা আভরণ অঙ্গে কি করি বর্ণনা।
অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্যথা কি গণনা ॥১৭৬
এ সর্ব্ব দর্শনে ভক্তি উদয় হইবে।
কদাচিৎ মনোমধ্যে বৈগুণ্য* নহিবে ॥১৭৭
এই মত সমবয়ঃ করিয়া মিলন।
ছয়দণ্ড মধ্যে যাত্রা করি সমাপন ॥১৭৮
পরন্তু ভবনে গিয়া রন্ধন আচরি।
রোটিঅন্ন শাক সূপ ভৃষ্ট তরকারি ॥১৭৯
দিব্য পুরি কচোরি ছোহেরি শিখরিণী।
পোতল পকোড়ি কোরি আচার চাটনি ॥১৮০
দুগ্ধ দধি ঘৃত আদি করিয়া ভোজন।
স্ত্রীপুরুষ সহ করি একত্র ভোজন ॥১৮১
আচমন তাম্বূল চর্ব্বণ করি পরে।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি বেশভূষা করে ॥১৮২

* বৈগুণ্য—বিপরীত ভাব, কু-ভাব।

পায়ে পাঁইজোর পরে কেহ বা বাঁকরি* ।
হীরানামা বাঁকজোল† নূপুর পঞ্চরি‡ ॥১৮৩
মকরা সকরা§ পরে কেহ গোলমল ।
ঝমর ঝমর রবে চরণ চঞ্চল ॥১৮৪
পাদাঙ্গুলে আনট¶ বিছিয়া করে শোভা ।
ঘুঙ্গুর‖ সহিত কারু ছন্দা মনোলোভা ॥১৮৫
গণ্ডারের চুড়ি কারু কনক-রচিত ।
ঘোরঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত ॥১৮৬
কেহ ছন্দবন্দ দিয়া নীল চুড়ি পরে ।
কনক-কিঙ্কিণী কেহ রতনে সঞ্চরে ॥১৮৭
কনকের পৈছি কারু রতনে জড়িত ।
রচিত অঙ্গুরী কারু দর্পণে শোভিত ॥১৮৮
বাহুদেশে বাজুবন্দ কনকে জড়িত ।
জরির নির্ম্মিত পরে কাঁচুলি বিহিত ॥১৮৯
হীরার জড়োয়ামণি চিকা কারু গলে ।
তেনরি মোহনমালা শোভে বক্ষঃস্থলে ॥১৯০

* বাঁকরি—বেঁকি, এক প্রকার পদাভরণ ।

† বাঁকজোল—এ দেশে বাঁকমল নামে খ্যাত ।

‡ পঞ্চরি—এখন গুজরি পঞ্চম নামে খ্যাত ।

§ মকরা সকরা—এক প্রকার মল, মুখের দিকে মকরাকৃতি থাকে। এ প্রকার মল এখন আর এ দেশে চলিত নাই ।

¶ আনট—আঙ্গট, অঙ্গুষ্ঠে পরিধেয় অলঙ্কারভেদ ।

‖ ঘুঙ্গুর—সংস্কৃত নাম কিঙ্কিণী ।

কারু উরুদেশে মুক্তামালার দোলনী।
হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥ ৯১
কর্ণভূষা মণি ঢেড়ি কারু কর্ণফুলে।
জড়িত ঝুমকা কারু তার অধো দোলে॥১৯২
শত দুইশত মূল্য নথের মুক্তার।
পঞ্চমুক্তা তাহে দোলে নোলক প্রকার॥১৯৩
বড় দুই মুক্তামাঝে চুনি শোভা করে।
যেমত দাড়িম্ববীজ শুকচঞ্চু ধরে॥১৯৪
কিবা বা তুলনা দিব অধর সমাজে।
বিম্বফল* প্রবেশিল গূঢ় বনে লাজে॥১৯৫
নয়নের শোভা কি কহিব পরিপাটী।
সরোজে খঞ্জন যেন নৃত্য করে দুটী॥১৯৬
অঞ্জনে রঞ্জিত তাহে অতি মনোহারী।
রতি রতিপতিমন-বিচলিত-কারী॥১৯৭
ভ্রূযুগ যেমত অনঙ্গ শরাসন।
স্মরারিরে জিনি যেন পাইল জীবন॥১৯৮
অমল কপাল দেশে বলির শোভন।
অরুণ কিরণ যেন হইল স্মরণ॥১৯৯
তার পরে বনিবেনা কনকে কাহারু।
কারু চুনি পন্না নীলা হীরকে সুচারু॥২০০

* বিম্বফল—তেলাকুচা।

তাহাঁতে ভেথরি মুক্তা করে ঝলমল।
ঘনপুঞ্জ সহ যেন চপলা চঞ্চল ॥২০১
কি উপমা দিব যেই পিঠে দোলে বেণী।
অখণ্ডকদলী দলে বিহরে নাগিনী ॥২০২
জরি বারাণসীসাড়ী কেহ বা শোষর্ণা।
নারাঙ্গি* গোলাবী সোহা কেহ আসমানী ॥২০৩
গোলালা রঙ্গমরঙ্গী বসন্তী চুনরী।
কাঁকরেজা বাইগুণী জরির কিনারি ॥২০৪
কির্ম্মিজি রেশমি কেহ পীতাম্বর পরে।
পিস্তাই কমলপত্রী কত রঙ্গ ধরে ॥২০৫
মট্রাদার সাড়ী কেহ করে পরিধান।
সোণালা রূপালা কারু বছমা বাখান ॥ ২০৬
বারাণসী জরির উড়ানি তারপর।
কালাবতু বাদলা নির্ম্মিত মনোহর ॥২০৭
ডুরিয়া দোদামি জামদানি অঙ্গে কারু।
গোটাদার ঝপ্পান কপরধুল চারু ॥২০৮
এই মত যতেক যুবতী করি বেশ।
নগরভ্রমণে করে গমনবিশেষ ॥২০৯
পাঁচ সাত সাথি মিলি হইয়া একত্র।
কোন ছলে কুতূহলে চলে যত্র তত্র ॥২১০

* নারাঙ্গি—রেশমী বস্ত্রভেদ, উত্তরপশ্চিমে নরুণ্‌সি নামেই খ্যাত :

চরণাভরণরবে চিত চমকিত।
দেবকন্যাগণ যেন কৈলাসে শোভিত ॥২১১
বিশ্বেশ্বর-পাদপদ্ম ভাবি অনুক্ষণ।
ছন্দোবন্দে ভণে দ্বিজ জয়নারায়ণ ॥২১২*

দ্বাদশ অধ্যায়

সাম্বৎসরিক কথা

ইতঃপর কহি কিছু সাম্বৎসরিক কথা।
অপূর্ব্ব সকল লীলা কে দেখিল কোথা ॥১
পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিখিল যতেক যাত্রা সারি।
এবে কিছু লীলাখেলা নিবেদন করি ॥২
কাশীপুরে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পূর্ণসম।
সতত তাহার নাম লিখে সর্ব্বজন ॥৩
অতএব চৈত্রমাস প্রথম হইল।
গৌণ মতে কৃষ্ণপক্ষ অগত্যা ধরিল ॥৪
চৈত্রমাসে সিত পক্ষে তৃতীয়া অবধি।
দেশোয়াল করে গণগৌরীপূজা বিধি ॥৫
পুরুষ নারীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
বসনভূষণে দোঁহাকারে সাজাইয়া ॥৬

* কবি জয়নারায়ণ-কৃত মূল কাশীখণ্ডের এখানে ১০৬ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

প্রাতে পূজা করি পুন বৈকালে বিহরে।
দুই নারী দুই মূর্ত্তি ধরি নিজ শিরে ॥৭
বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে করি যত নারীগণ।
ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে করেন গমন ॥৮
দুই চারি দণ্ড তথা করিয়া বিশ্রাম।
দুই দল হইয়া করে গান অনুপাম ॥৯
তালে তালে তালি দিয়া তালে তালে গায়।
পরে দুই মূর্ত্তি লইয়া নিকেতনে যায় ॥১০
এই মত যাবৎ সম্প্রাপ্ত ষষ্ঠী হয়।
প্রতিদিন পূজা পরে বিহার নির্ণয় ॥১১
তদন্তর পূজাপর ষষ্ঠীর বৈকালে।
যথাবিধি ক্রিয়ান্তে বিসর্জ্জে গঙ্গাজলে ॥১২
জ্যৈষ্ঠ মাসে যবে হয় সিত-একাদশী।
নির্জ্জলা* তাহার নাম সভে উপবাসী ॥১৩
সকলে দ্বিযানে করে গঙ্গাতে গমন।
জালযুত তুম্বী† লইয়া করে সন্তরণ ॥১৪
হাজার হাজার মুণ্ড জল মাঝে ভাসে।
যেমত সলিল মাঝে কমল প্রকাশে ॥১৫

* নির্জ্জলৈকাদশী—জল পর্য্যন্ত পান না করিয়া একাদশীতিথিতে উপবাস।
"বৃষস্থে মিথুনেস্থেঽর্কে শুক্লাদ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা ॥" (পাদ্ম)

† তুম্বী—শুষ্ক অলাবুর খোল, সন্ন্যাসী ও সন্তরণকারীর ব্যবহারে আসে।

ইহাতে অনেকে লৈয়া নিজ হাতিয়ার।
সন্তরণ করিতে করিতে হয় পার ॥১৬
বিপক্ষ সপক্ষ যত দ্বিদল হইয়া।
গঙ্গার বালিতে কাটাকাটি করে গিয়া ॥১৭
পরে যত গাভীরে করায় গঙ্গাস্নান।
এ হেতু আহীরগণে[২৫০] দেয় সভে দান।১৮
সমস্ত কর্কটে* যাত্রা করে শঙ্খোদ্ধার[২৫১]।
কিবা নারী কি পুরুষ সভার বিহার ॥১৯
ভাদ্রকৃষ্ণা তৃতীয়াতে বিচারি† কাজরী[২৫২]।
নৃত্য বাদ্য গান করে আহীরের নারী ॥২০

(২৫০) আহীর—গোপজাতি বিশেষ। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে আভীর নামে উক্ত হইয়াছে। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠস্ত্রীর গর্ভে আভীরের জন্ম। ব্রহ্মপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে এই জাতি উৎপন্ন। এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানে আহীর জাতি বাস করে। তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়, নন্দবংশ, যদুবংশ ও গোয়ালা-বংশ। গঙ্গার অন্তর্ব্বেদীর উত্তরে যাহারা বাস করে, তাহারা নন্দবংশ, অন্তর্ব্বেদীর মধ্যদেশে যাহারা থাকে, তাহারা যদুবংশ এবং কাশী, বিহার প্রভৃতি স্থানে যাহারা থাকে, তাহারা গোয়ালা।

* কর্কট—শ্রাবণ মাস।

(২৫১) শঙ্খোদ্ধার—৩০ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† বিচারি—আচরি।

(২৫২) কাজরী—একটী মেলা। শঙ্খোদ্ধার ও ঈশ্বর গাঙ্গীতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে হিন্দুস্থানী রমণীগণ উপবাস করেন এবং কাজরী-গীত গাইয়া থাকেন।

কর্দ্দম লইয়া প্রাতে করে লীলাখেলা।
গঙ্গাস্নান করে যবে দ্বিপ্রহর বেলা ॥২১
পরে সিত-তৃতীয়াতে দ্বিতীয়ার ব্রত।
শঙ্কর-পার্ব্বতী পূজে পূরবিয়া যত ॥২২
সর্ব্ব আভরণ পরে যতেক রমণী।
গঙ্গাস্নানে যায় শেষ যখন যামিনী ॥২৩
কিঞ্চিৎ কলাই বুট করি জলপান।
ঘরে আসি মিষ্টান্ন কচোরি পূরি খান ॥২৪
যদ্যপি না দেয় স্বামী নবীন বসন।
স্বামী বেচি বস্ত্র পরে যত নারীগণ ॥২৫
গণেশ-চতুর্থী দিনে বাজারে বিকায়।
মৃন্মুণ্ড গণেশমূর্ত্তি সভে লইয়া যায় ॥২৬
ক্ষুদ্রকদলীর বৃক্ষ করিয়া রোপণ।
তার তলে দুই মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন ॥২৭
গণেশগৌরীর মূর্ত্তি নিজ ঘরে পূজে।
এই মত মহারাষ্ট্র গুজরাতী ভজে ॥২৮
পরন্তু অপরপক্ষে লিখিব বিধান।
আপামর সাধারণ করি গঙ্গাস্নান ॥২৯
ঘাটিয়া[২৩৩] উপরে বসি বলয়ে বচন।

(২৩৩) ঘাটিয়া—গঙ্গাতীরবাসী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহারা ঘাটে থাকিয়া স্নানার্থীর দ্রব্যাদি রক্ষা করে ও আবশ্যক মত তৈলাদি অর্পণ করে। পূজা পার্ব্বণের সময় তর্পণমন্ত্রাদিও যজমানের হইয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে।

জলে থাকি যজমান করয়ে সেচন ॥৩০
সম্বৎসরে যে তিথিতে যার যেই মরে।
এই পক্ষে সে তিথিতে পিণ্ডদান করে ॥৩১
শুক্লপক্ষে নবরাত্রি করে বহুজন।
দুগ্ধ জল ফল মূল করিয়া ভোজন ॥৩২
কলস স্থাপন করি নিজ নিজ ঘরে।
পূজার বিধান সভে নিশিদিশি করে ॥৩৩
সপ্তমী অষ্টমী মহানবমী পর্য্যন্ত।
মহারাষ্ট্রী গুজরাতী স্ত্রীলোক যাবন্ত ॥৩৪
দ্বাদশ অবধি বয়ঃ বিংশতিবর্ষীয়া।
পূর্ব্বমত বেশভূষা সকলে করিয়া ॥৩৫
ঝলমল বসনভূষণ পরিধানে।
নিভৃতমন্দির দেবালয় স্থানে স্থানে ॥৩৬
একপঞ্চাশৎ প্রদীপের গাছ করি।
নৃত্যগীত সকলে করেন ঘুরি ঘুরি ॥৩৭
পরস্পর একতাল অন্য করে ধরে।
পরন্তু দ্বিতীয় তাল নিজ করে করে ॥৩৮
রাসলীলা প্রকাশিলা শ্রীকৃষ্ণ যেমত।
কাশীক্ষেত্রে গর্ব্বালীলা প্রত্যক্ষ তেমত ॥৩৯
কি কব নৃত্যের শোভা নাহি সরে বোল।
রাকা নিশা মধ্যে যেন গঙ্গার হিল্লোল ॥৪০
পুরুষে অদৃষ্ট ইহা কেহ নাহি জানে।

চোর হইয়া কোন জন হেরিল নয়নে ॥৪১
বাঙ্গালি-টোলাতে দুর্গোৎসবের শোভন।
বাঙ্গালী-দেশস্থ মত সর্ব্ব প্রকরণ ॥৪২
বলিদান হীনমাত্র সর্ব্ব কাশীপুরে।
কেবল দুর্গাতে নিত্য বলিদান করে ॥৪৩
প্রতিপদ আরব্ধ করি যাবৎ একাদশী।
রামলালা যাত্রা করে যত কাশীবাসী ॥৪৪
তিন চারি স্থানে হয় যাত্রার বিধান।
কিন্তু চিত্রকূটে যাত্রা সকল প্রধান ॥৪৫
ইহাতে একত্র হৈয়া বহু মহাজন।
নিজ নিজ ধনে করে যাত্রা আয়োজন ॥৪৬
এ সর্ব্ব লালাতে গান বাদ্য নৃত্যহীন।
শাস্ত্র সুসম্মত রত লইয়া প্রবীণ ॥৪৭
চিত্রকূটে জন্মযাত্রা করি সমাপন।
ক্রমে ক্রমে স্থানে স্থানে যাত্রার গমন ॥৪৮
রাক্ষসী নাশিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে।
জানকী-বিবাহ শুভ জনকের ধামে ॥৪৯
আনন্দে সকলে চলে পূর্ব্ববাস আসে।
অশানপতন শিরে হৈল বনবাসে ॥৫০
শূর্পনখা-নাসিকা-ছেদন কারি পরে।
খরদূষণাদি বধ করিয়া সমরে ॥৫১
মারীচ-বধের পরে সীতার হরণ।

সুগ্রীব-মিত্রতা পরে বালির নিধন ॥৫২
সিন্ধুসম বান্ধিয়া বরণা হইয়া পার।
বিজয়াতে জয়ী দশাননের সংহার ॥৫৩
একাদশী গত আসি ভরত-মিলন।
অপরূপ কিছু তার কহি বিবরণ ॥৫৪
অতি স্থূল বিমান করিয়া সুশোভন।
তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ ॥৫৫
বিভীষণ জাম্বুবান হনূমান পরে।
সুগ্রীব অঙ্গদ দুই দিকে ছত্র ধরে ॥৫৬
বত্রিশ কাহার[২৬৪] তাহা কান্ধে করি লয়।

(২৬৪) কাহার—(হিন্দী—কহার) শূদ্রজাতিবিশেষ। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে চণ্ডালজাতীয় মাতার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। চাষ করা, পাল্কী বহা, বাঁক বহা, মাছধরা ও চাকরী করা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি সাধারণ হিন্দুর ন্যায়। কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি অসভ্য জাতিদের মত। কাহারদের বিশ্বাস, তাহারা জরাসন্ধের বংশোদ্ভব। তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহারা বলে, গিরিএক পাহাড়ে মগধরাজের এক উপবন ছিল, এক সময় অতিবৃষ্টিতে সেটী নষ্ট হইয়া যায়। কিছুকাল পরে মগধরাজ উপবনটী পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে মানস করিয়া ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি একরাত্রিমধ্যে তাঁহার উপবনটী গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে তাহার কন্যা ও অর্দ্ধেক রাজ্য দান করিবেন। কাহার জাতির মধ্যে তখন এক ব্যক্তি প্রধান ছিল, তাহার নাম চন্দ্রাবৎ। সে রাজকন্যা ও রাজ্যলোভে উক্ত কার্য্যে স্বীকৃত হইল। অসুরবাঁধ নামে এক বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করিয়া বাবনগঙ্গার জল আনিয়া তাঁহার অধীনস্থ কাহারগণের সাহায্যে সেই জলে পর্ব্বতের উপবন পূর্ণ করিল। এদিকে মগধরাজ দেখিলেন যে, চন্দ্রাবৎ

লক্ষ লক্ষ লোক বলে রাম জয় জয় ॥৫৭
তুরি ভেরি সানিবাজে টিকরা রসাল।
দামামা ঝর্ঝরী বীণ নিশান বিশাল ॥৫৮
হয় হাতী কত জাতি জন অগণন।
সকলে সানন্দে করে পুষ্প বরিষণ ॥৫৯

শীঘ্রই উপবনটী জলপূর্ণ করিবে এবং তাঁহার কন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ করিবে। তখন তিনি চন্দ্রাবৎকে কন্যাদান অনুচিত বিবেচনা করিয়া এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কাক ডাকিয়া উঠিল। কাহারেরা দেখিল প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য তখনও সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই; তখন তাহারা মগধরাজের ভয়ে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কেহ সেচনীহস্তে ও কেহ দড়িহস্তে পলাইতে আরম্ভ করিল। যাহাদের হাতে বাঁশ ছিল, তাহারা কাহার হইল, আর যাহাদের হাতে দড়ি ছিল, তাহারা মগহিয়া হইল। কিন্তু ধানুক ও রাজবার নামে তাহাদের দুই শাখা যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, সে কথা গল্পে কিছু নাই। সেই অবধি কাহারেরা নীচ জাতি বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, নীচ ব্যবসা করিতেছে। অবশেষে মগধরাজ সদয় হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে /৩॥৹ সের আন্দাজ ধান্য প্রভৃতি শস্য দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহাদের মজুরী ঐ পরিমাণে স্থির হইয়াছে। কাহার জাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। যথা—রবাণি, খুড়িয়া, ধিমার, যশবার, গড়হক, ভুড়া, মগহিয়া প্রভৃতি। ইহারা বলে যে, প্রথমে কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না এবং গয়া জেলার রমণপুর নামক স্থানে ইহারা প্রথমে বাস করিত। ইহাদের জাতির প্রধান ব্যক্তি দুই বিবাহ করে, কিন্তু পত্নীদ্বয়ের মধ্যে নিত্য বিরোধ চলিত বলিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে যশপুরে পাঠাইয়া দেন। এই স্ত্রীর গর্ভোৎপন্নেরা যশবার আর অপর স্ত্রীর পুত্র হইতে রবাণি শ্রেণী হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার রবাণিদের নাগ ও কশ্যপ নামে দুটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাই আবার বেহারে রবণপুর বলিয়া পরিচিত।

মধ্য পথে আসি হয় ভরত-মিলন।
এই লীলা হৈতে হয় যাত্রা-সমাপন ॥৬০
পরন্তু কার্ত্তিকে পঞ্চ-গঙ্গার বিধান।
এক যাম নিশাশেষে গঙ্গাস্নানে যান ॥৬১
সকলের করে শোভে এক এক বাতি।
আবালবৃদ্ধান্ত যুবা যতেক যুবতী ॥৬২
সকল লোকের সংখ্যা কি কহিব ভাই।
পথমধ্যে নির্গম কখন নাহি পাই ॥৬৩
টিকরা সানাই বাজে ঘাটের উপর।
আলাপে ভৈরবী রাগ অতি মনোহর ॥৬৪
চারি পাঁচ ছয় দফা এই মত বাজে।
কোন স্থানে রাসধারী* নৃত্য গীতরাজে ॥৬৫
ঊষাকালে সকলে করিয়া গঙ্গাস্নান।
নিজ নিকেতনে সভে করেন পয়ান ॥৬৬
সেকালে দোকানি যত সহর ভাঙ্গিয়া।
শ্রীপঞ্চগঙ্গার পথে সভে বৈসে গিয়া ॥৬৭
ছুতার কামার আর কাঁসারি পসারি।
মণিহারী কুম্ভার অপার সারি সারি ॥৬৮
সে সকল দোকান সকলে দেয় বার।
বিকিকিনি করে সভে যে ইচ্ছা যাহার ॥৬৯

* রাসধারী (হিন্দী)—বালক নর্ত্তক, ইহারা রাধাকৃষ্ণ ও গোপগোপী সাজিয়া নাচগান করিয়া বেড়ায়।

ঘরোন্দা* হিন্দোলা† চড়ি কটুয়া‡ চিরুণী।
ছুতারের স্থানে লয় যেই মনে মানি ॥৭০
হাতা বেড়ি কড়াই বিলাই আদি করি।
কামারের স্থানে লয় কোন কোন নারী ॥৭১
নাগপুরি হাড়ী তথা ছোট বড় লোটা।
হাতা বেড়ী সিন্দুক পরাত পানবাটা ॥৭২
পঞ্চপাত্র আচমনী ঝুমঝমি বটলই।
বড় ছোট বাটী থাল রেকাবি কড়ই ॥৭৩
মৃজাপুরী আদি দিবা পিত্তল কাঁসার।
কাঁসারি দোকানে বিক্রী হাজারে হাজার ॥৭৪
মসালা পসারি স্থানে সর্ব্বজনে লয়।
মণিহারী যত দ্রব্য কে করে নির্ণয় ॥৭৫
অপূর্ব্ব খেলনা লয় কুমারের স্থানে।
ক্রয় করি চলে সভে আপন ভবনে ॥৭৬
পরে কাশীবাসী সব লোক সন্ধ্যাকালে।
আসি গঙ্গাতীরে নিজ নিজ দীপ জ্বালে ॥৭৭
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা অন্য নিকটস্থ।
ঘৃতদীপ দান করে বিধানে সমস্ত ॥৭৮

* ঘরোন্দা—(হিন্দী ঘরৌন্দা) পুতুলের ঘর।

† হিন্দোলা—দোলা।

‡ কটুয়া—কৌটা।

গঙ্গাতীরে দীপ যত কিবা দিব সীমা।
কোটি কোটি সংখ্যা ন্যূন যাহার গরিমা ॥৭৯
পরন্তু দ্বাদশী তিথি প্রাপ্ত হয় যবে।
তুলসী-বিবাহ[২৫৫] শুভ আয়োজন তবে ॥৮০

(২৫৫) তুলসী বিবাহ—নারদ-পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মার উক্তি অনুসারে বশিষ্ঠদেব তুলসী-বিবাহ-বিধি যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই,—বনে বা গৃহেই হউক প্রথমতঃ তুলসী রোপণ করিয়া তিন বৎসর পূর্ণ হইলে দক্ষিণায়নে গুরু শুক্রের উদয় কালে অথবা কার্ত্তিক মাসের ভীষ্মপঞ্চক (একাদশী হইতে পূর্ণিমা) তিথিতে, বৈবাহিক নক্ষত্রে, মণ্ডপ ও কুণ্ডবেদী নির্ম্মাণ করিয়া যথোক্ত বিধানে মাতৃকাদি স্থাপন এবং উদ্বাহ সংস্কারোক্ত শান্তি কর্ম্মাদি করিবে। পরে বেদ বেদাঙ্গ পারগ ব্রহ্মা ঋত্বিক্‌াদি চারিটী শুদ্ধপ্রকৃতি ব্রাহ্মণদ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণ সমীপে বৈষ্ণব-বিধানে প্রথমে বৰ্দ্ধনীকলস, পরে গৃহযজ্ঞ, তদনন্তর মাতৃযাগ করিবে। তাহার পর নান্দী-মুখ শ্রাদ্ধ করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত শ্রীহরিমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের পর শুভলগ্নে তথায় উক্ত তুলসীকে আরোপ করিবে। অনন্তর "বায়ংশতেন" এই মন্ত্রদ্বারা উভয়কে দুই খানা বস্ত্রে বেষ্টন করিবে। "যদাত্রয়েতি" এই মন্ত্রদ্বারা পাণিপল্লবে কঙ্কণ প্রয়োগ করিবে। "কোদাদিতি" মন্ত্রে কর গ্রহণ করাইবে। তাহার পর ঋত্বিকাদিদ্বারা বৈষ্ণববিবাহ কর্ম্মের ন্যায় যথোক্ত বিধানে (ওঁ নমো ভগবতে কেশবায় নমঃ ওঁস্বাহা নারায়ণায় স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে) হোম করিবে। তৎপরে সপত্নীকে যজমান এবং তদীয় গোত্র বান্ধবগণ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং বিষ্ণুর সহিত তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে নবসূক্ত, জীবসূক্ত প্রভৃতি সূক্ত মন্ত্রাদি শতবার জপ, শান্তিকাধ্যায় ও বৈষ্ণব-সংহিতাদি পাঠ, ভেরী,তুরী,শঙ্খ, ঝল্লরী প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম এবং নারীগণ মঙ্গলগীত গান ও বিবাহ-বিধ্যুক্ত বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তদনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান ও তৎপরে অভিষেক কার্য্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণকে বৃষ, আচার্য্যকে শয্যা, বস্ত্র ও গাভী এবং ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া বিবাহকার্য্য শেষ করিবে।

শ্রীমূর্ত্তি অপূর্ব্ব দোলাযানে চড়াইয়া।
নিশাযোগে নগরে নগরে বেড়াইয়া ॥৮১
বরযাত্রী কত চলে সংহতি তাহার।
গজবাজী আতসবাজি রৌসনি বিস্তার ॥৮২
এইরূপে যাত্রা করে মহারাষ্ট্রগণে।
সেই বরে লৈয়া যায় তুলসীভবনে ॥৮৩
তথাকার বিবাহাদি ক্রিয়া-সমাপন।
আমোদে যামিনী যাপে করি জাগরণ ॥৮৪
বিশেষিয়া ভূত-চতুর্দ্দশী দীপান্বিতা[২৫৬]।

(২৫৬) দীপান্বিতা অমাবস্যা—গৌণচান্দ্র-কার্ত্তিকী অমাবস্যা, এই তিথিতে প্রথমে দিবাভাগে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, পরে প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা ও দেবগৃহ, চতুষ্পথ, শ্মশান, নদী, পর্ব্বত, উপত্যকা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, চত্বর, বাসগৃহ প্রভৃতি স্থানে দীপসমূহ প্রদান করিতে হয়। পুণ্যস্থান বস্ত্র এবং পুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং নববস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধব ও ভৃত্য পরিবৃত হইয়া স্নিগ্ধ মধুর দ্রব্যসমূহ ভোজন করাই বিধি।

"প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমং।
দীপবৃক্ষাস্তথা কার্য্যা ভক্ত্যা দেবগৃহেষপি ॥
চতুষ্পথে শ্মশানেষু নদীপর্ব্বতসানুষু।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু চত্বরেষু গৃহেষু চ ॥
বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈঃ শোভিতব্যাঃ ক্রয়বিক্রয়ভূময়ঃ।
দীপমালা পরিক্ষিপ্তা প্রদোষে তদনন্তরম্ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাদৌ বিভোজ্য চ বুভুক্ষিতান্।
অলঙ্কৃতেন ভোক্তব্যং নববস্ত্রোপশোভিনা।
স্নিগ্ধৈর্মুগ্ধৈর্বিদগ্ধৈশ্চ বান্ধবৈর্ভৃত্যকৈঃ সহ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বাটী ঘর বালাখানা* প্রদীপে শোভিতা ॥৮৫
দীপের প্রভাবে কাশীপুরে মনে লয়।
অমা-নিশি দিনকর হইল উদয় ॥৮৬
গগনে নক্ষত্রগণ গণন হইবে।
দ্বিনিশি প্রদীপ-সংখ্যা কদাচ নহিবে ॥৮৭
বাঙ্গালি-টোলাতে হয় শ্যামাপূজামাত্র।
মহারাত্রে মহাপূজা না দেখি অন্যত্র ॥৮৮
দেওয়ালি কারণ পূর্ব্বে দেওয়ালি-কা-মাটি।
দোকানি পসারি করে গৃহপরিপাটী ॥৮৯
মিষ্টান্ন পক্কান্ন যত কি কব প্রমাণ।
পরিপূর্ণ সর্ব্বস্থানে দোকানে দোকান ॥৯০
লাজা আটভাজা তাজা রাজা উপযুক্ত।
সারি সারি রাখে করি দোকানেতে ভুক্ত ॥৯১
কয়েক প্রকারে রাখে চিনির খেলনা।
রঙ্গদার গড়া তার কে করে গণনা ॥৯২

এই দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্ব্বদিন ভূতচতুর্দ্দশী। এই দিন রাত্রেও আলো দিতে হয়। আবার "ব্যোমকেশতন্ত্রে" ঐ দীপান্বিতা মহানিশায় শ্যামাপূজা করিবারও বিধান আছে; যথা—

"দীপান্বিত[illegible]শায় স্মৃতা কাল্যর্চ্চনায় চ।
মহানিশি দ্বিতীয়ং স্যাৎ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্ব্যাপ্ত্যনাপ্তয়োঃ ॥"

* বালাখানা (হিন্দী) দরজা-জানালাবিহীন গৃহবৎ বহিঃবারাণ্ডা (Balcony).

রামাদি মৃত্তিকা মূর্ত্তি কত মনোহর।
পাঁচ সাত দশ টাকা দরের নিকর ॥৯৩
এইরূপে সর্ব্বক্ষেত্রে পরিষ্কার ধরে।
নগরে নাগরী লোক বিকি কিনি করে ॥৯৪
পরন্তু ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী[২৫৭]।

(২৫৭) ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বা শিবচতুর্দ্দশী অথবা শিবরাত্রি—মাঘমাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, তাহাকেই শিবচতুর্দ্দশী বা শিবরাত্রি বলে। ঐ দিনে নিরম্বু উপবাসই প্রধানতম ব্রত। শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন, স্নান, বস্ত্র, পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে আমি যতদূর সন্তোষ লাভ করি, ফাল্গুনী চতুর্দ্দশীতে কেবলমাত্র উপবাসব্রত অবলম্বন করিলে তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হই।

"মাঘমাসস্য শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥
ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া।
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥" (ভবিষ্যোত্তরপু°)

নরসিংহাচার্য্যধৃত ঈশ্বরসংহিতায় উক্ত আছে যে, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি দেবতান্তরের উপাসক, ইহাঁরা যে কেহই হউন, শিবরাত্রিব্রতাচরণবিহীন হইয়া যে কোন পূজাদি করেন, তাহার ফল বিনষ্ট হয়।

"শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যপূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ॥"

ঈশানসংহিতায় উক্ত আছে, মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যদি রবি কিম্বা মঙ্গলবার এবং শিবযোগযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বপাপপ্রণাশকারী আচণ্ডাল-মনুষ্যের ভক্তিমুক্তিপ্রদায়ক সর্ব্বোত্তম শিবরাত্রিব্রত বলে। দ্বাদশ কিম্বা চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে এই ব্রত আচরণ করিলে মানব ইহ এবং পরকালে সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধকাম হয়।

বিশ্বেশ্বর-যাত্রা শিবরাত্র সেই নিশি ॥৯৫
কাশীক্ষেত্রবাসী যত নাগর নাগরী।
সভে আসি প্রবেশয়ে বিশ্বেশ্বরপুরী ॥৯৬
প্রত্যূষ অবধি শেষে যাবৎ যামিনী।
বহ্বারম্ভে কারু কথা কেহ নাহি শুনি ॥৯৭
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ তাল ধরে।
ববম ববম ববম গানবাদ্য কেহ করে ॥৯৮
প্রবেশ না পাই কেহ করে হুড়াহুড়ি।
নির্বল সবল স্থানে যায় গড়াগড়ি ॥৯৯
কেহ বা প্রবেশ করে কেহ বা নির্গম।
লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ কি কহিব ক্রম ॥১০০
এই মত নিশি দিনে যাত্রা করি তথা।
অন্য যাত্রা সভে করে বৈদ্যনাথ যথা ॥১০১
পরে প্রতিপদারব্ধ যাবৎ পূর্ণিমা।

"মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং রবিবারো যদা ভবেৎ।
ভৌমো বাপি ভবেদ্দেবি! কর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমম্ ॥
শিবযোগস্য যোগেন তদ্ভবেদুত্তমোত্তমং।
শিবরাত্রিব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥
আচণ্ডালমনুষ্যাণাং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়কং।
এবমেব ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রতি সংবৎসরং ব্রতী ॥
দ্বাদশাব্দিকমেতদ্ধি চতুর্ব্বিংশাব্দিকং তথা।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ মানবঃ ॥"

বিশেষি লিখিব কিছু হুলির[২৫৮] গরিমা ॥১০২
পাঁচ সাত যুবাজন হইয়া একত্র।
ডম্ফ লইয়া গান বাদ্য করয়ে সর্ব্বত্র ॥১০৩

(২৫৮) হুলি বা হোলী (সংস্কৃত হোলাকা শব্দের অপভ্রংশ)—সর্ব্বপ্রধান বসন্তোৎসব; প্রাচীন কাব্য নাটকাদিতে যে আমরা মদনমহোৎসবের উল্লেখ পাই, তাহাই এখনকার হোলী উৎসবে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু অধিকার কালে নববসন্তাগমে এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইত; এই মদনোৎসব উপলক্ষেই শ্রীহর্ষদেবের সভায় রত্নাবলী নাটিকার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, রাজাধিরাজ হইতে অতি দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিত। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় প্রকাশ, এই মদনোৎসবে যোগ দিবার জন্যই হর্ষদেবের রাজধানীতে বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মাদলের বাদ্যনিনাদে চারিদিক্ প্রতিশব্দিত, বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে দিগন্ত আচ্ছন্ন, যন্ত্রধারা-নিঃসৃত বারিধারায় গৃহাঙ্গণ প্লাবিত ও অঙ্গনাগণের সুরঞ্জিত পদরেণুদ্বারা অঙ্গন কর্দ্দমিত। নাগরীদলের অবিশ্রান্ত নর্ত্তনে রাজধানী কম্পিত, এই হৃদয়োন্মাদক দৃশ্য রত্নাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। তখন মদনোৎসবে বস্ত্ররঞ্জনে কৌসুম্ভ ব্যবহৃত হইত; কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারসিক দেশ হইতে উত্তম, মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ কুঙ্কুমের আমদানী হইত। যতদিন হিন্দু স্বাধীন ছিলেন, ততদিন এই উৎসব চলিয়াছিল। এই মদনোৎসবে মদনপূজারই আড়ম্বর বেশী ছিল; সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপূজাও হইত। মুসলমান অধিকার হইতে এই প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন মদনদেব সরিয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে মদনোৎসবে নাগরনাগরীবৃন্দ পুষ্পমাল্য চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া হিন্দোলায় দোল খাইত, এখন সে সমস্তই রাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দে সমর্পিত। মদনোৎসব হোলীতে পরিণত হইবার পরেও হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানি বাহাদুরের কলিকাতা গেজেটে যে ছুটীর তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতেও হোলীর ছুটীই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছুটী। বর্ত্তমানকালে হিন্দুস্থানীরাই এই উৎসবের কতকটা সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন।

দশমীর পর একাদশী হয় যবে।
সকল লোকের প্রাদুর্ভাব বাড়ে তবে ॥১০৪
তেমাথা পথের পর স্থানে স্থানে বেদি।
কাষ্ঠতৃণ কতকগুলি রাখি পূজাবিধি ॥১০৫
পুষ্প পুষ্পমালা ফাগু[২৫৯] করিয়া বেষ্টিত।
টিকারার বাদ্য করি করে নৃত্য গীত ॥১০৬
যেমত আশ্বিনমাসে বাঙ্গালি-রচন।
তেমত কাশীতে হুলি বীভৎস কীর্ত্তন ॥১০৭
কাষ্ঠের পুতলি দুটি করিয়া একত্র।
যোজন করায় কলে বলে হেলে তত্র ॥১০৮
কি কব দেশের রীত বিপরীত রচে।
থাকুক নারীরে ব্যঙ্গ পুরুষ না বাচে ॥১০৯
চতুর্দ্দশী প্রাতে যত নাগর নাগরী।
কেসরিয়া* গোলাবী কুসুমী রঙ্গ করি ॥১১০

(২৫৯) ফাগু, ফাগ্‌ বা আবীর—হিন্দুরা দোলযাত্রার সময় ইহা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন এবং অতিশয় উৎসাহের সহিত পরস্পরে মাখামাখি করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে আবীরদানের মন্ত্র যথা—

"চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবসংযুতম্।
আবীরচূর্ণং রুচিরং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর ॥"

শঠী বা আলুর শুক্লচূর্ণ (পালো) প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত লোধ ও বকম কাষ্ঠ জলে ফুটাইয়া সেই কথিত কষায় মিশ্রিত করিবে, পরে তাহা শুকাইয়া লইলেই আবীর হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কচু কিম্বা আম-হলদীতে যে এক প্রকার আবীর হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

* কেসরিয়া—এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ফুল, তাহা হইতে রঙ্‌ প্রস্তুত হয়।

কিবা নারী কি পুরুষ এই পরিধান।
কোন কোন জন কিছু আবীর লাগান ॥১১১
আপামর সাধারণ পৌর্ণমাসী দিনে।
দেখিনা এমত লোক এই ফাগুহীনে ॥১১২
আধেলা পয়সা মূল্যে আবীর কিনিয়া।
শির'পর দেয় সভে কৃতার্থ মানিয়া ॥১১৩
পরন্তু বিশিষ্ট লোক যথা দেবালয়।
তথা তথা কিঞ্চিৎ আবীর করে ব্যয় ॥১১৪
পরে সহরের ধনবান্ লোক আছে।
কিছু ব্যয় করেন সকলে নাচ কাচে † ॥১১৫
পূর্ণিমার নিশি প্রাপ্ত হইল যখন।
বহ্নিলীলা * হেতু লোক মাতিল তখন ॥১১৬
সর্ব্বকাশী তেমাথা চৌমাথা পথে আসি।
কুন্দা কাষ্ঠ খড়ি § আদি আনি রাশি রাশি ॥১১৭
বহ্নির পূজন করে সকলে মিলিয়া।
সকল যামিনী জাগে তাহাই বেড়িয়া ॥১১৮
পরদিন যখন প্রত্যূষ কাল হয়।
সেই ভস্মে সভাকার আনন্দ উদয় ॥১১৯

† কাচ—তামাসা।

* বহ্নিলীলা—অগ্নিকাণ্ড, এদেশে মেড়া মোড়ান বলে।

§ কুন্দ—বৃক্ষের খণ্ড। খড়ি—চেলাই করা কাঠ।

এই মত যদবধি দুই প্রহর বেলা।
স্নান করি ঘরে যায় সারি লীলাখেলা ॥১২০
দুই চারি পাঁচ সাত দিন পরিমাণ।
স্বেচ্ছাতে সে অগ্নি কেহ না করে নির্ব্বাণ ॥১২১
পরন্তু মঙ্গলবার যবে দূরে হয়।
নৌকাখণ্ড আয়োজন সে দিনে নির্ণয় ॥১২২
নগরের যতলোক করিয়া ভোজন।
দুর্গাযাত্রা হেতু সভে করেন গমন ॥১২৩
কেহ পালকী চড়ে কেহ রথে যায়।
কেহ গজ কেহ বাজি যারে যেই ভায় * ॥ ১২৪
পদব্রজে অসংখ্য লোকের আগমন।
গলে গুল্‌ফ † বাহুতে বিজটা ‡ আভরণ ॥১২৫
চুনিসহ দিব্য মুক্তা কারু কর্ণে শোভে।
এই মত বেশভূষা করি চলে সভে ॥ ১২৬
শিরে পাগ § গোলাবী কুসুমী গোলেলার ¶।
শোষণী হরিত রঙ্গ যতেক প্রকার ॥১২৭

* ভায়—অভিপ্রায়।
† গুল্‌ফ—গোঁফহার।
‡ বিজটা—একপ্রকার তাবিচ।
§ পাগ—পাগড়ী, শিরস্ত্রাণ।
¶ গোলেলা—(হিন্দী গুলেলা) গাঢ় গৈরিকবর্ণ।

কদাচিত সাদাপাগ কাহার মাথায়।
অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ সঙ্গ যুবা জন যায় ॥১২৮
চৌড়া লাল-কিনারির ধুতি কেহ পরি।
রেশমী কির্ম্মিজী * ধুতি জরির কিনারি ॥১২৯
নানারঙ্গে কিম্‌খাপ ফুলাম মস্রু।
কেহ বাগলতা † গোলবদন আমরু ॥১৩০
পায়জামা জামা সাদা কেহ বুটাদার।
জামদানী লহরিয়া ‡ ডুরিয়া § কাহার ॥১৩১
হরেক রঙ্গের চেলি সঞ্জাপশ্ন-শোভিত।
লপেটা জরির জুতা ফুন্দনা সহিত ॥১৩২
কত শত জরির উড়ানি দেখি গায়।
এই মত সারি সারি সর্ব্বলোকে যায় ॥১৩৩
কি লিখি শোভার কথা লয় মম মনে।
যেমত ফুটিল ফুল আনন্দ-কাননে ॥১৩৪
দুর্গার দর্শন করি সভে সন্ধ্যাকালে।
গঙ্গাসিসঙ্গমে গঙ্গাতীরে আসি মিলে ॥১৩৫

* কির্ম্মিজী—(হিন্দী কির্ম্মি=পলাস ফুল) ঐ রঙ্গের মত বর্ণবিশিষ্ট। (ফরাসী) ঘোর লাল।

† বাগলতা—লতাপাতা কাটা বস্ত্রবিশেষ।

‡ লহরিয়া—ঢেউখেলান (এক প্রকার রঙ্গের কাজ।)

§ ডুরিয়া—ডুরিদার, ডোরাকাটা।

¶ সঞ্জাব্—বস্ত্র বা জামার কিনারানিবদ্ধ অতিরিক্ত চওড়া পাড়।

এই মধ্যে সর্ব্ব নৌকা উলাক পাটেলী (?)* ।
পলোয়ার বজরা পিনিস ডিঙ্গি মিলি ।। ১৩৬
ময়ূরপঙ্খী ঘোড়দৌড় দেখি কদাচিত ।
কতক পাটলি মধ্যে চান্দোয়া বিহিত ।। ১৩৭
এ সকল নৌকা মধ্যে করিয়া বিছানা ।
গঙ্গাসিসঙ্গমে নৌকালয় সর্ব্বজনা ।। ১৩৮
পরন্তু ডাঙ্গার লোক জানিয়া আপন ।
লইয়া নৌকাতে সভে করে আরোহণ ।। ১৩৯
অন্য লোক পদব্রজে ভবনে আগত ।
এই মত নৌকা হয় চারি পাঁচ শত ।। ১৪০
সকলে ভাটিয়া চলে সহর পর্য্যন্ত ।
পঞ্চগঙ্গা-ঘাট যথা তত দূরে অন্ত ।। ১৪১
এই মত সর্ব্ব নিশি উজান ভাটাল ।
তাবৎ পর্য্যন্ত যাবৎ নহে প্রাতঃকাল ।। ১৪২
বড় বড় পাটলিতে পাঁওরিয়া** নাচে ।
ভাউয়া ছোকরা ভাঁড় কত কাচ কাচে ।। ১৪৩

* উলাক পাটেলী—হস্তলিপিতে এইরূপ পাঠ আছে। অর্থগ্রহ হইল না। লিপিকর প্রমাদ হওয়া সম্ভব।

** পাঁওরিয়া (হিন্দী=পামরী) নীচকুলজাতারমণী, নাচগান ইহাদের ব্যবসা।

+ ভাউয়া—(হিন্দী) ভাবপ্রকাশকারী, যাহারা হস্তপদমুখাদি চালনা দ্বারা নানা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে।

‡ ছোকরা—(হিন্দী) মৌলিক অর্থ বালক। এখানে নৃত্যগীতকারী বালক।

$ ভাড়- (ভণ্ড শব্দের অপভ্রংশ) নাটুয়া, যে রঙ্ তামাসা করে।

তবলা সারঙ্গী বাঁশী সেতার মুচঙ্গ* ।
মন্দিরা রবাব বীণা তম্বূরা মৃদঙ্গ ॥১৪৪
ডিণ্ডিম খঞ্জনী বাজে ঢোলকের চাটি ।
গুণিগণ গান করে কিবা পরিপাটী ॥১৪৫
কোন কোন পাটলিতে লোক কাশীবাসী ।
টিকারা বাজাইয়া নাচে ভণ্ড হেন বাসী । ১৪৬
যেমত আশ্বিন মাসে বাঙ্গালা দেশস্থ ।
কবিওয়ালা গান করে নাচিয়া সমস্ত ॥ ১৪৭
কোন পাটলির পরে বৈসে হালোআই† ।
চুলা চাকি লইয়া পাক করয়ে মিঠাই ॥১৪৮
জিলেবি এলাচিদানা ঘিওর বাতাসা ।
মতিচুর পানিতুয়া খাজা আন্দরসা ॥১৪৯
মগদল বেসন লাড়ু সঙ্গত পছন্দ ।
পেঁড়া বরিফি বুন্দিয়া মিছরি চিনি কন্দ ॥১৫০
ছোহেরি কচোরি পুরি সর্ব্বদ্রব্য তাজা ।
মোরব্বা আচার শাক তরকারি ভাজা ॥ ১৫১
যখন যাহার ক্ষুধা হইল উদয় ।
নৌকা নৌকা লাগাইয়া যে চাহে তা লয় ॥১৫২
কোন কোন নৌকাতে তাম্বূলী‡ বাস করে ।

* মুচঙ্গ—তারযন্ত্রভেদ ।

† হালোআই (হিন্দী)—হালুইকর, যাহারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে ।

‡ তাম্বূলী—তাম্বূলবিক্রয়কারী, যাহারা পাণ বেচে ।

দিব্য সাঁচিপান ছুটা * কেহ বিড়া † ধরে ॥ ৫৩

ছোট ছোট নৌকাতে তামাকু ভাঙ্গ গাঁজা।
বিকিকিনি করিয়া অনেকে করে মজা ॥ ১৫৪

এইরূপে কেহ নিশি করে জাগরণ।
অপর দিবস দেড়প্রহর যখন ॥১৫৫

নৌকা হইতে উত্তরিয়া সভে ঘরে যায়।
এই নৌকাখণ্ড হইতে হোলির বিদায় ॥১৫৬

অপর মঙ্গলবারে যত নারীগণ।
দুর্গাযাত্রা হেতু করে সকলে গমন ॥১৫৭

পূর্ব্বে নিত্য তিথিযাত্রা লিখিয়াছি যত।
সর্ব্বলোকসম্পন্ন করয়ে এই মত ॥১৫৮

ইতর অনেক লোক নিজ স্বার্থে গর্জ্জি।
কদাচিৎ নাহি রাখে মুনিবের মর্জ্জি ‡ ॥ ১৫৯

অন্য দেশী লোকের চাকর যবে হয়।
গগনের চাঁদ আনি হাতে হাতে দেয় ॥১৬০

বিদেশী মুনিব পরে বিদায় যখন।
নয়ন তোতার মত পালটে তখন ॥.৬১

* ছুটা—এক একটা আলাহিদা।

† বিড়া—পাঁচগণ্ডা পানে এক বিড়া বা বিড়ী হয়।

‡ মর্জ্জি—মর্য্যাদা, মান।

চীনা* কোদো† ভুরা‡ যব জোআরা$ জনারা|| ।
কলই মাড়ুয়া** সামা†† সিঙ্গাড়া‡‡ বাজারা$$ ।।১৬২

দিবাতে চাবেনা রাত্রে ঘৃতহীন রোটি ।
ভক্ষণে তেরাত্রি কানা হয় চক্ষু দুটী ।।১৬৩

রন্ধনীয় যত দ্রব্য বিরস সকল ।
অরহর দালি অতি সুরস কেবল ।।১৬৪

ইতঃপর লিখি শোভা আনন্দ-কানন ।
প্রত্যক্ষ দেখিল যাহা সর্ব্বত্র নয়ন ।।১৬৫

যত জন প্রজা করে কাশীতে বসতি ।
বিশ্বেশ্বর নাম মাত্র খাজনার প্রতি ।।১৬৬

* চীনা—চীনাক, তৃণধান্য বিশেষ (Panicum miliaceum) ।

† কোদো—সংস্কৃত কোদ্রব,তৃণধান্য বিশেষ (Paspalum scrobiculatum)

‡ ভুরা—তৃণধান্য বিশেষ ।

$ জোআরী—জোআর, হিন্দুস্থানী গরীবদিগের প্রধান খাদ্য তৃণধান্যবিশেষ (Sorghum vulgare) ।

|| জনার—(হিন্দী=সংস্কৃত যবনাল) তৃণধান্যবিশেষ (Zea mays) ।

** মাড়ুয়া—(হিন্দী=সংস্কৃত মড়ক) তৃণধান্যভেদ (Eleusine coracona) ।

†† সামা=(সংস্কৃত শ্যামাক) তৃণধান্যভেদ (Panicum frumentaceum) ।

‡‡ সিঙ্গাড়া—(হিন্দী সিঙ্ঘাড়া=সংস্কৃত শৃঙ্গাটক) এদেশে পাণিফল বা পাণফল বলে । (Trata natans) ।

$$ বাজারা—বাজরী নামেও পশ্চিমে খ্যাত । তৃণধান্যভেদ । (Holcus spicatus)

গগনে কপোতগণ পদ্মবন ফুটে।
প্রচণ্ড পবনে যেন উলটি পালটে ॥১৬৭
রাস্তাতে যাইতে বৃক্ষ কদাচিৎ হেরি।
যখন উঠিয়া দেখি বালাখানা পরি ॥১৬৮
কানন ব্যতীত নহে নয়নগোচর।
এই এক চমৎকার কাশীর ভিতর ॥১৬৯
সর্ব্বত্র তেঁতলি * নিম্নে কানন শোভিত।
রসাল অশ্বথ বট দেখি কদাচিৎ ॥১৭০
অনেক বাগান আছে রচিত প্রস্তরে।
তাহে যত ফুল ফল গণনা কে করে ॥১৭১
কাশী পঞ্চক্রোশী পথে রসালের তরু।
ফলে তারতম্য নহে বারাসত† চারু ॥১৭২
তদন্তর লিখিব প্রত্যক্ষ চমৎকার।
অদ্যাবধি যেই কার্য্য আশ্চর্য্য সভার ॥১৭৩
জীব প্রাণ ত্যজে দক্ষকর্ণ উর্দ্ধে রাখি।
ভৈরবের কোপে কভু না ডাকে টিকটিকি ॥১৭৪
অন্য দেশী তরী যদি যায় কাশী সীমা।
কদাচ না থাকে রবে বন্দীর[২৬০] গরিমা ॥১৭৫

* তেঁতলি (সংস্কৃত তিন্তিড়ী)—তেঁতুল।

† বারাসত (চলিত বারা'সে) অকালজাত।

(২৬০) বন্দিদেবী—বাঙ্গালীটোলার রাণামহলার ঘাটে বন্দিদেবী অবস্থিত। পঞ্চক্রোশীযাত্রাকালে এই দেবীকেও দর্শন ও পূজা করিতে হয়। নাবিকগণের

কাশীর সীমানা যবে তরী হৈল পার।
স্বভাব প্রভাবে বন্দী ডাকে পুনর্ব্বার ॥১৭৬
বারাণসী মধ্যে বৃষ আছে অগণন।
তার চমৎকার কিছু করহ শ্রবণ ॥১৭৭
দুই বৃষে বৃষে যদি কভু দ্বন্দ্ব লাগে।
দ্বন্দ্ব ভাঙ্গে অন্য বৃষ নিজে আসি আগে ॥১৭৮
কোন কোন বৃষ আসি পথ মধ্যে বেড়ে।
যাত্রিস্থানে ভক্ষ্য লইয়া তবে পথ ছাড়ে ॥১৭৯
সাক্ষি-বিনায়কের বাটী গাভী বৎসগুলি।
যাত্রা স্থানে চাউল ফুল খায় মুখ মেলি ॥১৮০
বারাণসী ক্ষেত্র মধ্যে স্থল জল যত।
ব্যাঘ্র কুম্ভীরের ভয়ে লোকে নহে গত ॥১৮১
দিব্য সত্য সাধু শান্ত দান্ত বোগী যাগী।
ধর্ম্মচেষ্ট অতিশিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ রাগী ॥১৮২
প্রবীণ কুলীন বীর সুভোগী সংযোগী।
নিতান্ত অশান্ত ক্রান্ত ভ্রান্ত শোকী রোগী ॥১৮৩
কি কহিব কাশীপুরে শিষ্টাশিষ্ট যত।
যার যেই কর্ম্ম সর্ব্ব মহত্তাং মহত ॥১৮৪

বিশ্বাস যে, কাশীতে আসিয়া এই দেবীর পূজা দিতেই হইবে। পূজা না দিয়া নৌকা ছাড়িলে তাহার নিস্তার নাই, আবার ফিরিয়া আসিয়া পূজা দিয়া যাইতে হইবে।

কাশীপুরে আর এক বর্ত্তে চমৎকার।
বিশেষি লিখিব তাহা করিয়া বিস্তার ॥১৮৫
স্বর্গ হৈতে শ্রেষ্ঠ জন্মভূমি শাস্ত্রে কয়।
সেই অনুসারে করে সকলে প্রত্যয় ॥১৮৬
স্বকুটীর ত্যজি কেহ অন্য রাজ্য প্রাপ্ত।
তবু নহে তেন যেন স্বকুটীরে তৃপ্ত ॥১৮৭
যদি কাশী কেহ কিছুকাল বাস করে।
রিপু বর্জ্জ্য নিজ রাজ্য তুচ্ছ হয় তারে ॥১৮৮
অন্য চমৎকার আছে কতেক প্রকার।
বিশেষিয়া লিখি কিছু বাবার * দরবার ॥১৮৯
বীরভূমে বাটী এক দ্বিজ দৃষ্টিহীন।
বিশিষ্ট কুলেতে জন্ম নিতান্ত প্রবীণ ॥১৯০
বাটী হৈতে নৌকাপথে কাশীতে আইল।
তার পুত্র বিশ্বেশ্বর নিকটে লইল ॥১৯১
কোথা বিশ্বেশ্বর বলি করিয়া স্পর্শন।
জীবন্মুক্ত সেই দ্বিজ ত্যজিল জীবন ॥১৯২
কাশী পঞ্চক্রোশী করি আসি নীরাজনে।
অনায়াসে মৃত চক্রতীর্থ[২৬১] দরশনে ॥১৯৩†

* বাবা (প্রাকৃত বব) মুখ্যার্থ পিতা, এখানে বিশ্বেশ্বর।

† নীরাজনে = আরতি-দর্শনে।

(২৬১) চক্রতীর্থ—রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ রাজা ভগীরথ ব্রহ্মশাপদগ্ধ পিতৃ-পিতামহ-গণের উদ্ধারার্থ গঙ্গাদেবীকে বহু আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া মর্ত্ত্যভূমে

আর এক বৃদ্ধ দ্বিজ ছিল কান্তিনাম।
অবিশ্বাসী বঙ্গদেশ বনগ্রামে ধাম ॥১৯৪
কিছুকাল বসতি করিয়া বারাণসী।
বিশ্বেশ্বর প্রতি কটুভাষী নিশি দিশি ॥১
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মে কাশী সম্প্রাপ্ত হইল।
অগ্নিকার্য্যে মুখ দগ্ধ কদাচ নহিল ॥১৯৬
আর একজন আসি কাশীবাস করে।
বাটীহেতু উৎকণ্ঠিত কিছুকাল পরে ॥১৯৭
পথের সম্বল বিনা না হয় গমন।
সতত ভাবিত চিত যাবার কারণ ॥১৯৮
মণিকর্ণিকার ঘাটে মিলাইল বিধি।
গোময়ের মধ্যে পায় পঞ্চমুদ্রা নিধি ॥১৯৯
সে সম্বলে পথে গিয়া জীবন ত্যজিল।
কাশীবাসী হইয়া কাশী সম্প্রাপ্ত নহিল ॥২০০
কাশীবাসী লোকের ক্ষমতা কি বিচারি।
একদিনে পঞ্চক্রোশী করে বৃদ্ধা নারী ॥২০১
এই মত দেখিল কাশীতে চমৎকার।
বিশেষি লিখিলে হয় পুস্তক বিস্তার ॥২০২

আনয়ন কালে বিশ্বেশ্বরের আনন্দকানন মণিকর্ণিকা-সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র গঙ্গাদেবী তত্রত্য বিষ্ণুচক্রখনিত পুষ্করিণীর সহিত মিলিত হইলে ঐ চক্র-পুষ্করিণী তদবধি চক্রতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হয়।

[ইহার মাহাত্ম্য ২৫ সংখ্যক পাদ-টীকায় দ্রষ্টব্য।]

আমি নরাধমাধম কি করি গণনা।
পঞ্চানন না পারিলা যাহার বর্ণনা ॥২০৩
দক্ষিণা স্বরূপা কালী তন্ত্রের প্রমাণ।
জন্মের দক্ষিণা কাশীদায়িনী নির্ব্বাণ ॥২০৪
তথাপি কাশিকাগুণ মুখর* করিল।
অগত্যা কাশীর গুণ কিঞ্চিৎ রচিল ॥২০৫
কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মকর্ম্মপ্রকাশিকা।
শীঘ্র অর্থ কামদা সুখদা সুদায়িকা ॥২০৬
গুরুর বিশ্রামধাম অধাম† সদয়া।
নকারে‡ সাকারমাত্রা হীনে ব্রহ্মকায়া ॥২০৭
গায়ত্রী প্রণবরূপা আদ্যা আদিকর্ত্রী।
নানা-পাপ-সন্তাপ-ত্রিতাপ তাপহর্ত্রী ॥২০৮
মৃড়কুটুম্বিনী§ মোক্ষ-লক্ষ্মী প্রত্যক্ষদা।
তনুত্যাগে মৃতগণে অমৃতদা সদা ॥২০৯
অষ্টপাদ অষ্টগুণে অষ্টাক্ষরে পাই।
অতএব কাশীগুণ-গানামৃত গাই ॥২১০
বিশ্বেশ্বর-পাদপদ্ম ভাবি অনুক্ষণ।
ছন্দোবন্দে ভণে দ্বিজ জয়নারায়ণ ॥¶॥২১১

* মুখর—ব্যক্ত, প্রাধান্তস্বীকার।
† অধাম—আশ্রয়হীন।
‡ নকার—নিরাকার, যাহার আকার নাই।
§ মৃড়কুটম্বিনী—(মৃড় অর্থাৎ শিব, কুটুম্বিনী অর্থাৎ আত্মীয়া)=ভগবতী।
¶ কবি জয়নারায়ণের মূল কাশীখণ্ডের এখানে ১০৭ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গ্রন্থরচনার কথা

ইতঃপর লিখিব গ্রন্থের বিবরণ।
যে রূপে আরম্ভ হইয়া হইল সমাপন ॥১
কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর।
কাশীগুণগান হেতু ভাবিত অন্তর ॥২
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥৩
মিত্রশত চৌদ্দশাকে পৌষমাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে ॥৪
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলীনিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদের রায় আগত কাশী ॥৫
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা ॥৬
শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণে।
ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণে ॥৭
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া ॥৮
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া ॥৯

এইমত চল্লিশ নাচাড়ি* হইল যবে।
বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্ত হৈল তবে ॥১০
ভাদ্রমাসে মুখুর্য্যা গেলেন নিজবাটী।
বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী ॥১১
পরন্তু বাঙ্গালিটোলা গেলা যবে রায়।
বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায় ॥১২
পচাত্তর অধ্যায় পর্য্যন্ত তাঁর সীমা।
বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা ॥১৩
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ।
এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন ॥১৪
পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত রহিলা।
শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা ॥১৫
যদ্যপি নয়ন দুটী দৈবযোগে অন্ধ।
তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ ॥১৬
ইষ্টনিষ্ঠ বাক্যনিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম।
পরানিষ্ট-পরাঙ্মুখ বিদ্ধ মর্ম্মিমর্ম্ম ॥১৭
লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর।
গ্রন্থের সমাপ্ত হেতু হৈলেন তৎপর ॥১৮
শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান।
তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান্ ॥১৯

* নাচাড়ি—লহরী। পূর্ব্বে সকল কবিতাই নাচের সঙ্গে গীত হইত। এক একটী পালার অংশ গাহিয়া যেখানে নাচিয়া গায়ক কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিত, সেই অংশের নাম নাচাড়ি। এখানে অধ্যায়।

নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন।
ছয়মাস বহু গ্রন্থ করি সংস্করণ ॥২০
ঋতু মাস তিথিবার বর্ষযাত্রা যত।
পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত ॥২১
তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম।
সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান্ ॥২২
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার ॥*২৩
ঘোষাল বংশজ রাজা জয়নারায়ণ।
এই খানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ ॥২৪
তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া।
রামতনু মুখোপাধ্যায় লইলা লিখিয়া ॥২৫
সেই বহি দৃষ্ট করি নকলনবিশী।
কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যা চাতরানিবাসী ॥২৬
শাকে ভূঅনল সিন্ধু নক্ষত্রের পতি।
মাঘাষ্টবিংশতি দিনে শুক্ল-ষষ্ঠী তিথি ॥২৭
ভৃগুবারে অপরাহ্নে গ্রন্থ সমাপন।
শ্রীপ্রেমানন্দ দাস স্বাক্ষরে লিখন ॥২৮

* অপর পুস্তকে এই শ্লোকের পর—

"নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তাহা যথার্থ বর্ণন ॥" ইত্যাদি অধিক পাঠ আছে।

অথ গীত

রাগিণী ভৈরবী

জয় জয় শঙ্করমোহিনী গৌরী।
কাঞ্চনগলিতললিত তনু জোরি ॥ ধ্রু॥ ১
রাকা-রজনীপতি বদন সুচার।
বেণী রচিল কচ* কুঞ্চিত ভার ॥ ২
ভালে কিরীটী মণি বিধু আধ খণ্ড।
হাটক† দরপণ ঝলমল গণ্ড ॥ ৩
ভ্রূভঙ্গী মজিতি মনমথ-চাপ।
নয়ন যুগল মৃগী খঞ্জন-দাপ ॥ ৪
নাসা তিল-ফুল গজমতি দোল।
শ্রুতিযুগকুণ্ডল গণ্ড হি লোল ॥ ৫
বাঁধুলি বিম্ব‡ অধর চারু কাঁতি।
দশন কর করিজ-মোতিম-পাঁতি§ ॥ ৬
কুচযুগে মণিময় হার বিরাজ।
চিত্রপটাম্বর পরিহিত মাঝ ॥ ৭

* কচ—কেশ, চুল।

† হাটক—স্বর্ণ।

‡ বিম্ব—তেলাকুচা ফল।

§ করিজ-মোতিম-পাঁতি—গজমুক্তাশ্রেণী

সব তনু ঝলমল আভরণ সাজ।
বাহন যুগল বিপিন মৃগরাজ ॥৯
দশকরে অসি ইষু চর্ম্ম কোদণ্ড।
ত্রিশূল-ভুজঙ্গ-অসুর-কুলখণ্ড ॥১০
জয় জয় অম্বরে অমরসমাজ।
বরিখে কুসুম ঘন দুন্দুভিরাজ ॥১১
প্রেমানন্দে করু করুণ প্রসাদ।
অন্তিমে গতি তব সহোদর পাদ ॥১২

সমাপ্ত।

কাশীর পুরাকথা।

কাশী ভারতীয় আর্য্যগণের একটী অতি প্রাচীন রাজধানী ও পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য। এমন কি যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণ ও কৌষীতকীব্রাহ্মণ-উপনিষদেও কাশী একটী বিস্তৃত জনপদ এবং পবিত্র যজ্ঞভূমি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

(কৌষীতকী উপনিষদ্ ৩।১, ৫।১)

বামনপুরাণে বিষ্ণু বলিয়াছেন, 'এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রয়াগে আমার অংশসম্ভূত যোগশায়ী নামে যে বিখ্যাত অব্যয়পুরুষ নিরন্তর বাস করেন, তাঁহারই দক্ষিণচরণ হইতে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী শুভঙ্করী বরণা এবং বাম-চরণ হইতে অসি নামে বিখ্যাতা নদীদ্বয় নিঃসৃত হইয়াছে। এই দুই নদীর মধ্যে যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্বপাপনাশন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বরূপ যে ক্ষেত্র আছে, তাহার মধ্যেই মোক্ষপ্রদায়িনী বারাণসী বিরাজিতা।' (বামনপু॰ ৩২৪-২৮)

জাবালোপনিষদে লিখিত আছে—"অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি ; তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবত। অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য !···সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি " (১-২)

এই স্থানে জীবের মৃত্যু হইলে তৎকালে

"তারকব্রহ্ম" নাম শুনান, তাই সেই জীব অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, অতএব এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে নিয়ত বাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি যাহা বলিলাম সত্য বলিয়া জানিও। যদি বল, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত?—বরণা ও নাশী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। আবার বরণাই কি, আর নাশীই বা কাহাকে বলে?—সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষরাশি নিবারণ করে বলিয়া ইহার নাম "বরণা" এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে বলিয়া ইহার নাম "নাশী" হইয়াছে।

উক্ত নাশীই পুরাণে ও বর্ত্তমানকালে "অসি" বা "অসী" বলিয়া খ্যাত।

বেদে ও পুরাণে যাঁহার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, আজও হিন্দুর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলিয়া যে স্থান পরিচিত, তাহার সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত বর্ণনা করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাশীর পুরাবৃত্ত জানা থাকিলে কাশীদর্শন ও কাশী-পরিক্রমা-পাঠেও অনেকটা সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

কাশী কতদিনের? ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, আয়ুবংশীয় সুহোত্রপুত্র কাশই কাশীতে প্রথম রাজত্ব করেন; ইঁহার পুত্রের নাম কাশিরাজ বা কাশ্য। সম্ভবতঃ এই কাশিরাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য "কাশি" বা "কাশী" নামে বিখ্যাত হয়। কাশিরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দীর্ঘতমা (কোন কোন মতে দীর্ঘতপা) কাশীরাজ্য লাভ করেন। এই দীর্ঘতমার পুত্র ধন্ব বহুকাল তপস্যা করিয়া ধন্বন্তরিকে পুত্র লাভ করেন। ক্ষত্রিয়রাজ ধন্বন্তরি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত

করেন এবং তজ্জন্য তিনি বৈন্তনামে প্রসিদ্ধ হন। ইহাঁর ঔরসে কেতুমান্ জন্মগ্রহণ করেন; সম্ভবতঃ এই কেতুমানের রাজত্ব-কালেই বারাণসী নগরী স্থাপিত হয়; কেননা মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে রাজা কেতুমান্ হর্য্যশ্ব নামে কথিত হইয়াছেন এবং সেই হর্য্যশ্বের কথাপ্রসঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম বারাণসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে যদুবংশীয় হৈহয়পুত্রগণের সহিত কাশীরাজের বিবাদের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হর্য্যশ্ব নিহত হন; হর্য্যশ্বের মৃত্যুর পর সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে থাকেন। কিন্তু তখনও হৈহয়গণ ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা সুদেবকেও সংহার করেন। সুদেবের পুত্র (কেহ কেহ বলেন ভীমরথের পুত্র) মহাত্মা দিবোদাস পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময় কাশীর রাজধানী বারাণসী, গঙ্গার উত্তর ও গোমতীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত ছিল। দিবোদাস শত্রুভয়ে রাজধানী সুদৃঢ় করেন।[১]

হরিবংশ এবং পদ্ম, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, দিবোদাসের পূর্ব্বে হৈহয়বংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন; পরে দিবোদাস তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বহু কষ্টে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এই সময়ে নিকুম্ভের শাপে ও ক্ষেমক রাক্ষসের উৎপাতে মহাসমৃদ্ধিশালিনী বারাণসী হতশ্রী ও জনশূন্য হইলে দিবোদাস গোমতীতীরে এক নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। রাজা দিবোদাস উক্ত ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দমকে বালক বলিয়া ত্যাগ করেন; কিন্তু কালক্রমে সেই বালক

(১) মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৩০ অঃ।

স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া দিবোদাসকে পরাজয় করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। দিবোদাসের ঔরসে দৃষদ্বতীর (মহাভারত-মতে মাধবীর) গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে এক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা দুর্দ্দমকে পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার কাশীরাজ্য অধিকার করিলেন। কৌষীতকীব্রাহ্মণ উপনিষদে প্রতর্দ্দন একজন পরম যাজ্ঞিক রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক।[২] প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস; তিনি ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন। পরম জ্ঞানশীলা তত্ত্বদর্শিনী মদালসা তাঁহারই পত্নী। এই মদালসার গর্ভে বৎসের অলর্কনামে পুত্র জন্মে; অলর্কের রাজত্বকালে কাশীরাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। এই মহাত্মাই ক্ষেমক নামক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া পুনরায় বারাণসী নগরীকে প্রতিষ্ঠিত ও পরমরমণীয় বেশে সজ্জিত করেন। অলর্কের পর পুত্রপরম্পরায় সন্নতি, সুনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু (ইনি কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন), বেণুহোত্র, ভর্গ ও ভার্গভূমি কাশীতে রাজত্ব করেন। ইহাঁরা সকলেই "কাশ্য" বা "কাশেয়" নামে বিখ্যাত।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, কাশবংশীয় ২৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। (১৭২।১৪) ভার্গভূমির পর কে রাজা হয়, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই ভার্গভূমির পর দিবোদাসবংশের প্রভাব নষ্ট হয়। মৎস্যপুরাণ-মতে, তৎপরে হৈহয়বংশীয় ২৮ জন রাজত্ব করেন।

(২) রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৪।১৩-১৭।

আমাদের যেমন দশাবতার, জৈনদিগেরও সেইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্কর। সুপ্রাচীন জৈনশাস্ত্রানুসারে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইতেই জৈন-ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। চব্বিশজনের মধ্যে ৭ম ও ২৩শ এই দুইজন তীর্থঙ্কর বারাণসীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই দুইজনের নাম সুপার্শ্ব ও পার্শ্বনাথ। জৈনপুরাণসমূহে লিখিত আছে, বারাণসীধামে প্রতিষ্ঠরাজের ঔরসে সুপার্শ্বদেব জন্মগ্রহণ এবং এখানেই তিনি নির্ব্বাণলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সুপার্শ্ব হইতে বারাণসীধামে জিনমতের প্রথম সূত্রপাত। ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশীপতি অশ্বসেনের পুত্র। তিনি পৈতৃক রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং যোগবলে জ্ঞান লাভ করিয়া "চাতুর্যাম" ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। কল্পসূত্রাদি প্রাচীন জৈনগ্রন্থানুসারে ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ ২৬৮১ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ নির্ব্বাণলাভ করেন। এরূপস্থলে প্রায় ২৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে কাশীধামে পার্শ্বনাথের মত প্রচারিত ও জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। পালি বৌদ্ধগ্রন্থেও পার্শ্বনাথের "চাতুর্যাম"-মত নিগ্রন্থ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

পার্শ্বনাথের সময় বারাণসীধামে বহুতর নিগ্রন্থ দেখা দিয়াছিল। এই সময় হিন্দুপ্রাধান্য হ্রাস হইতে থাকে। ইহার কিঞ্চিদধিক দুইশত বর্ষ পরে বুদ্ধ শাক্যসিংহ বারাণসীধামে পদার্পণ করেন। ললিতবিস্তরাদি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, এই বারাণসীর পার্শ্বস্থ ঋষিপত্তন বা মৃগদাব নামক উপবনে (বর্ত্তমান সারনাথ নামক স্থানে) বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রভাবে ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুণে কাশীর সহস্র সহস্র প্রজা বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠিল। নানাদিগ্দেশ হইতে বহুতর যাত্রী ঋষিপত্তনে উপস্থিত হইতে লাগিল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—হৈহয়বংশের পর প্রদ্যোতবংশীয় পঞ্চ পুত্র ১৩৮ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। তৎপরে শিশুনাগ এই বংশীয়দিগকে নিহত করিয়া প্রিয়পুত্র যশকে বারাণসীতে স্থাপনপূর্ব্বক গিরিব্রজে গমন করেন।[৩]

বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি,—বুদ্ধদেবের সময়ে কাশীধামে যশঃ বা যশোরথ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। শাক্যসিংহের সদুপদেশ শুনিয়া যশোরাজ ও তাঁহার পিতা বুদ্ধোপাসক হইয়াছিলেন। কেবল রাজা ও রাজপিতা বলিয়া নহে, রাজমাতা ও রাজমহিষী পর্য্যন্ত উপাসিকা হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে কাশীরাজের বন্ধুবান্ধবগণও বুদ্ধধর্ম্মানুশরণ করিয়াছিলেন। বলিতে কি সেই সময়েই আর্য্যগণের পবিত্র যজ্ঞভূমি কাশীধামও ঋষিপত্তন বৌদ্ধময় হইল এবং যেখানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সেই ঋষিপত্তন বা মৃগদাব উপবনই বৌদ্ধদিগের কেন্দ্রস্থান হইয়া পড়িল।

কাশীধামে যেরূপে বৌদ্ধপ্রাধান্য হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কাশীখণ্ডে (৫৮ অঃ) এইরূপ রূপকাখ্যান দৃষ্ট হয়—

"ভগবান্ শ্রীপতি ত্রৈলোক্যমোহন অতিসুন্দর সৌগত (বৌদ্ধ) রূপ এবং লক্ষ্মীদেবীও সেই সময়ে পরম মনোহর পরিব্রাজিকারূপ ধারণ করিলেন। পুণ্যকীর্ত্তি নামক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক রূপধারী ভগবান্ তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিনয়ভূষণ বিনয়কীর্ত্তিকে সম্বোধন

(৩) "অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।
হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাগো ভবিষ্যতি ॥
বারাণস্যাং সুতং স্থাপ্য সংপ্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম্ ॥"
(ব্রহ্মাণ্ড উপোদ্ঘাতপাদ ৩৪ অঃ)

করিয়া এইরূপে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন,—হে বিনয়-কীর্ত্তে! তুমি সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করিলে আমি অশেষ প্রকারে সেই সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই সংসার অনাদি, ইহার কর্ত্তা কেহই নাই, ইহা স্বয়ং প্রাদুর্ভূত এবং আপনিই বিলয়প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যত দেহী আছে, এই অদ্বিতীয় আত্মাই সে সকলের ঈশ্বর, ইহা হইতে অন্য কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব নাই। আমাদের এই দেহ যেমন কালবশে লয় প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে মশক পর্য্যন্ত সকল প্রাণিরই দেহ স্ব স্ব কালানুসারে বিলয়-প্রাপ্ত হইবে।

"বিচার করিয়া দেখিলে এই জীবগণ মধ্যে কোন প্রকার ন্যূনাধিক্য নাই, কারণ সর্ব্বত্র সকল দেহে আহার, নিদ্রা ও ভয় সমভাবেই রহিয়াছে। আমাদের যেমন মৃত্যুভয়, সেইরূপ আব্রহ্মকীট পর্য্যন্ত সকল দেহধারীরই মরণশঙ্কা আছে। সুবিচার করিয়া দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, সকল প্রাণীই সমান, সুতরাং যাহাতে কোন প্রকারে প্রাণীহিংসা না হয়, তাহাই করা সকলের কর্ত্তব্য। "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম," এই কারণ যাহাদের নরকভয় আছে, তাহারা কখন প্রাণিহিংসা করিবে না। হিংসাকারী ভীষণ নরকে যায়, আর অহিংসক ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের সমুচ্ছেদ হইলে পর বিজ্ঞানের নামই যথার্থ মোক্ষ। 'সমস্ত ভূতগণকে হিংসা করিবে না' বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতিই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হিংসাপ্রবর্ত্তক কোন শ্রুতিই প্রামাণিক নহে। 'অগ্নিষোমীয়ে পশুহত্যা করিবে' ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহা কেবল অসাধুদিগের ভ্রান্তি উৎ-

পাদনের জন্য, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।" (৫৮। ৭২-১০৯ শ্লোক)

বুদ্ধের আবির্ভাবে কাশীধামে যে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" কীর্ত্তিত হইয়াছিল, কাশীখণ্ড তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ে কাশীধামও পাটলিপুত্রের অধীন হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয় পৌত্র প্রিয়দর্শী বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র ঋষিপত্তনে (বর্ত্তমান সারনাথে) বহু স্তূপ ও স্মৃতি-রক্ষা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও ৭ম শতাব্দে হিউএন্ সিয়ং সেই সকল অশোককীর্ত্তির ধ্বংসনিদর্শন নয়নগোচর করিয়াছিলেন। আজও অশোক-প্রতিষ্ঠিত একটী স্তম্ভ "কুলস্তম্ভ" নামে কাশীবাসী হিন্দুর নিকট পূজিত হইতেছে।

অশোকের পর তৎপৌত্র দশরথের সময় কাশীধামে জৈন আজীবকগণের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তৎপরে জৈনরাজ সম্প্রতিও জৈনধর্ম্ম-প্রচারে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। সুতরাং এ সময়ে কাশী হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

মৌর্য্যরাজগণের আধিপত্য-কালে কাশীধাম পাটলিপুত্রের অধীন ছিল। শুঙ্গমিত্র ও কাণ্বায়নদিগের সময় বারাণসীতে লুপ্ত ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। মহারাজ অগ্নিমিত্রই এ সময় অশ্বমেধযজ্ঞ উপলক্ষে সনাতন ব্রাহ্মণধর্ম্মের গৌরব উদ্ধারে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই সম্ভবতঃ কাশীধামে আবার ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করিতেন, তাহা জানা যায় নাই।

কাশীধামে কিরূপে পুনরায় ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, কাশীখণ্ডে তাহারও রূপকবর্ণনা সবিস্তার বর্ণিত আছে, এক্ষণে সংক্ষেপে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

'ব্রহ্মার অনুরোধে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ রিপুঞ্জয় নাগকন্যা অনঙ্গমোহিনীকে বিবাহ করিয়া বারাণসীর অধীশ্বর হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি রাজা হই, তাহা হইলে দেব ও নাগগণকে কাশী পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্রহ্মাও রিপুঞ্জয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কাজেই দেবগণ ও নাগগণ কাশী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।' (৩৯ অঃ)

'এদিকে দেবাদিদেব মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য-প্রতিপালনের জন্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া মন্দরপর্ব্বতে আসিয়া বাস করিলেন। মহাদেব গমন করিলে সমস্ত দেবগণও মন্দরপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব এখানে আসিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে কাশীবিরহ প্রবল হইল। এই সময় বারাণসী মহারাজ দিবোদাসের রাজধানী, তপস্যাবলে সেই রাজা সমস্ত দেবগণেরই রূপ ধারণ করিতে পারিতেন, এজন্য দেবগণ তাঁহার স্তব ও ভজনা করিতেন। অসুরগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করিত। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক নৃপতি সে সময়ে কেহ ছিলেন না। এই দিবোদাসের অপর নাম রিপুঞ্জয়। পূর্ব্বোক্ত কাশীরাজ দিবোদাস হইতে ইনি ভিন্ন।

'মন্দরপর্ব্বতে মহাদেবের কাশীবিরহ উপস্থিত হইলে, তিনি দেখিলেন, রাজা রিপুঞ্জয়কে কোন প্রকারে তাড়াইতে না পারিলে তাঁহার বারাণসীলাভ হইতেছে না। প্রথমে তিনি চৌষট্টি যোগিনীকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। যোগিনীগণ কাশীতে আসিয়া পরমধার্ম্মিক

দিবোদাসকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। তাঁহারা মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন অতীত হইল, মন্দরস্থ মহাদেব দেখিলেন, যোগিনীগণ ফিরিয়া আসিল না। তখন তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সূর্য্যকে পাঠাইলেন। সূর্য্য কাশীতে গিয়া ধার্ম্মিক দিবোদাসের কিছুমাত্র ছিদ্র বাহির করিতে সমর্থ হইলেন না। এখানে তিনি কাশীর মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যোগিনীদিগের মত সূর্য্যও আর ফিরিলেন না। তখন মহাদেব তাঁহার গণধরদিগকে পূর্ব্বের মত উপদেশ দিয়া কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও কাশীতে আসিয়া কাশীর বিমোহিনীশক্তিতে বিমুগ্ধ হইলেন, যোগিনী-গণের ন্যায় তাঁহারাও দিবোদাসের অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাদেব তাঁহাদিগের কোন সংবাদ না পাইয়া, বিশেষতঃ কাশীবিরহে অস্থির হইয়া গণেশকে পাঠাইলেন। গণপতি কাশীতে আসিয়া বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের বেশ ধরিয়া কাশীবাসীর ভাগ্যলিপি গণনা করিয়া সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে কাশীতে থাকিলে সকলেরই ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের কথায় কাশীবাসীর মনে ভয় হইল, অনেকেই কাশী পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ক্রমে বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের অদ্ভুত গণনার কথা দিবোদাসের অন্তঃপুরে পৌছিল। এইরূপে গণপতি রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়া রাজমহিলাদিগের ভাগ্য-গণনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই কপট দৈবজ্ঞ রাজ্ঞীগণের মধ্যে মহাসম্মান লাভ করিলেন। রাজমহিলাগণ তাঁহার অসাক্ষাতে রাজার নিকট তাঁহার বহুবিধ

গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা মজিলেন। একদিন তিনি বৃদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ-রূপী গণপতি নানাপ্রকারে রাজার মন মুগ্ধ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! উত্তরদেশ হইতে একজন ব্রাহ্মণ আপনার নিকট আগমন করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন, আপনি তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিবেন, তাহা হইলে আপনার সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে।'

"এদিকে মন্দরাসীন মহেশ্বর গণনাথের বিলম্ব দেখিয়া বিষ্ণুর প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অনেক কথাই উপদেশ করিলেন এবং শেষে কহিলেন, 'হে বিষ্ণো! দেখিও অন্যান্য ব্যক্তি কাশীতে যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তুমি যেন সেরূপ করিও না।" বিষ্ণু যথোচিত উত্তর দিয়া হৃষ্টমনে কাশীযাত্রা করিলেন।

"বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত কাশীতে আসিয়া কাশীবাসীকে মায়ায় বিমুগ্ধ করিলেন, অধিকাংশ লোকই স্বধর্ম্মচ্যুত হইতে লাগিল। এদিকে দৈবজ্ঞের উপদেশে রিপুঞ্জয় দিবোদাসের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি সেই ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ দিবসে বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে দিবোদাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ রিপুঞ্জয় অভিপ্রেত ব্রাহ্মণদর্শনে পরম আনন্দলাভ করি-লেন। তিনি ব্রাহ্মণবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম! বহুদিন রাজ্যভারবহনে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমার মনে সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে! আপনি অদ্য আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।' ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু রাজাকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি যে বিশ্ব-নাথকে কাশী হইতে দূর করিয়াছ, ইহাই তোমার একটি মহাদোষ! যদি এই মহাপাপের শান্তি চাও, তবে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, একটি

শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায় সহস্র অপরাধ বিনষ্ট হয়।' মহারাজ দিবোদাস জ্যেষ্ঠপুত্র সমঞ্জয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসারসংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তিনি বিষ্ণুর আদেশানুসারে গঙ্গার পশ্চিমতটে একটি শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সপ্তম দিবসে শিবদূত-পরিবেষ্টিত জ্যোতির্ম্ময় রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ রিপুঞ্জয় তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা দিবোদাসের নির্ব্বাণ হইল। তৎপরে মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত পুনরায় তাঁহার প্রিয়ক্ষেত্র বারাণসীধামে আগমন করিলেন।' (কাশীখ° ৪০ অঃ)

উপরোক্ত রূপকাখ্যান হইতে মনে হয় যে, রিপুঞ্জয়েরপ্রভাবেই কাশী হইতে দেবপূজা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ বৌদ্ধগ্রন্থে ইনিই 'ব্রহ্মদত্ত' নামে খ্যাত। এই ব্রহ্মদত্ত নামটীই রূপকভাবে বর্ণনা করিতে গিয়া কাশীখণ্ডকার ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রিপু-ঞ্জয়কে কাশীদানপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। কাশীখণ্ডকার লিখিয়াছেন, "আপনার রাজ্যে দেবগণ থাকিতে পারেন না, সুতরাং আমরা স্ব স্ব বিভবানুসারে আপনার পূজা করিব, এই বলিয়া অসুরেরা রিপুঞ্জয়ের স্তব করিতেন।" (কাশীখ০ ৪৩।২০) এই উক্তি হইতেও রিপুঞ্জয়ের সভায় দেবদ্বেষী অসুর বা বৌদ্ধ-প্রভাব সূচিত হইতেছে। কাশীখণ্ডের উদ্ধৃত রূপকাখ্যান হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে কাশীর দেবকীর্ত্তি উদ্ধার করিবার জন্য শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সম্যক্ সফলতালাভ করিতে পারেন নাই। কাশীখণ্ড বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ দৈবজ্ঞরূপী গণপতির চেষ্টায় আবার দেবপ্রাধান্যের সুবিধা হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতে শাকদ্বীপীয় দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। ইহাঁদেরই প্রভাবে ভারতের মিত্রপূজক শকনৃপতিগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে ইহাঁদের প্রভাবে উদীয়মান বৌদ্ধধর্ম্মের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়াছিল। যে শুঙ্গ ও কাথায়ন নৃপতিগণের প্রভাবে মৌর্য্যরাজ্য বিধ্বস্ত ও হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারাও এই শাকদ্বীপীয় দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন! * অধিক সম্ভব, এইরূপ শাকদ্বীপীয় দৈবজ্ঞ-দলপতির চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কাশীরাজ হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। অবশেষে পরমবৈষ্ণব গুপ্ত-সম্রট্গণের প্রভাবে এখানে শাক্ত, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শৈব্ প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক আবার এখানে দেবাদিদেব মহাদেব অধিষ্ঠিত ও বৌদ্ধগণ তিরোহিত হইলেন, এই ঘটনাই রিপুঞ্জয়ের তিরোভাব ও সমঞ্জয়ের রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ রূপকাখ্যানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১ম শতাব্দী হইতে এখানে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত এবং খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্তসম্রাট্গণের যত্নে বারাণসীর বিলুপ্ত গৌরবোদ্ধার সাধিত হয়। বলিতে কি, এই সময় হইতে বারাণসীধামে বৌদ্ধপ্রভাবের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কারণ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ যখন বারাণসীধামে আগমন করেন, সে সময়ে তিনি এখানে বৌদ্ধপ্রভাবের কিছুমাত্র নিদর্শন পান নাই। তিনি বারাণসীর অদূরবর্ত্তী মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ) উপবনে বিহার ও সঙ্ঘারাম

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দর্শন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান্ বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন ও কীর্ত্তন করিবার জন্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ব্যতীত আর সকলকেই বিধর্ম্মী বলিতেন ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাই বারাণসীধামে তিনি আসিলেও এখানকার কোন কথাই তিনি উল্লেখযোগ্য মনে করেন নাই।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং কাশীরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ফা-হিয়ানের মত ততটা বিধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, বৌদ্ধতীর্থসমূহ ব্যতীত সেখানকার উল্লেখযোগ্য বিবরণী লিপি-বদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, সে সময় কাশীরাজ্য ৪০০০ লি অর্থাৎ ৩৩৩ ক্রোশ এবং কাশীর রাজধানী বারাণসীনগরী ১৮।১৯ লি (প্রায় দেড়ক্রোশ) দীর্ঘ এবং ৫।৬ লি (প্রায় অর্দ্ধক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। এ সময়েও বারাণসীধাম বহু জনাকীর্ণ ও তোরণসমূহ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্র লৌহকপাট-যুক্ত ; এখানকার অধিবাসিগণ মহাধনবান্ ও প্রাসাদমালায় মহার্ঘ্য-রত্নশোভিত ! প্রজাসাধারণ নম্রপ্রকৃতি, অতিউদার ও শাস্ত্রানুরাগী। তাহারা সকলেই প্রায় বৌদ্ধধর্ম্মে অবিশ্বাসী (অর্থাৎ দেবপূজক)। দুই একজন মাত্র বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত। এ সময়ে কাশীপ্রদেশে শতাধিক দেবমন্দির ও ২০টী মাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। কিন্তু তখন বারাণসীধামে একটী মাত্রও সঙ্ঘারাম বা বিহার ছিল না। হিন্দুর এই পরম মোক্ষধামে গগনস্পর্শী পাষাণময়-উচ্চ-চূড়াশোভিত উপবন ও তড়াগপরিবেষ্টিত ২০টী দেবমন্দিরের অপূর্ব্ব ভাস্করশিল্প-যুক্ত মণ্ডপ ও নাটমন্দির দেখিয়া চীনপরিব্রাজকও চমৎকৃত হইয়া-ছিলেন। সে সময়ে এখানে প্রায় ১০০ ফিট্ উচ্চ তাম্রময়-

মহেশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল,—সেই দেবাদিদেবমূর্ত্তি কি মহান্, কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, ঠিক যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হইত! * তখনও উলঙ্গ পরমহংস, ভস্মমণ্ডিত পাশুপত প্রভৃতি সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে কাশীধাম পরিব্যাপ্ত, জনসাধারণ 'মাহেশ্বর' বা মহেশ্বরভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। কাশীর সেই তাম্রমূর্ত্তির নিদর্শন ভারতবর্ষে এখন কোথাও নাই, এখন সুদূর ভারতমহাসাগরস্থ যবদ্বীপের অন্তর্গত ব্রহ্মবনম্ নামক স্থানে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে গঠিত হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি দেখিলে ভারতের অতীত দেবমূর্ত্তির রূপ কতকটা ধারণায় আসিতে পারে। যবদ্বীপে এখন মহেশ্বরের তাম্রমূর্ত্তি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার মাণিক্যময়ী মূর্ত্তি এখনও সেই অতীত গৌরব ঘোষণা করিতেছে! †

চীন-পরিব্রাজক বারাণসীর উত্তরপূর্ব্বাংশে বরণার পশ্চিমকূলে অশোকনির্ম্মিত একটী বৌদ্ধস্তূপ এবং তাহারই সম্মুখে একটী পাষাণ-স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। 'এই স্তম্ভ কাচের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, মধ্যভাগ তুষারচিক্কণ, এই স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের প্রতিবিম্বপাত হয়'—ইত্যাদি চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, বৌদ্ধেরা কিরূপ ভক্তির চক্ষে সেই স্তম্ভ দর্শন করিতেন। এখন সেই অশোকস্তম্ভ "কুলস্তম্ভ" বলিয়া হিন্দুর নিকট পূজিত! ‡

এখন সারনাথের কীর্ত্তি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলেও চীন-পরিব্রাজক মৃগদাব দর্শন করিয়া যে উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য মনে করি।

* Beal's Buddhist Record of the Western World, Vol. II. p, 45.

† বিশ্বকোষ ১৫শ ভাগ "যবদ্বীপ" শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ ৮০ পৃষ্ঠা ও ৭৮ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তিনি বরণানদীর উত্তরপূর্ব্বে প্রায় ১ ক্রোশ পথ আসিয়া মৃগদাবের সঙ্ঘারাম পাইয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম ৮ মহলে বিভক্ত ও চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত। এই সঙ্ঘারামের বালা-খানা অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। এখানে সে সময়ে ১৫০০ বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন, তাঁহারা সম্মতীয় দলভুক্ত হীনযানসম্প্রদায়। প্রদক্ষিণার মধ্যেই ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী বিহার, ইহার ভিত্তি ও অধিরোহণীগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত, কিন্তু গম্বুজ ও গবাক্ষগুলি ইষ্টক-খচিত। চারিদিকে প্রায় শতাধিক গবাক্ষ ও প্রত্যেক গবাক্ষমধ্যে এক একটী স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তি। বিহারের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ তাম্রময় বুদ্ধ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে নিরত। বিহারের দক্ষিণপশ্চিমে অশোকরাজ-প্রতিষ্ঠিত সমুচ্চ স্তূপ-ধ্বংসাবশেষ ১০০ ফিট্ জাগিয়া আছে, এই স্তূপের সম্মুখেই ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ, পদ্মরাগের মত উজ্জ্বল, এখানেই শাক্যসিংহ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্তূপের অদূরে অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, প্রত্যেকবুদ্ধবর্গ, মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্ব ও শাক্য-বোধিসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ দৃষ্ট হইত। সঙ্ঘারামের প্রদক্ষিণায় মধ্যে শত শত বিহার ও স্তূপের পবিত্র নিদর্শন ছিল। উক্ত প্রদক্ষিণার পশ্চিমে একটী স্বচ্ছসলিল সুবৃহৎ সরোবর ছিল, এখানেই বুদ্ধদেব স্নান করিতেন। তাহার পশ্চিমে একটী ও দক্ষিণে অপর একটী স্বচ্ছসলিল সরোবর। ইহার নিকট ও অনতিদূরে চীন-পরিব্রাজক আর কএকটী স্তূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

তখনকার বারাণসী ও মৃগদাবের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম কেমন পাশাপাশি আপন গৌরবরক্ষা করিতে-ছিলেন। বর্ত্তমানকালে বারাণসী সেই পূর্ব্বতন হিন্দু-গৌরবরক্ষায় কথঞ্চিৎ সমর্থ হইলেও মৃগদাব (সারনাথ)-বৌদ্ধক্ষেত্রের সে

পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই, এখন বনভূমি-সমাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ ইষ্টকস্তূপ গতস্মৃতি মাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছে! বাস্তবিক চীন-পরিব্রাজকের সময় হইতেই সারনাথের দুর্দ্দশার সূত্রপাত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগী পালরাজগণের যত্নে কতকটা পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষিত হইলেও মুসলমানের হস্তে এখানকার বৌদ্ধপ্রভাবের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত! বলিতে কি মুসলমানের হস্তেই এখানকার বৌদ্ধকুল নির্ম্মূল ও পবিত্র বিহার ও সঙ্ঘারামসমূহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, পরমবৈষ্ণব গুপ্ত সম্রাট্‌গণের উৎসাহে কাশীধাম শত শত সৌধমালায় ও দেবমূর্ত্তিতে সুশোভিত হইয়াছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ংএর ভারতাগমনের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে গুপ্তসম্রাট্‌ বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্ত এই বারাণসীধামে রাজধানী করিয়া প্রবল প্রতাপে সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে মহাপরাক্রান্ত হূণপতি তোরমাণ ও মিহিরকুল ভারতাক্রমণ করেন। তাঁহাদের প্রবল আক্রমণে গুপ্ত-রাজলক্ষ্মী প্রকম্পিত হইয়াছিলেন। এমন কি গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকাংশ হূণরাজের করকবলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা দেবদ্বেষী ছিলেন না, বরং দেবদ্বিজভক্ত ও পরমসৌর ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে ভারতের নানাস্থানে মিত্ররূপী সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে মালবপতি মহাবীর যশোধর্ম্মার সাহায্যে মহারাজ বালাদিত্য হূণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন! বালাদিত্যের যত্নে নানা হিন্দুতীর্থের পুনরুদ্ধার ও নানাস্থানে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। তিনি পরমবৈষ্ণব হইলেও শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কেই নিরপেক্ষ ভাবে সাহায্য করিতেন। এই বালাদিত্যের পুত্র প্রকটাদিত্য

কিছুকাল কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ-ক্ষেত্র সারনাথেও হিন্দুদেবমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিয়া ছিল। সারনাথ হইতে আবিষ্কৃত প্রকটাদিত্যের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি এখানে "মুরদ্বিষ্" নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার জন্য একটী বৃহৎ দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সময় হইতে বৌদ্ধক্ষেত্র হিন্দুতীর্থরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছিল।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে কাশীধাম প্রথমে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন, তৎপরে মগধের গুপ্তরাজের কিছুদিন অধীন ছিল। ইহার পর খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে কান্যকুব্জের সিংহাসনে মহাবীর যশোবর্ম্মা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি বৈদিকমার্গ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। মহাকবি বাক্পতি 'গউড়বহো' (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যে সেই ক্ষত্রিয় মহাবীরের কীর্ত্তি-কাহিনী কতকটা চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সভাসদ মহাকবি ভবভূতি মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তরচরিত নাটকে সেই সময়ের সমাজচিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন। যশোবর্ম্মের চেষ্টায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের চিত্র ভবভূতির নাটকাবলীতে সুস্পষ্ট চিত্রিত হইয়াছে। যশোবর্ম্মা মগধাধিপকে পরাজয় করিয়া কাশীধাম কনোজরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে মোক্ষদায়িকা বারাণসীপুরী বেদচর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়াছিল। তাঁহার সময় হইতেই কান্যকুব্জ ও কাশীধাম বৈদিক বিপ্রগণের কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত লইল এবং তাঁহার সময়েই গৌড়ে আদিশূরের অভ্যুদয় ও বৈদিকধর্ম্মপ্রচারার্থ পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল।

যশোবর্ম্মার পর তৎপুত্র চক্রায়ুধ ও তৎপরে তৎপুত্র ইন্দ্রায়ুধ

কনোজাধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা বৈদিক বা হিন্দু ধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন না; শেষোক্ত রাজার সময় পালবংশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকার স্থায়ী হয় নাই। এই সময়ে ভোজদেব ও তাঁহার বংশধর "পাল" উপাধিধারী রাজগণ বারাণসী ও শ্রাবস্তীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, তাঁহাদের চেষ্টায় বারাণসীতে বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বারাণসী হইতে আবিষ্কৃত চেদিরাজ কর্ণের তাম্রফলক হইতে জানা যায় যে, তিনি কাশীতে কর্ণাবতী নামে নগরী ও কর্ণমেরু নামে এক বৃহৎ দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (চেদিসং ৭৯৩=১০৪২ খৃঃ)। এই চেদিপতি চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি গোপাল কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন। চন্দ্রাত্রেয়-রাজগণের যত্নেও কাশীধামে বহু লিঙ্গ ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথে মহীপালরাজের ১০৮৩ বিক্রম সম্বতে (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মহীপালের পর তৎপুত্র স্থিরপাল ও বসন্তপালের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত কাশীরাজ্য "পাল" উপাধিধারী রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে কান্যকুব্জ রাষ্ট্রকূটবংশীয় গাহড়বাল নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সঙ্গে কাশীও তাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছিল। কাশীর নানা স্থান হইতে এই বংশীয় নৃপতিগণের বহু তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাঁদের

যত্নে বারাণসী প্রকৃত ইন্দ্রপুরী সদৃশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। এই বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রের নাম ভারত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তাঁহার সময়েও কাশী ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু হিন্দু দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাভূত করিবার জন্য শাহাবুদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতব্‌উদ্দীন্ বারাণসী পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং সহস্রাধিক হিন্দু মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যান। হসন নিজামির "তাজুল-মু-আসির" নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে, "পুত্তল-পূজকের প্রধান বনারসপতি জয়চাঁদের বিরুদ্ধে কুতব্‌উদ্দীন্ ৫৫ হাজার অশ্বারোহী লইয়া উপস্থিত হইলেন।...ভীষণ সমরে তীরবিদ্ধ হস্তীপৃষ্ঠস্থ বনারসের রায় আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সেই সঙ্গে প্রতিমা-পূজার কালিমা, কুসংস্কার ও পাপপূর্ণ হিন্দ হইতে তরবারির বারিতে ক্ষালিত হইল। অতঃপর মুসলমানবাহিনী হিন্দুরাজ্যের কেন্দ্রস্থান বনারস্ অভিমুখে ধাবিত হইল। এখানে তাহারা সহস্র সহস্র দেবমন্দির ধূলিসাৎ করিয়া তাহার ভিত্তির উপর মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিল ও ইস্‌লামধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।" বাস্তবিক হিন্দুরাজগণ দীর্ঘকাল অতি যত্নে যে কাশীধাম প্রাসাদসদৃশ মন্দিরমালায় সুশোভিত করিয়া আসিয়াছিলেন; কুতবের আক্রমণে সেই বিগত-গৌরব সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাই চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং যে ১০০ ফিট্ উচ্চ তাম্রময় মহেশ্বরদেবকে দেখিয়াছিলেন, এখন তাহার চিহ্ন-মাত্র নাই। রাজা জয়চন্দ্র ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুরাজগণের ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কাশীতে যে সকল সহস্র সহস্র গগনস্পর্শী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, পূর্ব্ব-গৌরব ঘোষণা করিবার জন্য তাহার একটীও

বিদ্যমান নাই। দুই একটী ভগ্নপ্রায় মন্দির বা ধ্বস্ত স্তূপরাশি সেই অতীত কীর্ত্তির স্মারকরূপে স্থানে স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর প্রাণ দ্বিগুণতর ব্যথিত করিতেছে। এখন যে সকল সমুচ্চ অট্টালিকা ও দেব-মন্দির কাশীর শোভা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছে, তাহা সমস্তই মুসলমান-প্রভাবের অবসানকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। বলিতে কি, হিন্দুরাজত্বকালে বারাণসী যেরূপ শোভা-সমৃদ্ধিতে সর্ব্ব-প্রধান হিন্দুতীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন তাহার শতাংশের একাংশ পর্য্যন্ত আছে কি না, সন্দেহ।

কুতবউদ্দীনের পরে যে সকল পাঠানরাজ আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে দেবদ্বেষী ও মন্দিরভঙ্গকারী ছিলেন, তাহা নহে, সুলতান বল্‌বন প্রভৃতি কোন কোন সম্রাট্ হিন্দুরাজন্যবর্গের প্রতি যথেষ্ট অনুকূল ছিলেন। সেই সকল নিরপেক্ষ মুসলমান সম্রাট্‌গণের সময় ধার্ম্মিক হিন্দুসামন্তবর্গের চেষ্টায় আবার বারাণসীতে বহু প্রাসাদ ও দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুর দুর্ভাগ্য ক্রমে বিষম দেবদ্বেষী দুই জন কালাপাহাড় দেখা দিল। ১ম কালাপাহাড় জৌনপুরাধিপ বার্ব্বকশাহ তথা দিল্লীশ্বর সিকেন্দর লোদীর সেনাপতি, ৮৯৯ হিজরী অর্থাৎ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে অভ্যুদয়। অপর ব্যক্তি সুলমান কররাণী, তথা দাউদের সেনাপতি, ৯৮৮ হিজরা বা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে মোগলতোপে বিগত-জীবন। এই দুই কালাপাহাড়ের আক্রমণে বারাণসীর কোন প্রাচীন দেবমন্দির রক্ষা পায় নাই, বহু দেবমূর্ত্তি অঙ্গহীন বা মুসলমান স্পর্শে কলঙ্কিত হইয়াছিল। বারাণসীবাসী বলিয়া থাকেন যে, কালাপাহাড়ের ভয়েই বিশ্বেশ্বর জ্ঞানবাপীতে গিয়া লুকাইয়াছিলেন। বাস্তবিক পূজকদিগের চেষ্টায় বহু দেবমূর্ত্তি লুক্কায়িত হইয়াছিল।

মোগল অধিকার-কালে বিশেষতঃ অকবরের সময় কাশীবাসী হিন্দুগণ অনেকটা শান্তিসুখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং বহুতর দেব-দেবীর মূর্ত্তি উদ্ধার ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজেবের খর-দৃষ্টিতে বারাণসীর দেবপূজার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, এমন কি ঐ সময়ে আদি-বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভিত্তির উপরে মুসলমান মস্‌জিদ স্থাপিত হয়। অরঙ্গজেব বারাণসীর মহম্মদাবাদ নামকরণ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর পুনরায় দেবপূজা ও দেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সতেজে চলিল।

এ পর্য্যন্ত কাশী প্রদেশ মুসলমান সুবেদারের অধীন ছিল। দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহ বারাণসী হিন্দুদিগের পবিত্র স্থান বলিয়া ঐ রাজ্য হিন্দুরাজার অধীনেই রাখিতে ইচ্ছা করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারামকে "রাজা" উপাধি দিয়া কাশীরাজ্যে স্থাপন করেন। বহুপূর্ব্বে জয়পুরাধিপ মানসিংহ শত শত দেবালয়ের সহিত এখানে নিজনামে "মানমন্দির" নামক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেও এই সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই উক্ত মানমন্দিরে জয়পুরাধিপ সবাই জয়সিংহকর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ বেধালয় (observatory) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বেধালয় এক্ষণে "মানমন্দির" নামে সর্ব্ব-জনপরিচিত। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মনসারামের পুত্র বলবন্তসিংহ কাশীর রাজা হন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তৎ-পুত্র আহ্মদশাহ সফদর জঙ্গকে উজীরপদ ও অযোধ্যাপ্রদেশ প্রদান করেন। তখন বারাণসী অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত হয় এবং সফদরজঙ্গ বলবন্তসিংহের স্বাধীনতা-হ্রাসের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পান। বলবন্ত-সিংহও স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম সাহস ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুজা

উদ্দৌলা সুবেদার হইলেন। তিনিও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া বলবন্তের পদমর্য্যাদা খর্ব্ব করিতে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। এই সময় বলবন্ত সিংহ রাজ্য ও আত্মরক্ষার জন্য রামনগরে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আলমগীর বাদশাহের পুত্র মহম্মদআলী ও উক্ত নবাব সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব মীরজাফরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া পাটনায় উপস্থিত হইলে মীরজাফরও বৃটীশসৈন্য সাহায্যে তথায় উপস্থিত হন এবং তাহাদের আশা ভঙ্গ করিয়া দেন। সুজা উদ্দৌলা পরবর্ষে আবার বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিলে, মীরজাফর বিপৎকালে বলবন্তকে সাহায্য করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন; তদনুসারে বলবন্তসিংহও বঙ্গেশ্বরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ শাহ আলম্ বাদশাহ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী-রাজ্য অর্পণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আবার উহা ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে সুজাউদ্দৌলাকে ছাড়িয়া দেন; কিন্তু বলবন্ত সিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন; এ কারণ সুজা উদ্দৌলা চিরশত্রু বলবন্তকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে যথেষ্ট প্রয়াসী হইলেও ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি বলবন্তের পক্ষে থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২২ আগষ্ট বলবন্তসিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র চেৎসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর চেৎসিংহ অযোধ্যার নবাবের নিকট এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ২১ মে তারিখ হইতে বারাণসী আবার বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অধীন হইল; তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল চেৎসিংহ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আবার সনন্দপত্র গ্রহণ করেন। সেই সময় য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লব ঘটিলে

গবর্ণরজেনরল ওয়ারেণহেষ্টিংস্ যুদ্ধব্যয়ের জন্ত চেৎসিংহের নিকট বার্ষিক প্রাপ্য রাজস্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। প্রথমবার চেৎসিংহও হেষ্টিংসের কথা রক্ষা করেন; কিন্তু ২য় বর্ষে ঐরূপ অতিরিক্ত টাকা চাহিলে তিনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করেন, তাহাতে হেষ্টিংস্ ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্তে কাশীতে উপস্থিত হন। চেৎসিংহ অনন্তোপায় হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। (১৮১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে তাঁহার মৃত্যু হয়)।

চেৎসিংহ পলায়ন করিলে, বলবন্তসিংহের কন্যা হেষ্টিংস্কে জানাইলেন যে, তিনি বলবন্তসিংহের একমাত্র কন্যা এবং তাঁহার পুত্র (বলবন্তের দৌহিত্র) মহীপনারায়ণই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। হেষ্টিংসও মহীপনারায়ণকেই বারাণসীর প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া তত্রত্য জমিদারী সনন্দ প্রদান করিলেন (১৭৮১ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর)। রাজা মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ উদিতনারায়ণ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৩৫ খৃঃ উদিতনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন। ইহাঁর কবিত্ব শক্তি ও শিল্পকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, ইহাঁর স্বহস্তনির্ম্মিত বিবিধ হস্তিদন্তের কারুকার্য্য রামনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। গত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ঐ বর্ষে ১৩ই জুন তৎপুত্র মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (K. C. I. E.) বারাণসীর অধিপতি হইলেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।